কাল-পরিণয়।

(সামাজিক নাটক)

৺রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

গানগুলি সুর লয়ে গঠিত।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা বুকডিপো লিমিটেড

২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৩৩।

মূল্য এক টাকা।

জন্মায়, ততক্ষণ তাহার উচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে কি ? কাযেই পিশাচ পিশাচীর কদাকার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইয়াছে ; নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বিবেচনা করি নাই।

কলিকাতা।
১৪নং রামধন মিত্রের গলি, শ্যামপুকুর
রবিবার, ৯ই মার্চ্চ ১৯০২।

তোমার স্নেহের,
রামলাল

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

জগদীশ দত্ত	...	কলিকাতার জনৈক ধনী ব্যবসায়ী।
তিনকড়ি	...	জগদীশ বাবুর খাতাঞ্জী।
তারকচন্দ্র ঘোষ	...	শ্যামপুকুরের জমিদার।
সারদাপ্রসাদ বিশ্বাস	...	ঐ দৌহিত্র (প্রথমা কন্যার পুত্র)।
মণীন্দ্রনাথ রায়	...	ঐ ঐ (দ্বিতীয়া কন্যার পুত্র)।
অন্নদাপ্রসাদ বসু	...	মণীন্দ্রের শ্বশুর।
মনু	...	মণীন্দ্রের পুত্র।
শম্ভু	...	তারকবাবুর প্রতিবাসী; বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ।
ব্রজ উমেশ	...	সারদার সমবয়স্ক বন্ধু।
কমলাকান্ত	...	মণীন্দ্রের পিতার আমলের নায়েব।
বিকাশবাবু	...	এটর্ণী।
শিবদাস আগরওয়ালা	...	মাড়োয়ারী মহাজন।
গণেশ	...	মনুর সহপাঠী বালক।
নব	...	তারক বাবুর পুরাতন ভৃত্য।
ডাক্তার বাবু।		
তেওয়ারী	...	অন্নদাবাবুর দরওয়ান।
ইল্লত সিং	...	ঐ (মামার আমলের)
ছেদী	...	জগদীশ বাবুর সহিস।

জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, রক্ষিগণ, পুলিস ইন্‌সপেক্টর, পাহারওয়ালা, পথিকগণ, ভিক্ষুক, বালকগণ, পরিচারক, সাধু।

স্ত্রী।

মোক্ষদা ... সারদার স্ত্রী।

কিশোরী .. মণীন্দ্রের স্ত্রী।

মণীন্দ্রের পিসীমা

আরক বাবুর বাড়ীর ঝী।

কালি ... ঐ ঝীর কন্যা।

বিন্নুর মা ... কিশোরীর ঝী।

মোক্ষদার কলিকাতার বাড়ীর ঝী, অন্নদা বাবুর পরিচারিক

ইত্যাদি।

ক। রাম রাম রাম!!! অনুমতি করেন ত বিদেয় হই। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, এ সকল কথা শোনাও পাপ বিবেচনা করি।

জ। ও বাবা! তোমার ত ঠাকুর ভারি নিষ্ঠে দেখতে পাচ্ছি। তা আমার ওপর রাগ কর কেন? আমাকে এই তিনকড়ে বল্লে যে কমলাকান্ত ঠাকুরই মণি বাবুকে মদ খাওয়াতে শেখালেন।

তি। সে কি ম'শায়! আমি ত ওঁকে এই আজ সবে দেখলুম; আমি আবার কবে আপনাকে মণি বাবুর কথা বল্‌তে গেলুম!

জ। এই তুই সে দিন আমায় বল্লি, আর আজ বলচিস 'না'। আমি আরও তোকে বল্লুম যে না, কমলাকান্ত ঠাকুর বুড়ো হয়েছে, ধর্ম্মনিষ্ঠে লোক, সে কি মদ খায় তা তাকে খাওয়াবে। তুই বল্লি "হ্যা মশায়! আমি স্বচক্ষে দেখিছি মণি বাবু আর ঐ বুড়ো ঠাকুর দোকানে বসে বসে মদ খাচ্চে।

তি। (কমলাকান্তের পায়ে ধরিয়া) ঠাকুর আপনার পায়ে হাত দে বল্‌চি আমি এ কথার বিন্দু বিসর্গও জানি না। বাবুর আমাদের স্বভাব ঐ, একজনের সঙ্গে একজনের ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া। দোহাই আপনার, আপনি রাগ কর্ব্বেন না।

জ। আমোলো ও ব্যাটা আবার নাকে কান্না ধল্লে, দূরহ। (কমলাকান্তের প্রতি) তা তোমার বাবু আছেন কেমন গো?

ক। আজ্ঞে তাঁর আর কেমন থাকাথাকি বলব কি। সংসার অচল হয়ে দাঁড়াল। পৈতৃক ইটকাট যা যতটুকু ছেল তা ত সবই গিয়েছে এখন দেশের ভদ্রাসন টুকুও টল টল্ কচ্চে। বাবু দিন রাত্রি ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেছেন। সে রূপ নেই—

জ। তোমার বাবু আবার কোন কালে বিদ্যাসুন্দর ছেলেন গো—যে আর রূপ নেই।

ক। আজ্ঞে আপনি ঠাট্টা করুন, কিন্তু বাস্তবিকই এমনি হয়েছে যে বাবুর মুখের দিকে চাইলে আমার প্রাণের ভেতর আর কিছু থাকে না।

জ। তা এ যে তোমার বাবুর ওপর বেয়াড়া ন্যাওটো হওয়া বাবু। প্রাণের ভেতর কিছু থাকে না ত সরে পড় না—বাবু ত তোমার বাবাও নয় খুড়োও নয় যে ছেড়ে যাবে কোথায়। আপনার দেশে গে মাগ ছেলের দিকে চেয়ে যাতে প্রাণের ভিতর কিছু থাকে এমন করগে না।

ক। মণি বাবু আমার বাবা খুড়োর চেয়ে বেশী মশায়! (কম্পিত স্বরে) এই বুড়োর হাতে উনি মানুষ হয়েছেন—এখন ওঁকে ফেলে আমি যাব কোথায় বলুন?

জ। কোথাও যাবেনা ত কি শুধু আমার কাছে বসে বসে কাঁদবে? বাবা দেখ, ঐ তিনকড়ে ব্যাটাকে নিয়ে ঘরে যোসগে। ও ব্যাটার শাশুড়ির মুখের দিকে চাইলে ওরও প্রাণের ভেতর কিছু থাকে না, আর তোমার বাবুর মুখের পানে চাইলে তোমার প্রাণে কিছু থাকে না, দু'জনে রাজযোটক হবে।

তি। আজ্ঞে আমি তবে শ্যামধন বাবুর কাছে গমের দরটা জেনে আসি।

জ। বোস্, যাস্ এখন।

তি। আমি চল্লুম—কে বসে বসে আপনার গাল খাবে বলুন?

জ। বোস্ বোস্। (কমলাকান্তের প্রতি) মণির সে ছেলেটি ভাল হ'য়েছে?

ক। বাবু বরাবর জলপানী পেয়ে এসেছেন।

জ। আর ও মুল্লুকে কেউ কখন জলপানী পায়নি। কুইনভিক্টোরিয়া তোমার বাবুর জলপানী পাওয়ার কথা শুনে কালীঘাটে ডালা পাঠিয়ে দিছলেন। তার পর বল।

ক। তারক ঘোষ মহাশয়ের প্রতিবাসী এক বন্ধুর এক কন্যা ছিল। তারক ঘোষের ইচ্ছে বাবুর সঙ্গে তার বে দেন। এমন কি এক রকম ঠিক ঠিকেনাই হয়েছিল। পাড়ার সকলে সে মেয়েটীকে মণি বাবুর কনে বলে ডাকৃত। তারক ঘোষ মেয়েটীর বাপের জীবিতাবস্থায় তার কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যে তাঁর মেয়েকে নাতবউ করবেনই করবেন। মেয়েটীরও যেমন রূপ তেমনই গুণ। অল্প বয়সেই সে এত বই পড়েছিল যে তার সমবয়সী পাড়ার ছেলেরা কেউ তাকে এঁটে উঠ্‌তে পার্ত্তনা। আর ভগবানের কি মহিমা, সাত বছরের বেলা থেকেই আমার বাবু অন্ত তার প্রাণ। বাবু একদিন তাদের বাড়ী খেলা কত্তে না গেলে সে খেত না, কাঁদত। শেষে বাবু গিয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে খাওয়াতেন, তবে খেত। বাবু যখন প্রথম জলপানী পেলেন সে যেন অহঙ্কারে ফুলে উঠল! মেয়েটী যথার্থই যাকে বলে রূপে লক্ষ্মী গুণে স্বরস্বতী।

জ। ঠাকুর! ঐ তিনকড়ে ব্যাটাকে বল ওর শাশুড়ী মাগীর কথা পড়লে ও ঠিক ঐ তোমার মত বর্ণিমে শুরু করে।

ক। যা বলছি। সারদা বাবু (তারক বাবুর বড় দোয়ুত্তুর) বরাবরই আমার বাবুর হিংসে কত্ত, বাবুকে দেখ্‌তে পাত্ত না, কাযেই ঐ মেয়েটী বাবুকে অত ভালবাসে বলে তাকেও দেখ্‌তে পাত্ত না। মেয়েটীও সারদাকে বড় ঘেন্না কত্ত। কিন্তু প্রজাপতির

ক। আজ্ঞে হাঁ, দাসুরায়ের মত ছড়াটড়া কখন কখন লেখেন বটে, সেটা দৈব অনুগ্রহ।

জ। দাশুরায়ের পিতাম'র মত। তার ছড়া তো বোঝা যায় গো। এর কি আর বোঝবার জো আছে? ঐ যা বলেছ—দৈব, ঐ দৈব একটু বেশী ভর কল্লেই ঝাড় ফুক কত্তে হয়। তা বেশ, তা আমার কাছে তোমাকে তোমার বাবু আজ পাঠালেন কেন?

ক। আজ্ঞে সেই ৫০০৲ টাকার কথা বলতে। গেল মাসে দোবার কথা ছেল তা গেল মাস ত গেছেই, এ মাসেও বোধ হয় হল না, সুমুখের মাসে যদি সুবিধে হয়—

জ। সুবিধে আর কি হবে? বেচারার আর কিছু আছে কি?

ক। আজ্ঞে তা ঠিকই বলেছেন। তবে দয়া করে—

জ। এ যে তোমার অন্যায় ঠাকুর। আমি ত তুমি নয় যে তোমার বাবুর মুখের দিকে চাইলে আমার প্রাণের ভেতর কিছু থাক্‌বে না। তুমি শোন—তোমার বাবুকে বোলো যে লুকিয়ে থাকলেই আমি ছেড়ে কথা কইব না। আমরা ব্যবসাদার মানুষ, টাকা বুঝি, তোমার মত দয়া করার ধার ধারি না বাবু। তোমার বাবুকে পরশু দিন আমার কাছে বেওজোর পাঠিয়ে দিও, তার সঙ্গে মোকাবেলা হলে আমি যা বিহিত হয় কর্ব্ব। আমাদের ত আর তোমার বাবুর মত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বংশ নয়। আমার বাপ ১০৲ টাকার সরকার ছেলেন, আমি তাঁর ছেলে, সুতরাং টাকাটা কিছু ভাল বুঝি।

ক। তা যেমন আজ্ঞে কচ্ছেন তেমনিই কর্ব। তাঁকে পরশু আপনার

কাছে পাঠিয়ে দোবো। তবে আমি তাঁর অপেক্ষা তাঁর বিষয় ব্যবস্থা ভাল জানি, তাই বলচি যে অন্ততঃ এ মাসটা—

জ। (তিনকড়ির প্রতি) আমোলা ও বল্‌চে তা তোর কি? ঠাকুর! এদিকে দেখ্‌চ তিনকড়ে ব্যাটা আমার গা টিপে বল্‌চে—মশায়! ওকে বিদেয় করুন, কি একশবার ব্যাজ ব্যাজ কচ্চে।

তি। ওমা সে কি? কখন বল্লুম? আমি ত লছমন দাস আগর-ওয়ালার চিঠীটা পড়ছিলুম।

ক। আজ্ঞে, আমি তবে এখন চল্লেম।

তি। (কমলাকান্তের হাত ধরিয়া) না ঠাকুর! আপনি বাবুর কথা শুনবেন না। ঈশ্বর জানেন আমি কিছু বলিনি, এমন কি খানিকক্ষণ আপনাদের কথা বার্ত্তাও শুনিনি! আপনি বসুন।

জ। ওমা, আবার বুড়ো বাম্‌ণের সঙ্গে হাত কাড়াকাড়ি কচ্চে দেখ, যেন ওর সম-সমাদী। ব্যাটা কে গো, দেবতা বামুণে ভয় নেই।

তি। নিন মশায়! ঠাট্টা রাখুন—আপনার জন্যে ব্রহ্মশাপে পড়বার জো হয়েছি।

জ। পড়বে বইকি বাবা—ওহলো বুড়ো ধর্ম্মনিষ্ঠে ব্রাহ্মণ—ওকে অপমান—এতেও ব্রহ্মশাপে পড়বে না?

তি। (কমলাকান্তের প্রতি) আপনি আমার ক্ষমা করুন। আমি যথার্থ বলচি—

ক। (তিনকড়ির প্রতি) আপনি কি পাগল হয়েছেন? বাবু আনন্দ-ময়, সকলকে নিয়েই একটু আনন্দ করেন আমি কি আর তা বুঝতে পাচ্চি না। (জগদীশের প্রতি) তবে আজ চল্লুম।

জ। বেশঠাকুর! তিনকড়ে ব্যাটা ভাল মানুষ পেয়ে তোমাকে জল বুঝিয়ে দিলে। এস প্রণাম।

ক। কল্যাণ হোক।

[প্রস্থান]

তি। না মশায়! আপনার ভারি অন্যায়—ও রকম যার তার সঙ্গে—

জ। এ বুড়ো বামণ বড় ভাল লোক রে তিনকড়ে। খাঁটী সেকেলে ছাঁচ—দামী, বাজে নয়। আমি যাই বাড়ীর ভেতর তেল মাখিগে। (যাইতে যাইতে) হা দেখ, পরশু সকালে আমার খুচরো ৫০০৲ টাকা চাই, আমাকে এই খানে দিয়ে যাস!

তি। যে আজ্ঞে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শ্যামপুর।

সারদার বৈঠকখানা।

সারদা ও মোক্ষদা।

মো। যাই কে এসে পড়বে, এখানে ডাকলে কেন?

সা। শোন না, কলকেতার যে সেরা কবিরাজ, যার চেয়ে বড় আর নেই—বুঝতে পাচ্চ?

মো। এত বড় শক্ত কথা, একি সহজে বোঝা যায়?

সা। না বুঝতে পার ত সরে পড়।

মো। কোথায়? হাটে না বাজারে?

সা। দেখ দেখি রাগ ধরে না? অত বড় একটা কবিরাজ কাল সকালে কলকেতা থেকে এখানে আসবে, আর উনি কিনা পান খেয়ে নিচ্চিন্দি হয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

মো। কে বল্লে নিচ্চিন্দি হ'য়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্চি। আমি পাড়ায় এয়োদের সব নেমন্তন্ন করে রেখেছি—তোমার ও বেলা হবিষ্যির যোগাড় করে রেখেছি—সে সব সেরে তোমার কাছে দু'দল গোরা বাজনা বায়না করে রাখবার কথা বল্‌তে এলুম। অত বড় কবিরাজ আসছে—

সা। কথায় এদিকে কাস্তের ঠোকর বসে না, মাগ যেন ভট্‌চায্যি। তোমার কি ঘরের ভেতর বসে রান্না বান্না সাজে? একটা টোল খুলে বোস।

মো। একখানা আটচালা, আর গণ্ডাকতক পোড়ো ঠিক কর না, তাই বসি।

সা। দাদার আর ক'দিন? ওকি সহজ ব্যথা? তার ওপর ঐ বয়েস। ঐ ব্যথা একদিন একটু জোরে ধল্লেই কর্ম্ম কাবার হয়ে যাবে! তা হলেই—

মো। তা হলেই সোণার লঙ্কায় হনুমানের নেত্য।

সা। মুখ সামলে কথা কও, আমি না তোমার স্বামী?

মো। আমি কোন্ বলচি তুমি আমার ভগ্নীপতি?

সা। মেয়ে মানুষ কেবল চাবুক খেলে ঠিক থাকে।

মো। যদি তোমাদের পাতের হয় তবে—আমাদের আগদোগ কি কিছু খেতে আছে?

সা। হাসিও পায়। বেজার আর তোমার সুখ্যাতি ধরে না। বলে

তুমি বেশ কথা কও। সে বলে সারা দিন রাত্তির হাঁ করে সে তোমার কথা শুন্‌তে পারে।

মো। যদি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড কই তবে—নইলে তোমরা বুঝতে পার না।

সা। এক এক সময় ভাবি তুমি যেন আমার মনের মতন।

মো। ও রকম হামেসা ভেবো না, শরীর খারাপ হবে।

সা। দেখ মাগেরা যদি মানুষের মত হয় তা হলে কি আর আমাদের বার রোগ জন্মায়? ঘরেই যদি রগড় পাওয়া যায়, কোন ব্যাটা বাইরের বেটীদের খোসামোদ করে বাবা? হ্যাঁগা কালীকে যে কদিন দেখিনি—সে কি কোথাও গিয়াছে?

মো। হবে—

সা। না কি কোন অসুখ করেছে?

মো। কি জানি—কেন?

সা। তাই জিজ্ঞেস কচ্চি। দিন রাত্তিরই তোমার কাছে দেখতে পাই, আজ দু'তিনদিন—

মো। এলে পাঠিয়ে দোব?

সা। হাঃ হাঃ, তা হলে ত মজাই হয়। বেশ জিনিস। একটু ন্যাকা ন্যাকা —কিন্তু দেখতেও বেশ—আর কি গান গায় চমৎকার!! ওগো ভাল কথা—যা বলেছিলুম—আজ খাবে? সন্ধ্যার পর চুপি চুপি—

মো। কি?

সা। আহা—ন্যাকা? কি? আর এক বচ্ছর ধরে খোসামোদ কচ্চি। কেন, খেয়ে আর আমার মাথা কি কিনবে? তোমারই ফুর্ত্তি। কলকেতায় আজ কাল ঘর ঘর ও রকম, বুঝলে? তুমি ত কলকেতার মেয়ে, ইস্কুলে পড়া, পাশ করা—এদিকে কংগ্রেসের কথা কও—আর এর বেলায় কি?

মো। হুঁ! মুখে যে বেশ গন্ধ বেরুচ্চে—বাঃ।

সা। আমার ত আর লুকোচুরি নেই—দিন রাত্তিরই খাই। এক দাদা ছাড়া দুনিয়ার কাকে ডরাই বাবা? সত্যি বল না? আচ্ছা একবার মুখে দিয়ে দেখ—একবার খেলেই কোন্ মরে যাবে? তার পর যদি আর না ইচ্ছে হয়, আচ্ছা আর আমি সাধব না। আমার মাথা খাও, তোমার পায়ে পড়ি। আচ্ছা একবারটি খেয়ে দেখ—আমার কথা একটা নয় রাখলেই।

মো। দেখা যাবে।

সা। কোল্‌কেতা থেকে ভাল জিনিস আনিয়ে রেখেছি। না খুলে বল—ভাব দেখি কদ্দিন ধরে বলছি—খোসামোদ কচ্চি? বল না খাবে?

মো। বরাবরই ত বলি "না"—কেন জিগ্যেস কর?

সা। উঃ কি সতী গো—না খেতে হবে। আজ কিছুতেই ছাড়বো না।

মো। (নিরুত্তর।)

সা। বাহবা, লেগেজা গুরো!! মৌনং লক্ষণং বাবা। কালীকেও রেখো।

মো। আমি কালীকে রাখতে গেলুম কেন? দরকার হয় তুমি রেখো।

সা। রেখো না—আচ্ছা যদি তোমায় একটা সুখবর দিই।

মো। কি?

সা। তোমার হবু-বর আসছেন যে।

মো। বটে! তাত আমায় কেউ বলেনি—আমার আবার কি বের সম্বন্ধ হচ্ছে?

সা। দূর তা কেন? তোমার হবু-বর। যার জন্যে তুমি যাও-যাও। যাকে না দেখ্‌তে পেলে তুমি খেতে না—যে না পড়ালে তুমি পড়তে না—যার সঙ্গে বে হ'ল না বলে তুমি বিষ খেতে গিছলে—

সা। একদিন সকালে—দাদা যখন মুখ হাত ধুয়ে বারাণ্ডায় চৌকিতে বসবে, তুমি গিয়ে কথা পাড়বে—দাদার তোমার ওপর বড় ভক্তি—

শ। অনুগ্রহ করে ভালবাসেন, যেমন তোমরা বাস। তবে তোমরা হলে একবয়েসী—

ব্র। হরিবোল!

শ। চোপরাও শালা—জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দোব। ব্যাটাচ্ছেলে পাজি!

সা। ওকি শম্ভু?

শ। তুমি বোঝ না—ব্যাটা পাজীর সদ্দার—জুতো না খেলে ছোট লোক ঢিট থাকে না। বারদিগর হলে শালাকে পায়ে থেকে জুতা খুলে মারব।

সা। ব্যাপার কি বেজা?

ব্র। কিছু জানি না, দোহাই ধর্ম্ম!

সা। (শম্ভুর প্রতি) আমি তোমাকে যেমন যেমন শিখিয়ে দোব, তুমি তেমনি তেমনি বলবে।

শ। আচ্ছা তুমি যা বলবে আমি তাই করব দাদা। তোমার জন্যে আমি মত্তে মারি।

ব্র। (সুর করিয়া) "হেলাতে রতন হারায়ো না মন, হরি হরি বল বদনে"—

শ। তবে রে শালা! (পাদুকা উন্মোচনান্তর) যত বড় মুখ তত বড় কথা? ইয়ারকি পেয়েছ?

সা। কি কর শম্ভু তুমি কি পাগল হলে? এ রকম ত তোমায় কখন দেখিনি।

শ। পাঁচ শালায় যেন আমায় কি পেয়েছে দাদা। শালারা আমায় ঘর

ব্র। হরি বল ভাই—হরিবোল—হরিবোল। (চীৎকার শব্দে হাত ছাড়াইয়া শম্ভুর, ও তৎসঙ্গে সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

কিশোরীর কক্ষ।

কিশোরী আসীনা—মণীন্দ্রের প্রবেশ।

ম। মনু এখন কেমন আছে গা ?

কি। ভাল আছে।

ম। সকালকার চেয়ে জ্বর একটু কমেছে ? গার তাত কেমন ?

কি। সেই রকমই।

ম। তবে আর বিশেষ ভাল আছে কি বল ?

কি। (নিরুত্তর)।

ম। কমল Temperature নিয়েছিল ?

কি। জানি না।

ম। আচ্ছা কিশোরি ! এও জানি না ? ছেলেটার এই অসুখ—আমার প্রাণটা বেরিয়ে গেল ভেবে ভেবে—ধাধা করে—আর তুমি নির্ভাবনায় বল্লে কি না জানি না। কি জানি ভাই—তুমি পাথর কি মানুষ—কিছুই ঠিক করে উঠতে পাল্লুম না। 'হাঁ' 'না' 'দেখিনি' 'শুনিনি' সকল সময়েই সেই মাপা কথা ; পৃথিবীতে প্রলয় হলেও তার নড়চড় নেই। তোমার মনের একটানায় হাজার ঝড়েও

ক। বাইরে হাত ধুচ্চেন্ আসচেন। কিছু করে আসতে পাল্লে বাবা ?

ম। সে করে আসাত পরে—এখন আজকে বোধ হয় আর হাঁড়ি চড়ল না। আজকের খরচের মত একটা টাকা এ সহর ঘুরে কারও ঠেন পেলুম না। কমল ! আর আমি পারি না।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডা। এই যে আপনি এসেছেন। বড় obstinate বুঝলেন ? এ সব তড়িঘড়ির অসুখ নয়। তবে এখন যে বিশেষ ভয়ের কারণ তা ত আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তিন বৎসর কেটেছে, আরও এই রকম করে কোন রকমে দুটো বৎসর কাটাতে পাল্লে, একবার ছেলে পাঁচ বৎসরের হলে, আর Liverএর ভয় বড় নেই। আজকের Prescription Smithএর বাড়ী থেকে serve করিয়ে আনান। দুটো ওষুধ দেবে, আর একটা—Liniment। ওষুধ দুটো দামী, আট টাকার কমে দেবে না—Linimentটাও টাকাটাক। গোটা দু'এক ভাল Mellins food আনান। পরশু যে দুটো আনিয়েছেন ও বাজারে, ও আমি reject করেছি। খবরদার ও খাওয়ান যেন না হয়। আর আমি advice করি আপনার ছেলের জন্যে একটা separate bedding করুন। ওই যে Whiteawayরা Iron-bed-stead বিক্রী করে সে গুলো মন্দ নয়। দুজন শুতে পারে, Say, 7 by 5, হলেই হবে। তাই একখানা নিয়ে আসুন, আর তার বিছানা বালিস সব featherএর করুন। ছেলে এখন হাড়ের মালা হয়েছে, শেষ মট করে কোন দিন পাশ ফিরতে একখান হাড় dislocated হয়ে পড়বে ? এ গুলোর একটু শিগ্‌গির বন্দোবস্ত করুন। আমি বলি আজই আপনি খেয়ে দেয়ে নিজে বেরিয়ে যান। আপনার একটা বিশেষ সুবিধে হচ্চে—

লাগে বলেই, ইচ্ছে হয় এমনি একটু একটু আদর কর, তাই মাঝে মাঝে একটু আদরের আবদার করি। যারে বড় ভালবাসি, ইচ্ছা হয় সে দিন রাত্তির আমায় বলে "তোমায় বড় ভালবাসি"। মানব চরিত্রের ধর্ম্মই এই—

কি। তেল আনি—

ম। না—একটু কথা কও। তেল নুনের কথা আর যেন শুনতে পারি না, আর যেন ভাবতে পারি না। (বিলম্বে) না যাই বেরুই—দেখ, কত সরস প্রাণ আমার—দুপুর হতে যায় বেলা—উনুনে এখন আগুন পড়েনি—সারা সকাল ঘুরে একটা পয়সা সংগ্রহ কত্তে পাল্লেম না—ছেলে মানুষ তুমি, এত বেলা দাঁতে কুটো কাটনি, আমি এখন একটু প্রণয় কত্তে চাচ্ছি। আমার চাদর খানা দাও, আর একবার ঘুরে আসি।

কি। রান্না হয়ে গেছে—তুমি নাও।

ম। কোথেকে হল ?

কি। আমার কাছে বার আনা পয়সা ছেল।

ম। একটী করে টাকা মাসে মাসে তোমায় খাবারের দেব মনে করি—তা অই মনেই করি। যদি ছমাস বাদে একটী টাকা কখন হল, দিলুম—তাও তোমার এইতেই যায়। এমন অন্নপূর্ণা আমার সংসারে থাকতে, আমি কি হতভাগা, আমার সংসার অচল। কিশোরি! দুঃখে, ক্লেশে, ভাবনায়, চিন্তায় আমার মাথার ঠিক নেই, নইলে তোমার ওপরও মাঝে মাঝে রেগে উঠি। হায় হায়, আমার কপালে তুমি আমার হাতে পড়েছিলে। চখের ওপর শুমুখ তোমার দিবানিশি মলিন দেখা তার চেয়ে আর সাজা কি ?

কি কানা হয়েছে? হোক, জন্ম জন্ম হোক—দু' চক্ষের মাথা খাক—ভাতে হাত দিতে নরকে হাত দিক—আমি দেখি—তবে আমার মনের কালী ঘোচে।

ম। কি পিসি পাগলের মত হাউ হাউ কচ্চ? তোমার কোলের গোড়া থেকে খেয়ে গেল তুমি দেখলে না দোষ হল পাড়াপড়সীর? ছিঃ দুধটা নষ্ট কল্লে—তার ওপর মিছিমিছি কতকগুলো চীৎকার।

পি। তা ত বলবিই রে—তোতে কি আর পদাথ আছে—তোকে যে রাক্ষসে খেয়েছে। আমার যেন একটু ঘুমই এসেছেল—তোর ভাল যারা সে আবাগীরা ত জেগে ছেল—কেন, তারা দেখ্‌তে পেলে না? দূর একচোকো—এই পাপেই তোর এত হচ্চে—নইলে কি আর ভিটে মাটী চাটী হয়। বেশ ত আমাকে তাড়িয়ে দে না—দিয়ে চার হাতে খা না। আমি যেখানে গতর খাটাব সেইখানেই খেতে পাব—তোর পাঁচ কথার কি ধার ধারি রে ছোঁড়া? অই হারামজাদী রাঁধতে পারে না? অই রাক্ষুসী, ভালখাকী, কাল থেকে যেন রাঁধতে যায়। আমি আর পারব না—আমি বলে রাখছি। অই ঝ্যাঁটাখাকী সর্ব্বনাশী শুনুক, আমি আর পার্ব্ব না। আমি রইছি তাই বুকে শেল বিঁধছে? আমি মুখুজ্জেদের বাড়ী চল্লুম, তাদের পায়ে জড়িয়ে কেঁদে বলব, তারা পাঁচজনে একটা ব্যবস্থা করুক লঘুপাপে গুরুদণ্ড? বিনি তস্কিরে আমাকে এই যাচ্ছে তাই বলা? আচ্ছা, ভগবান আছেন।

(প্রস্থান)

ম। হা ভগবান! (কিশোরীর প্রতি) কেন কাঁদচ, কতবার তোমায় কাঁদতে বারণ করিছি—পাগলের কথায় রাগ কর কেন ভাই? ওকি সহজ মানুষ, সহজ মানুষে কি এই রকম কথা কয়?

বিরেম নেই। মুখে আগুণ, মাথা যেন দুধ-সুমুদ্দুর। লজ্জা নেই, বকুনিতে ভয় নেই, ক্রমাগত চুল পাকাচ্চে, আর দাঁত পড়াচ্চে—তাইতেই আরও সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। মাগ যেন পিতোমুই! মেয়ে মানুষকে গোড়ায় আস্কারা দোবার ফল, আমি যেমন হাড়ে হাড়ে পেলুম এমন আর কেউ পায়নি। একটু যদি প্রাণে ভয় থাকত তা হ'লে কি আমার মতের বিরুদ্ধে কাজ কত্তে পাত্ত?

(সারদা ও উমেশের প্রবেশ)

সা। এই যে শম্ভুচাঁদ! ঘর আলো করে রয়েছ—মাইরি! কি চেহারার চটক ভাই। এমন মিস কালো চুল আমি কম দেখিছি। উঃ আমার যদি অমন চেহারা হত, ফাটিয়ে দিতুম বাবা।

শ। (সন্তোষে) সারু সারু—তোরই কি কম রূপ রে—আমার বোধ হয় আমার চেয়েও তোর চেহারার ঢং বেশী—কি বল উমেশ খুড়ো—

উ। পাগল নাকি—তবে সারদাও কিছু কুচ্ছিত নয়। আর আমি বলি ও রূপ ফুপ্ বাজে কথা, সব বয়সে করে, শম্ভুর বয়সে আমাদেরও শ্রী ছেল।

শ। আহা হা! যাও উমেশ খুড়ো তুমি বাবা বড় দুষ্টু। একেবারে আমি যেন কচি খোকা, আর তুমি যেন আশী বছরের বুড়ো। আমার চেয়ে তুমি কত বড় হবে গা, জিজ্ঞেস করি। বাস্তবিক আমি দিব্বি করে বলতে পারি, তোমাদের দুজনকে আমি কি চক্ষে দেখি তা বলতে পারি না। সারু! কর্ত্তার কাছে গিছলুম, কি কতকগুলো কাগজ পত্তর নে তিনি আজ ব্যস্ত রয়েছেন, বলে এলুম পরশু সকালে আবার আমি আসব, কতকগুলো কথা আছে। মণের আসতে এখনও তো পাঁচ ছ দিন।

শ। সারদা! আমাকে একজন সাধারণ ইতর ব্যক্তি ভেবো না. আমি একজন প্রাচীন—

ব্র। রাগের মাথায় সর্ব্বনাশ কোরা না, সত্যি কথা বলে ফেলো না—

শ। আমি একজন প্রাচীন লোকের কাছ থেকে শুনিছি—

ব্র। যে আমি পঁচানব্বুয়ে পড়িছি, এবং বেজা আমার প্রিয়তম নাতি—আর?

শ। আমায় যেতে দাও, যতদিন এ বাড়িতে ও আসবে ততদিন এ বাড়ীতে আমি পদার্পণ করব না।

সা। ছি শম্ভু! রাগ কোরো না, তুমি কি আজ নতুন হলে? বেজাটা চিরকেলে বদ্ধ পাগল, তার কথা শুনে—

শ। রাগে আমার গা কাঁপচে—

ব্র। রাগে না দাদা, রোগে—বয়সে—রক্তের জোর কমাতে কাঁপচে। চুলের কলপ বাড়চে বলে রক্ত ত আর বাড়চে না। আহাহা, শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি, হরিবোল!!

শ। (উন্মত্তভাবে) দূর শালার বেটা শালা! পাজি ছুঁচো!

ব্র। বল হরি হরিবোল—

শ। তোর বাবার মাথায় মারি জুতো রে শালা, হারামজাদ! (বেগে প্রস্থান করিতে করিতে) আয় না শালা. আয় না দেখি, দেখি তোর কত বড় হ্যামাত?

(শম্ভুর প্রস্থান)

সা। কেন বুড়োকে চটাস বেজা? আজ বড় বাড়াবাড়ি কল্লি। তুই জানিস না, ও বুড়ো পাগল আমার অনেক কাজে লাগে।

ব্র। তোমরা জান না। আমি বাড়াবাড়ী করিনি, বাড়াবাড়ী

জ। বাবা! এক গাছা বেত নিএস—নিএসে আমায় ঘা কতক তার বাড়ী দাও—দিয়ে দুটো কাণ মল—শেষে আমায় বাপান্ত করে চলে যাও।

তি। মহাভারত—মহাভারত!! কার সঙ্গে কি কথা কন? আমি আপনার চাকর—

জ। আমি ত তাই ভাবতুম গো—কিন্তু কথাবার্ত্তা কইছ যেন আমার শ্বশুর কি জাসশ্বশুর যে বাবা। দিতে হবে, দেওয়া চাই, একি চাওয়া না হুকুম করা?

তি। আজ্ঞে বাবার ব্যাম, নইলে ছুটি চাইতুম না। এটুকু অনুগ্রহ আপনাকে কত্তেই হবে।

জ। অমনি ভোঁ করে একটা 'অনুগ্রহ' ঢুকিয়ে ফেল্লে, বলিহারি। তোমার বয়স হল ৬৫, তোমার বাবা—তার আবার ব্যাম কি বাবা—সে ত মরেই রয়েছে। আগে তোমার মত গুণধর ছেলেকে নিয়ে ভুগেছে, এখন বয়সে ভুগছে, কবেই বা সে সুখে ছেল বল? তার ত মলেই ভাল।

তি। না মশায়, সকাল বেলা আর অনর্থক কতকগুলো গালাগাল দেবেন না। যাই, আমি খাতাটা সারি গে—

জ। না না, বোঝাও না। যে দিন থেকে তুমি ভূমিষ্টি হয়েছ, সে দিন থেকেই ত সে মরণ প্রার্থনা কচ্চে। তা এত দিন যা হোক কুঁতিয়ে কাঁতিয়ে লেগে পড়ে থেকে বেচারা মরণটিকে হাত করবার যোগাড় করেছে, একটু সুখে মরুকই না কেন। কেন আর এ সময়টা তুমি গিয়ে তাকে হাড়ে নাড়ে জ্বালাবে বাবা?

তি। বেশ মশায়! আপনার যুক্তিকে ধন্যি। টাকা ৫০০৲ অই মেজের ওপর রইল, ভুলে ফেলে রেখে যাবেন না। (তিনকড়ির প্রস্থান)

জ। (মণির প্রতি) তা ও জোব্বা জুব্বিগুলো খুলে ফেল হে। (তিনকড়ির প্রতি) তোমার শ্বশুর মশায়কে একটু তামাক খাওয়াও।

তি। আনি।

(তিনকড়ির প্রস্থান)

ম। তোমার সঙ্গে একটু বিশেষ দরকার আছে ভাই—

জ। তা কি বুঝিনি? মহা ইতর লোক তুমি, বিনি দরকারে কি তুমি পথ চল? আবার বলা হয় প্রতাপাদিত্যের বংশ—মুখে আগুণ!

ম। তা বলতে পার বটে—অনেক দিন তোমার এখানে আসি নি। দেখ সত্যি—সময় পাই না।

জ। আগে ত ২৪ ঘণ্টা এখানে পড়ে থাকবার সময় পেতে। কদিনের ভেতর একেবারে কি কেষ্টদাস পাল হয়ে পড়লে, যে সময় হয় না?

ম। দেখ, তখন আর এখনে ঢের তফাত। তখনকার তখন আর এখনকার এখনে স্বর্গ মর্ত্ত তফাত। ভাব দেখি যখন ইস্কুলে পড়তুম, সে কি দিন গিয়েছে। ভাবনা, চিন্তা, তখন কোন দেশে থাকত জানতুম কি? না, হাসা, খেলা করা, ফুল তোলা, ভালবাসা, এ সব ছাড়া দুনিয়াতে আর কিছু কখন কত্তে হবে, ভেবেছিলুম? তখন রেতে ঘুমুতে হত বলে কাতর হতুম; আনন্দ সমষ্টির কতকটা ভগ্নাংশ অজ্ঞান অবস্থায় কাটবে কেন? প্রভাতে, প্রভাত বায়ুর স্পর্শে, পাখীদের সঙ্গে একত্রে জেগে উঠতুম, নবীন প্রাণে অপরিমেয় সন্তোষের চক্ষে পৃথিবীর পানে চাইতুম, করুণাময়ী প্রকৃতির স্নেহের যেন পরিমাণ কত্তে না পেরে প্রাণের আবেগে

তাঁর কোলে ছুটোছুটী করে বেড়াতুম। এখন রজনীতে শান্তির আশা করি, নিদ্রায় সংসার সমর-ক্লান্তির ক্ষণিক বিরাম সম্ভব, কল্পনা করি। তখনকার জীবন এখনকার স্বপ্ন, এখনকার জীবন ছিল তখনকার স্বপ্নাতীত।

(তিনকড়ির তামাক লইয়া প্রবেশ)

জ। তিনকড়ে! সেই আগেকার মত ধরেছিল বাবা—যেই তুই বেরুলি, অমি সেই "পাখী সব করে রব" সুরু কল্লে। আমি মনে মনে ভগবানকে ডাকছিলুম, আর তুই কতক্ষণে আসিস ভাবছিলুম। (মণির প্রতি) তা এখনও কবিতে টবিতে লেখা চলছে ?

ম। (তামাক খাইতে খাইতে) তুমি পাগল, প্রাণে কি আর কবিতা আছে, না কোমলতা আছে দাদা ? প্রাণ এখন ঝামা হয়ে গেছে, রোদ জল খেয়ে ঝামা হয়ে দাঁড়িয়েছে, as hard as steel, আর তাতে দাগ বসে না। তখনকার প্রাণ কি আর আছে—সে মরে গিয়েছে।

জ। তা এখনকার প্রাণ কি তার ভূত হ'য়ে রয়েছে ?

ম। কথাটা নেহাত মন্দ বলনি—প্রায় তাই।

জ। সে আজ প্রায় ছ'সাত বছরের কথা হল। একদিন দুপুর বেলা কি কাজে ওদের উদিকে গিয়েছিলুম। বোশেখ কি জষ্টিমাস, বুঝলি তিনকড়ে! বিস্তর ঘুরিছি, ফিরে আসবার সময় মনে কল্লুম এদিকে এসেছি ত একবার মণির সঙ্গে দেখা করে যাই। ওর বড়ীতে যেতে ও ত মহাখুসী। বল্লে, তুমি এয়েছ তোমাকে আর কি দিয়ে সন্তোষ করব, তা আমি এইমাত্র একটা কবিতে লিখিছি সেইটে তোমায় পড়ে শোনাই এস। আমার একে ত ঘাম হচ্ছিল, ঐ শুনে

জ। তোমার সে দিন সেই বামুনটি এসেছিলেন, তার ঠেন তোমাদের ত সব শুনলুম ; মাতামোর দোরে ত তোমার ঢোকবার জো নাই— বে করে সে পথ খুইয়েছ।

ম। ৬।৭ বছর যাইনি। একবার আজকালের ভেতর সেখানে বেড়িয়ে আসব ভাবছি।

জ। অন্নদার মেয়েটী কেমন—তোমার wife? সে যখন খুব ছেলে মানুষ তখন একবার আমাদের বাড়ীতে এসেছিল, তা আমার মনে পড়ে না।

ম। সে এক অদ্ভুত জীব—as unimpressionable as a statue। কথা কারও সঙ্গে কখন কয় না। তুমি হাজার কথা কও জবাবটা এক ঘাড় নেড়ে সারবার চেষ্টা করবে, নেহাত তাতে না হয় ত 'হাঁ' কি 'না'। পৃথিবীতে প্রলয় হোক তার কিছু এসে যায় না। তবে অভিমানটুকু আছে আঠার আনা। একটী কড়া কথা বল্লেই চক্ষের জলের Pacific Ocean—সুতরাং unimpressionable একে-বারে বলি কি করে। কখনও কখনও বড় বিরক্ত বোধ হয়; আবার কখনও ভাবি তার উপর মিছে বিরক্ত হওয়া। আর হয় কি জান, wife হলেও একটু demonstrative হওয়া চাই, অত icy cool নে ঘর চলে না, তবে as artless as a child। আর পিসী ঠাকরুণের hotness এর দরুণ এর coolness তত feel কত্তে হয় না, সেই যা বল। মার জন্যে আমার বাড়ীতে কাক চিল বসবার জো নেই, ২৪ ঘণ্টা কিচ-কিচ-কিচ। যত রাগ আমার পরিবারের ওপর, অথচ সে কথাটীও কয় না, কথা কইতে সে ত জানেই না।

জ। তা হলে তোমার পিসি তার ওপর অতটা চটা কেন? তোমার

দিনরাত্তির আমায় সে কথাটা মনে করে দিতে আস, যাতে দিন-রাত্তির আমি তোমাদের ঐ ধ্যানেই থাকি। সেই টাকা কটার জন্যে আমি আদালতে গিয়ে তোমার নামে নালিশ করব ভেবে তুমি আজ আমার হাত ধরতে এসেছ—নীচ-প্রকৃতি তুমি নয় আমি? ধিক তোমায়! সংসারে ঢুকে অনেকে নষ্ট হয়, কিন্তু এত শীঘ্র তোমার মত নষ্ট হতে কাকেও দেখিনি। তুমি আমাদের ক্লাসে আদর্শ ছেলে ছিলে—তোমার মন, তোমার প্রাণ, তোমার চালচলন, আমরা অনুকরণ কত্তে পাল্লে আপনাদের ধন্য ভাবতুম—একি সেই তুমি? ধিক তোমায়!! আর কি বলব। অর্থে লোকের প্রাণকে সঙ্কুচিত করে জানি, কিন্তু আজ জানচি অর্থের অনাটন লোককে একেবারে অপদার্থ করে, তার উজ্জ্বল প্রমাণ তুমি।

ম! জগদীশ। আমায় মাপ কর—আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমাকে জেনেও তোমায় সন্দেহ করেছিলুম। কিছু মনে কোরো না—হীনাবস্থায় অমি হীন-প্রকৃতি হয়েছি বটে।

জ। কই এতদিন যে ছেলেটা ভুগছে তার দরুণ ত একদিন লোক পাঠাওনি? একদিন ত আমায় ডেকে পরামর্শ করবার দরকার ভাবনি? যে তুমি আমার বাড়ীতে বই থাকতে না, আমার সঙ্গে বই বেড়াতে না, যে দিন থেকে টাকা কটা নিয়েছ আর তোমার চুলের টিকি দেখবার জো নেই। ছিঃ! শেষ নালিশের ভয়ে আমার হাতে ধরতে এসেছ—তাও লোক পাঠিয়ে সারবার চেষ্টায় ছেলে, যখন তাতে হল না, তখন নিজে। মণি! ধিক তোমায়! তোমার কাছে থেকে আমি যদি টাকা নিই, তা হলে আমায় টাকা ধার করেছি ভাবতে হবে। যখন টাকা নিয়ে

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

তারক বাবুর শয়ন গৃহ।

তারক বাবু, সারদা, নব।

তা। আমরা যা ভেবেছিলুম তা নয়—কবিরাজ বল্লেন এ ব্যাধির অপেক্ষা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আর নাই। এর উৎপত্তি অন্তঃকরণে—ঐ যে বেদনা ধরা, ঐ সর্ব্বনাশেরমুল, ঐ বেদনাতেই আমার মৃত্যু হবে। আরোগ্য এ যাত্রা আমার অদৃষ্টে নাই, তা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলেম। তবে তিনি একটা ঔষধ দিয়ে গেলেন, বেদনা ধরবা মাত্র ঐ ঔষধ এক কাচ্চা পরিমাণে সেবনীয়। যেই বেদনা ধরবে তৎক্ষণাৎ ঐ ঔষধ প্রয়োগ করা চাই, অন্যথা তৎক্ষণাৎ মৃত্যু সম্ভব। নবই আমার কাছে ২৪ ঘণ্টা থাকে, ওকে ত বলে রেখেইছি, আর তুমিও ক্বচিৎ কখন আমার নিকটে থাক, তাই তোমাকেও বলে রাখলেম। ঐ সুমুখের দেরাজটা খুলে, ওর ওপর তাকে ঔষধের বোতল আছে, বার কর দেখি।

সা। (ঔষধের বোতল লইয়া) এই ত?

তা। হাঁ, বেদনা ধরলে আমার বাক্‌রোধ হয় জান? ধর এই তোমাতে আমাতে কথা কইতে কইতে আমার বেদনা ধরল, আর আমি মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারব না। তোমার অবিলম্বে ঐ ঔষধ

ছিল—আমার সমস্ত সত্বাই ছিল আমার অভিমান, অহঙ্কার—আমি নির্ভীক হৃদয়ে সংসারে প্রবেশ করেছিলাম, জানতেম হীনতা আক্কাতে অসাধ্য, অসম্ভব, আমি নির্জ্জীবন হবার পূর্ব্বে নিরহঙ্কার হতে পার্ব্ব না। কি দুর্দ্দম শত্রু সংসার! স্ত্রী পুত্র কি বিষম শত্রু! সে সব আমার কোথায় গেল? জলের তোড়ে কুটোর মত সে সব আমার কোথায় গেল? আমি কি হয়ে গেলুম? নীচতায় ভ্রূক্ষেপ করি না, হীনতা গণনা করি না, স্বার্থের দাস—অধোগমনে আমা অপেক্ষা সাহসী বীর কজন আছে? অর্থের জন্য তোমার বুকেও ছুরি মাত্তে পারি, তুমি তা জান? অর্থের জন্য, শৃগাল কুক্কুরের মত যে দূর করে দিয়েছে, তার কাছে আত্মীয়তা কত্তে যাচ্ছি। যদি কিছু ভিক্ষা পাই—পদাঘাতে কুণ্ঠিত নই, যদি ভিক্ষা পাই। হা অর্থ!! হা সংসার!!

ক। ভেবো না বাবা ভেবো না: মা সুদিন দিলে আবার তোমার দোরে হাতি বাঁধা হবে, তুমি দেখো। যখন যেমন তখন তেমন কত্তে হয়।

ম। যেতে দাও, আমার সব কথা তুমি ধোরো না। পাইতাড়ার বিষয় বিক্রীর কি হল? কাল চিঠি পাবার কথা গেছে না?

ক। পেয়েছি। বড় জোড় পনর দিন। সব ঠিক হয়েছে, হতে কত্তে আর ১৫টা দিন। তা আর ছাড়াবে না। তার ভেতরই তুমি টাকা পাবে।

ম। টাকা পেলেই আগে জগদীশের টাকা শোধ করা চাই। বড় উঁচু লোক, বড় ছাতি। ৫০০৲ টাকার খত খানা টুকরো টুকরো করে আমার সুমুখে ছিঁড়ে ফেল্লে। আবার ৫০০৲ টাকা দিতে চায়।

ম। স্নানের পর তোমায় বড় সুন্দর দেখায়। প্রভাতের শিশির-সিক্ত পদ্মফুলের মত দলে দলে তুমি যেন বিকশিত হয়ে ওঠ। এক-বার আমার কাছে এস না ভাই! তোমার মুখখানি ভাল করে দেখি। (কিশোরীর নিকটস্থ হইয়া) আমি গরীব? তুমি আমার—আমি গরীব? সাত রাজার ধন আমার ঘরে, আমি তার অধিপতি, আমি গরীব? এতটা খাঁটী সোনা আর কার ঘর আলো করে আছে? যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন—আমারও তেম্নি কিছু নেই—ধন নেই, মান নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই, কেবল তুমি আছ—সব না থাকার ক্ষতি পূরিয়েও তুমি আমার অঢেল হয়ে আছ। দুঃখে শোকে শান্তি, আক্ষেপে আত্মীয়, খেদে বিস্মৃতি, অভিমানে অশ্রুজল, বিপদে বন্ধু, অনাটনে লক্ষ্মী, সুখে সন্তোষ, একাই তুমি আমার অগণ্য। এ পাঁকের অন্ধকার সংসারে সহস্র দল বিস্তার করে আলো করে আছ তুমি, কি পুণ্যে আমার?

কি। আজকেই যাবে কি?

ম। যাব, যেতেই হবে।

কি। কাল আসবে?

ম। কাল হবে না, পরশু সন্ধ্যা নাগাত যদি পারি।

কি। প-র-শু?

ম। তোমায় ছেড়ে যেতে মন চায় না—কখন তোমায় রেখে কোথাও যাইনি, কি করি—

কি। কাল এস।

ম। চেষ্টা করব—কাল আসা কিন্তু সম্ভব নয়। সাবধানে থেকো—পিসী যদি ঝগড়া ঝাটী করে, আমার মাথা খাও কেঁদো কেটো

ম। পিসী ও ছেলেমানুষ, আহাম্মক, ওর ওপরেও তুমি রাগ কর? আমি তো তোমার সেই আছি।

পি। তুমি কি আমার সেই আছ বাছা? তা হলে আর ভাবনা কি বল। তোকে যে রাক্ষসে খেয়েছে রে! নইলে ঐ আবাগীর ভেড়ো হয়ে থাকিস? অমন পরিবার আমার হলে ওকে আঁসবটী দে কেটে আমি টুকরো টুকরো কত্তুম। তবে আমার মনের ঝাল মিট্‌ত। মনের কালি ঘুচত। হারামজাদীর এত অহঙ্কার, এত তেজ? পড়ত আজকালের দজ্জাল শাশুড়ী-দের হাতে, তবে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হত। আজ কাল কি ভালমানুষের কাল? এই যে পাড়ার সব এক মুখে বলে, যে পিসী তোমার ধন্নি সজ্জি! তাই অই ছোট-লোকের মেয়েকে নিয়ে তুমি ঘর কর।

ম। তা বটে, তোমাকে এ কথা বল্‌তে যাওয়াই আমার অন্যায় হয়েছে। পিসি, তোমার কাজ থাকে ত যাও, আমি একবার বেরোব।

পি। তাই ত বটে রে! আমি তোর কে যে আমাকে বলবি? তোর পিসি বই ত নয়, পিস্‌শাশুরী ত নয়। আমাকে সংসারের কথা বল্‌বি কেন? দূর কালামুখো বেহায়া!! লজ্জা, ঘেন্না, কি তোকে একেবারে ছেড়ে গেছে? যাকে বলবার নয়, তাকে তাই বলিস? তোর হল কিরে মণে। বল্‌ বল্‌ আমাকে দাঁতের কস ভেঙ্গে দুই গাবা দেবীতে যাচ্ছে তাই বল্‌। হত একেলে পিসি তা হলে ধুধ্‌ধুড়ি নেড়ে দিত। ভালমানুষ সেকেলে বুড়ী পেয়েছিস, মুখে রা'টী নেই, তাই আমাকে এই হ্যানস্থা? ভগবান আছে, এর বিচার হবে।

তা। (স্বগত) লোকটা খেপেছে। (প্রকাশ্যে) আর কি ?

ন। আপনার সে অসুখটা এখন কেমন আছে ? আমি উঠি তবে। সকাল সকাল নাইতে হবে, আজ একটু ডুবসাঁতার কাটব ভাবছি।

তা। বটে ? বেশ। শম্ভু বাবুর সাঁতার দেওয়া বেশ আছে ?

স। তা জানেন না বুঝি, একদিন আপনাকে দেখাব। চিতসাঁতার দে এমন মড়া ভাসতে পারি, হুবহু !! দেখলে আপনি অবাক্ হয়ে যাবেন !

নব। (স্বগত) দূর বুড়ো বাঁদর !!

তা। বাঃ ! তা শুনিছি, আমাদের সারদা বাবুর সঙ্গে শম্ভু বাবুর বড় বন্ধুত্ব।

স। (সানন্দে) হাঁ-আ-আ। এই একটু বিকেলে তাস টাস খেলা যায়, গান টান গাওয়া—না ও কথা নয়, এই আর কি। আবার সন্ধ্যের আগেই আমি বাড়ী চলে যাই। সন্ধ্যের পর আমায় বাড়ীর বাইরে কেউ রাখ্‌তে পারবে না, সে যে যতই করুক।

তা। উত্তম। তা তুমি সারদা বাবুকে বলো শম্ভুবাবু,—যে ছোকরা বড় হলেই বুড়োয় দাঁড়ায়। বুড়োরা যে ভুঁইভোড়, তা নয়। আমিও এক সময় ছোকরা ছিলুম, বরাবরই এমন বুড়ো নয়। আজকালকার ছোকরা বাবুরা বুড়োদের যত আহাম্মক ঠাওরান, বুড়োদের ঠকান যত সহজ ভাবেন, বস্তুতঃ ততটা নয়। তুমি বোলো সারদা বাবুকে, আমার পিঠে তিনটে চোক। তিনি যা লুকিয়ে চালাচ্ছেন ভাবচেন, তা লুকিয়ে চল্‌চে না ; আমি অক্ষরে অক্ষরে তা জান্‌তে পাচ্চি ! যত শক্ত, যত বড় গাছই হোক, যদি ফলের আশা না থাকে, পোকা ধরা সার হয়, ত আমি মিছিমিছি

বাড়ী আওলা করে রাখব না। আমার এখনও হাতে জোর আছে, আমি এখনও কুড়ুল ধরতে পারি। বোলো, একটা গাছ যে কুড়ুলে কেটেছি—সে গাছটায়ও পোকা ধরেছিল—যদি পোকা ধরে, আর একটা গাছও সেই কুড়ুলের ঘায়ে ভূমিশায়ী কত্তে কুণ্ঠিত হব না। একই ত গাছ. সেটাও যা এটাও তা, ফলের আশা থাকে ত যত্নের বটে, নইলে আগাছা বই ত নয়। বুঝেছ শম্ভুবাবু! তুমি বোলো। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—তুমি বোলো সারদা বাবুকে।

স। (ত্রস্তভাবে উঠিয়া) ছিঃ মশায়! আপনি ও বেজ্ঞা ব্যাটাচ্ছেলের মতন—না—তা নয়, তা বলব—এখন চল্লুম। (প্রস্থানোদ্যম)

তা। আঃ, বোস ভাই! বোস বোস। এখনও বেলা হয়নি, তোমার সাঁতার দেওয়া আটকাবে না। আমার হরিনামের মালা আন। হরি হে—

শ। না মহাশয়! আমাকে আর বস্‌তে বলবেন না, আমি বুঝিছি, আমি বোকা আর আপনারা সকলেই সেয়ানা, না?

ন। হরিনামের মালা আনব?

শ। হাঁ রে ব্যাটাচ্ছেলে আনবি. তা আবার চ্যাঁচাচ্চিস কি কাণের গোড়ায়? ব্যাটা পাজি—

ন। কি মশায় তুমি মিছিমিছি গাল দাও আমায়? তোমার নিজের চাকর থাকে ত তাকে গাল দাওগে, আমি তোমার কি ধার ধারি? হরিনামের মালা?

শ। তোর বাবাকে গাল দেব ব্যাটা! চাকরগুলোকে আপনি মাথায় তুলেছেন আস্কারা দিয়ে দিয়ে। ও আমার চাকর হলে আমি ওকে জুতিয়ে সোজা কত্তুম।

তা। ছি ছি শম্ভুবাবু!] কি এ? ও কি করেছে তোমার? কেন ও বেচারাকে গাল দাও—ও ত তোমায় কোন কথাই বলেনি। আমাকেই জিজ্ঞেস কচ্চে যে হরিনামের মালা অনাবে?

ন। উনি যত বুড়ো হচ্চে তত সং হচ্চে, বাবু! কেবল ছোকরা বাবুদের সঙ্গে বেড়াবে, আর এত বড় পাপী যে ওঁর সুমুখে কারও হরি বলবার যো নেই, হিরণ্যকস্যপ মশায়! হরি বলেছে ত রেগে লাল—

শ। দেখ দেখ, ব্যাটার কথা শোন—

ন। না বলবে না? আমি বেশ করব বল্‌ব—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল—

শ। (লাফাইয়া) তবে রে গুখেকোর ব্যাটা!

তা। (শম্ভুকে বসাইয়া) বোস, বোস, শম্ভুবাবু বোস। আমার কথা শোন, রেগো না।

শ। (কম্পিতাবস্থায়) আমি রাগিনি। যে দিন থেকে সারু আমার ঐ কথা শুনে রাগ করতে মানা করেছে, আর আমি রাগ করি না। তারক বাবু! আপনি ঠাণ্ডা হয়ে আমার কথা শুনুন—বেশ করে স্থির হয়ে আমার কথা শুনুন—

ন। না রাগেনি—রেগে থর থর করে কেঁপে মচ্চেন,আবার বল্‌ছে রাগিনি —দেখুন হারামজাদ, ব্যাটার কথাগুলো শুনুন। আপনাকে প্রমাণ কত্তে হবে যে আমি রেগিছি, নইলে আমি ছাড়ব না, ওর মুণ্ড লাথিয়ে চুরমার করব। ও বল্লেও হবে না, আমি বল্লেও হবে না। আচ্ছা দশজন ভদ্দর লোককে জিজ্ঞেস করুন,—তারা যদি প্রমাণ কত্তে পারে যে আমি রেগেছি, তা হলে গোঁ ভরে আমি বাড়ী চলে যাব! আর নইলে ওকে আগ মারব, মারব, মারব। মেরে ফাঁসী যাব। আচ্ছা,

জান বলেই জিজ্ঞেস কচ্চি। আচ্ছা, আজ তিথিটে কি বল দেখি ?
আজ কখন থেকে পূর্ণিমে পড়বে মা ?

মো। কাল কি তিথি গেছে বল দেখি ?

ঝী। (চিন্তার পর) কাল বুঝি একাদশী গেছে, না মা ?

মো। তবে কাল রাত্তির থেকেই পূর্ণিমে পড়েছে।

ঝী। তবে তাকে কি বলব, নে, যাবে ? আহা একটী মেয়ে—আবার কি ভালমন্দ হবে—বল না ? নে যাবে কি বল ?

মো। নে যাক না।

ঝী। না, নেযাবে না ?

মো। নাই নে গেল ?

ঝী। তোমায় দণ্ডবৎ। সাবাস্ মেয়ে তুমি ! আমার যেমন মরণ, তোমায় এইছি জিগেস কত্তে—আর ত লোক পেলুম না। এতক্ষণ আমার বাসন মাজা হয়ে যেত—যাই।

(যাইতে যাইতে ফিরিয়া)।

তোমার পায়ে পড়ি মা বল না—আহা সেজো বউ আমার পথ চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, এখন কি বারবেলা ?

মো। না।

ঝী। তবে বারবেলা পড়বে কখন ?

মো। শেষ রাত্রে।

ঝী। (মোক্ষদাকে প্রণাম করিয়া) তোমায় নমস্কার মা !

(প্রস্থান)

(কালীর প্রবেশ)

কা। হিঁ হিঁ হিঁ দিদিবাবু। মা বেরিয়ে গেল, না ?

মো। নয় ত এমন আর কে ? কালি, একটা গান গা' ত-

কভু ভাবি—ভাবনার
প্রিয় আমি—সে আমার—
এ জীবনে সেই সার,
(আমার) সেই শুধু অনুগত !

ম। বাঃ চমৎকার ! এমন মধুর গান ত শুনিনি। গানটি কি সুরের, কি কথার, কবিত্বে যেন মাখামাখি।

সা। না ? তবে তুমি পা হাত ধোও—আমি বাইরে যাই।

ম। আমি বাইরেই পা হাত ধোব—চল একত্তরেই যাওয়া যাক। আমি ভাবছিলেম মোক্ষদাকে কি মোক্ষদা বলব, না বউদিদি বলব ? বউদিদি বলাই ভাল, কি বল বউদিদি ? চল।

(সারদা ও মণির প্রস্থান)

ম। (হস্তস্থিত পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করণান্তর গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান ও দ্বার রুদ্ধ করণ)।

কা। হিঁ হিঁ হিঁ দিদিবাবু ! রাগ কল্লে ? আর একটা গাইব ? দিদিবাবু ! দিদিবাবু ! দোর খুলবে না ? হিঁ হিঁ হিঁ, আমি পেছনদিকের দোর দে গিয়ে ডাকচি, দাঁড়াও। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

তারকবাবুর কক্ষ।

তারকবাবু ও নব।

তা। কখন এল ?

ন। ঘণ্টা দুএক হল এসেছেন।

তা। সেরো আছে।

ন। তার সঙ্গেই কথাবার্ত্রা কচ্চেন।

তা। আমার কাছে আজ আসবে নাকি ?

ন। এখুনি আসবেন, আমায় বল্লেন।

তা। এলে, বলিস আমার বড় অসুখ, আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

ন। আমি যে এই মাত্তর বলে এলুম, আপনি ভাল আছ।

তা। আমায় না জিগ্যেস করে, কেন বল্‌তে গেলি ?

ন। তা কি জানি—বাবু আমায় জিজ্ঞাস কল্লে আপনি কেমন আছ, আমি বল্লুম ভাল আছ।

তা। এলে বলবি বাবুর এখ্‌খুনি অসুখ করেছে।

ন। আজ্ঞে।

তা। খবদ্দার আমায় ডাকাডাকি করে কেউ না ব্যাজার করে।

ন। আজ্ঞে।

(তারক বাবুর প্রস্থান)

ন। কদ্দিনের পর ছোট বাবু এল, তা একবার দেখা কল্লে না গো ! বড় বাবুলোকদের রকমই আলাদা।

(সারদা ও মণীন্দ্রের প্রবেশ)

সা। দাদা ভেতরে নবা ?

ন। বাবুর অসুখ করেছে।

ম। এই না তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন ? আমরা আসবার সময় যেন তাঁর আওয়াজ পাচ্ছিলুম না, দাদা ?

সা। মণি এসেছে বলছিস ?

ম। বাবু তা শুনেছে।

সা। (মণির প্রতি) তা' চল ঘরের ভেতরই যাই।

পাব না; আর খরচেও তা হলে কুলুবে না। হাঁটা বই উপায় নেই। সারা রাত্তিরটা আবার ষ্টেসনে প্ল্যাটফর্মে পড়ে কাটাতে হবে। কাল ৭টার আগে গাড়ীও নেই। বেশ বেশ!! জয় ভগবান!!

(প্রকাশ্যে সারদার প্রতি) তা আর কি হবে, চল্ যাওয়া যাক্।

সা। চল, কাপড় চোপড় ছেড়ে খাওয়া দাওয়া কর—কাল তখন দাদার সঙ্গে দেখা কোরো।

ম। সে সব ব্যবস্থা বাইরে গে করা যাক না, এখানে দাঁড়িয়ে আর ফল কি?

সা। (স্বগত) বাবা! কেমন কল টিপছি! হুঁ হুঁ; এ বড় সোজা ছেলে নয়। দেখাটি পর্য্যন্ত কল্লে না—কালও দেখার নামে অষ্টরম্ভা—দেখা করবার হলে আজই কত্ত। হুররে! এ জন্মে আর মুখটী পর্য্যন্ত দেখবে না। কি মজা! (প্রকাশ্যে) চল, বাইরেই যাওয়া যাক।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মোক্ষদার কক্ষ।

মোক্ষদা ও ঝীর প্রবেশ।

মো। বলিস কি?

ঝী। বেরুচ্ছিলেন, এমন সময় আমি গে তোমার কথা বল্লুম যে, মা জল খেতে আপনাকে বাড়ীর ভেতরে ডাকচেন।

মো। এই ত এল—এর মধ্যে চলে যাচ্চে ?　তার পর কি বল্লে ?

ঝী। জলখাবার কথা শুনে ত হাসতে লাগলেন। তোমার নাম করে বল্লেন, তাঁকে বোলো ঝি' আর একদিন এসে খাব। তা আমিত কিছুতেই সে কথা শুনলুম না—শেষে বল্লুম, বেশ খাওয়া দাওয়া করুন, একবার বাড়ীর ভেতর এসে দেখা করে যান, বিশেষ একটা কথা আছে। জানি একবার এলে তুমি না খাইয়ে ছাড়বে না।

মো। আসবে ?

ঝী। আসবেন—এলেন বলে। বলেন, আমায় শিগ্‌গির যেতে হবে—আবার বাড়ীর ভেতর যাব, দেরী হয়ে যাবে—আচ্ছা চল। তাই আমি চলে আস্‌চি। অই যে পায়ের শব্দ হচ্চে—আমি ও ঘরে খাবার উজ্জুগ করিগে।

(ঝীর প্রস্থান)

(মণীন্দ্রের প্রবেশ)

ম। মোক্ষদা ! আমায় ডাকলে ?

মো। তুমি এখুনি যাচ্চ ?

ম। হুঁ—বিশেষ দরকার। ছেলেটার সেখানে বড় অসুখ দেখে এইচি—

মো। তা বলে এই এতটা পথ এলে, মুখে জল দেওয়া নেই—

ম। তা হোক, এত আর কুটুম্ব বাড়ী নয়। এইবার এসে খাব।

মো। আসছ ত রোজ—আজ কদ্দিন বাদে আমাদের দেশ মাড়িয়েছ, জান কি ?

ম। তিন চার বছর আসা নেই বটে—

মো। তিন চার বছর ? আজ সাত বৎসর, চার মাস—প্রায় আট বৎসর—

ম　তবে আর দেরী করব না, এখন যাই।

ম। কখন না কখন দেখা হবে।

মো। কবে যে হবে—

ম। মোক্ষদা? আমি যাই।

মো। না। না খেয়ে গেলে আমি বড় দুঃখিত হব। এতদিন বাদে এলে—নিজের ঘর, একটা দিন কি আমাদের ভেতর থাকতে ইচ্ছে কচ্চে না? কলকেতায় ত রোজই আছ, আমরা ত আর সেখান থেকে অন্য দিন ডাকতে যাই না। ও ঘরে খাবার জায়গা হয়েছে, চল।

ম। মোক্ষদা! এ বাড়ীতে আমি জল খাব না। নিজের বাড়ীতে কুকুর বেড়ালটা এলেও লোকে তাকে তাড়ায় না, আমি এত দূর থেকে এতদূর এলেম, দাদা আমায় তাড়ালে। না হয় আমি কু, না হয় আমি গরীব, না হয় আমি অপদার্থ; তবু দাদার ত আমি সেই, দাদাত আর কু নয়। আদত কথা তা নয় মোক্ষদা! বড় অভাগ্য আমি—তোমায় বড় ভালবাসি বলে বলছি—বিনা চক্ষের জলে আমার এখন দিন যায় না। দাদার দোষ কি? আজ দাদা না তাড়ালে, হয় ত আজকের দিনটা শুকনো চোখে যেত—কাজেই ভাগ্য আমায় তাড়ালে, দাদা নয়। তবে একটা কথা এই, এ সব আমার নতুন নয়, অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। তাচ্ছিল্য, অপমান, অপ্রতিষ্ঠা তোমাদের এখন যতটা লাগবে, আমার তত লাগবে না, আমার গা সওয়া। আর ভগবান করুন জন্মজন্মান্তরেও যেন আমার হাওয়া তোমাদের গায়ে না লাগে, পরম শত্রুরও না লাগে। মোক্ষদা! আর আমায় অনুরোধ কোরো না, অনুরোধে কল হবে না, আমি খাব না, আমি চল্লুম।　　(প্রস্থান)

(বিলম্বে ঝীর প্রবেশ)

ঝী। কি ভাবচ মা! কাকা বাবু কোথায় ?

মো। (ঈষৎ চমকিত ভাবে) অ্যাঁ—চলে গেছে ?

বামুন মা যে ও ঘরে খাবার দিয়েছে।

তুলে রাখ্‌তে বল।

ঝী। তুমি খেতে বলেছিলেত ?

মো। যাও—আর তোমার দাদা বাবুকে একবার এ ঘরে আস্‌তে বোলো।

ঝী। আচ্ছা।

(ঝীর প্রস্থান)

(সারদার প্রবেশ)

সা। ডাকবার আগেই এসিছি। মণে গেছে ?

মো। গেছে বুঝি।

সা। খেলে দেলে না ?

মো। না।

সা। বলেছিলুম কলকাটী টিপ্‌ব। বাবা! দাদা দেখা পর্য্যন্ত কল্লে না। নবাকে বলছে—আমরা যাবার সময় শুনতে পাচ্ছি—মণে এলে বলিস আমার অসুখ করেছে, খবদ্দার আমায় না ডাকে।—তা চাবীটা দাও, বোতলটা বার করি। (চাবী লইয়া) ও বাবা! এমন ত একদিনও দেখিনি। অন্য দিন চাবী দিতে হাজার কথা কও, আজ যে বিনি কথায় চাবীর তোড়াটী ফেলে দিলে ?

(দেরাজ হইতে বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া)

ঢালি ?

মো। ঢাল।

গান।

হৃদয়-নিকুঞ্জ-বনে

আসন পেতেছি—এস হে! এস হে!

সাজায়ে ডালি প্রাণ মন ঢালি,

তুলে দিব করে—ধর হে! ধর হে!

পারাবার ভারি—মাঝে তরি তারি—

কেবা কাণ্ডারী—যে বহে—সে বহে—

লহ কর্ণ তার ভব কর্ণ-ধার!

এ তুফানে পার—কর হে! কর হে!

কত নিশি জাগি—তোমা-অনুরাগী,

আঁখি-জল-ভাগী—বুক বাহি' বহে,—

দীনতা, হীনতা,—তুমি না জান তা'—

তুমি কি বুঝিবে—বিরহে কি দহে!

কা। হিঁ হিঁ হিঁ, ওমা দাদা বাবু রয়েছে যে?

মো। দাদা বাবুর স্বর্গলাভ হয়েছে। তুই আর একটা গান গা, তার পর তোর সহ-মরণের বন্দোবস্ত করব।

কা। হিঁ হিঁ হিঁ, আমার নজ্জা করে দিদিবাবু—

মো। নজ্জা করে মুখ লুকায়িত কর, মোদ্দা কথা একটা গা'। সে গানটা—সেই "তোমারই লাগিয়া"

গান।

আমি

তোমার লাগিয়া　　কলঙ্ক কিনেছি,

জগতে হ'ল না ঠাঁই;

তোমারই প্রেমে সন্ন্যাসিনী আমি,
তোমা বিনা আমি নাই।
অবলার প্রাণে ছিলনা ত' গোল,
রূপে যে তোমার করেছে পাগল ;—
প্রাণে দিবানিশি বাজিতেছে বাঁশী,
উদাসে ডুবিয়া যাই।
তোমারই ধ্যানে পূর্ণ সদা প্রাণ—
ঘরে দোরে ছাই কিসে রহে টান ?
বসন্তের হাসি—যৌবন পিপাসী—
তোমা অভিলাষী তাই ;—
যে রূপে আমার এনেছ উন্মাদ,
ভুলাও সবারে সেই রূপে নাথ !
বুঝাও সাপিনী ননদিনী-কূলে
কেন কলঙ্কিনী রাই ! !

কা। একি—দিদি বাবু কাঁদচ ?

মো। তুই শুগে যা'।

(পটক্ষেপণ)

ম। কি হয়েছে খুলে বল—ও রকম কল্লে বুঝ্‌বো কি? এরা সব কোথায়? কার কথা বল্‌চো—কে মিন্‌সে?

পি। (ভগ্নস্বরে) সেই মুদ্দভরাস্ মিন্‌সে বাবা—তোমার শ্বশুর বাবা—সেই আট-গতোর-থেকো বাবা—মিন্‌সে যেন যমদূত বাবা!

ম। তুমি উঠে দাঁড়াও দেখি—আমার শ্বশুর মশায় এয়েছিলেন? তার পর কি হয়েছে পরিষ্কার করে বল—তোমার ত একটা কথাও আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

পি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ও বাবা! মিন্‌সে হঠাৎ এলো। এখন তুমিও সে দিন সেই বাড়ী থেকে বেরুলে, সে ছোট লোকের মেয়ে আবাগীতো আমায় দাঁতের কস ভেঙ্গে যাচ্ছেতাই বল্‌তে সুরু কল্লে। তা করুক্—আমার বউ, আমার ঘরের লক্ষ্মী, আমায় যাচ্ছেতাই বল্‌বে না তো কি পাড়াপড়সীদের ডেকে যাচ্ছেতাই বল্‌তে যাবে? হ্যাঁ গা বলো না—আমি চুপটী করে বসে বসে রাঁধ্‌চি, কাঁদ্‌চি, আর ভগবানকে ডাকচি,—এমন সময় সেই ঝ্যাঁটা-থেকো মিন্‌সে গট্ গট্ করে বাড়ীতে ঢুকলো। ঢুকেই বাবা! বল্লে না পিত্যয়ে যাবে—বাপে মেয়ে কি ফিস্ ফিস্ না করে, অম্‌নি গাড়ী নে এলো; অম্‌নি মেয়েকে গাড়ীতে তুল্লে—যেন এই মারে ত এই মারে—এই হুম্‌কে হুম্‌কে আসে—(ভগ্নস্বরে) সেই মাতাল মিন্‌সের ভয়ে আমি ঘরে দোর দিলুম্ বাবা!

ম! হুঁ—তখন কমল ছেল?

পি। (বর্দ্ধিত স্বরে) ছেল কি না ছেল বাবা জানি না গো! বাবা গো! ও বাবা! সেই রোগা মাণিককে হিঁচড়ে টেনে নে গেল গো! বাবা গো!—

ম। পিসি থাম—মরা কান্নাটা আগেই কেঁদে রাখ কেন বাবু। একটা যাকে হোক্ মন্তেই দাও—তারপর পা ছড়িয়ে বসে 'বাবাগো' কোরো।　　(কমলের প্রবেশ।)

ম। এ সব ব্যাপার কি—কমল!

ক। আপনি কি এই আস্‌চেন?

ম। এই ত সবে বাড়ীতে ঢুক্‌চি—আমার শ্বশুর এসে সব নেগেছেন নাকি?

পি। (বদ্ধিত-ক্রোদনা) আমার ঘরের লক্ষ্মীকে কোথায় বিসর্জ্জন দিলে গো!—বাবাগো!—ও বাবা!—

ম। পিসি—একটু ও ঘরে যাও না—আমাকে কথাটা জান্‌তেই দাও।

পি। জান বাবা! জান; এর একটা বিহিত কর। সেই চামার মিন্‌সের নাকে দড়ি দিয়ে যদি এইখেনে টেনে আন্‌তে পারিস, তবেই আমার মনের কালি ঘোচে বাবা! বাবারে! এমন ছোট লোকের ঘরে বে করেছিলি বাবা!

(পিসীর প্রস্থান)।

ম। ব্যাপার কি কমল? আমি বাড়ী নেই, ছেলের অই ব্যাম, তিনি এসে হট্ করে নেগেলেন, কি রকম? এ দিকে ত কে রইল, মল, একবার উদ্দেশও নেন না—হঠাৎ এতটা অনুগ্রহের কারণ কি, বল দেখি?

ক। বোধ হয় তিনি এদিকে কোথাও এসেছিলেন—ফেরত বেলায় মনুকে দেখবার মতলবেই বাড়ীতে আসেন। আপনি যাওয়ার পর থেকেই আপনার পিসি ঠাক্‌রুণ সপ্তমে উঠেছিলেন। মা চুপটী করে মনুর কাছে বসে বসে কাঁদ্‌ছিল, তিনি ত এসে দেখ্‌লেন এই। কাজেই মানুষের চামড়া, পিসীর সঙ্গে তাঁর দু'এক

কথা হয়ে গেল। কেন চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর মেয়েকে পিসি অমনটা করে বলেন—

ম। তিনি পিসীকে বল্‌বার কে? আমি বল্‌বো,. আমার পিসি—আমার পরিবার। তিনি এ বাড়ীর কে—বা আমার পিসীর কে—যে তিনি তাঁকে বল্‌তে আসেন?

ক। এই রকম দুচার কথা হবার পর, তিনি কিছু না বলে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। খানিক বাদেই দেখি, গাড়ী এনে উপস্থিত। মাকে বল্লেন, এস। মা আমার কাদায় গড়া, যে যা বলে তাইতেই 'যে আজ্ঞে'। আমি বল্লুম, বাবু বাড়ী নেই তিনি আসুন। এসে নয় পাঠিয়ে দেবেন—তাঁর অবর্ত্তমানে নেগেলে তিনি রাগ করতে পারেন। তাতে আপনার শ্বশুর উত্তর কল্লেন—রাগ করেন,. আমার এমন ভাত আছে, আমি আমার মেয়েকে খাওয়াতে পার্‌বো, এখানে এ রকম ভাত যাতে আর ওকে না খেতে হয়, তার বিহিত কর্‌বার জন্যেই আমি মেয়ে নে চল্লুম। এর ওপর আমি আর কি বল্‌বো বলুন?

ম। বটে,—তিনি সেই আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে এখন আছেন, না?

ক। বোধ করি।

(পিসীর প্রবেশ)

পি। মিন্‌সে যেন দুগ্‌গো প্রীতিমের চোরা বাবা—এমন বদ্‌চেহারা দেখিনি বাবা!

ম। আমি আস্‌চি। (প্রস্থানোদ্যম)

ক। ঠাণ্ডা হোন্ খাওয়া দাওয়া করুন্। এই দু'তিন দিন তো খাওয়াই হয়নি, ও বেলা যাবেন। এই তেতে পুড়ে, শেষ একটা রাগারাগী করে আস্‌বেন।

আমি মাঝের দোরে তোর জন্যে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো অখন, তুই পা টিপে টিপে রকটুকু পার হয়ে আমার কাছে এলেই, আমি তোকে হাত ধরে নেযাব অখন। বেশ ত দু'জনে কত ঠাকুরদের কথা কইব অখন, তার পর তোর যখন ঘুম পাবে, তখন তোকে আবার রেখে যাব।

কা। হিঁ হিঁ হিঁ, বেশ ত দিদিবাবুও রামায়ণ শুন্‌বে?

সা। শোনালে ত শুন্‌বে—ওকে কি আমি ভালবাসি, যে ওর কাছে রামায়ণ পড়বো? তোকে আমি কত ভালবাসি, তুই যখন গান গাস্ আমার কত ভাল লাগে। নক্ষিটী যেও—যেন তোমার দিদিবাবুকে বোলো না। আচ্ছা, তোকে পুঁতি কিন্‌তে টাকা দোবো অখন। অই তোর দিদিবাবু আস্‌চে—যা ও ঘরে যা, আমিও যাই—খানিক বাদে আবার আস্‌বো অখন—যাস, নক্ষিটী!

(উভয়ের প্রস্থান)

(মোক্ষদার প্রবেশ)

মো। ঝি!

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। কেনগা মা—তুমি বুঝি কত্তার ঘরে গিছলে ওপরে—হ্যাঁগা, এখন কেমন আছে?

মো। ভাল আছে।

ঝী। তা হ্যাঁগা, তা' কাকা বাবুর সঙ্গে দেখা কল্লেই না বা কেন।—নিজেই দেখা কল্লে না, আবার কাকা বাবু চলে যেতে, নবর ওপর কি রাগ! আচ্ছা তার দোষ কি? তাকে তুমিই বারণ করে দিয়েছ—সে আবার কি করে কাকা বাবুকে তোমার

ঝাঁ। তবে যাই শুইগে।

(ঝীর প্রস্থান)

মো। একটা দিন নয়, একটা সপ্তাহ নয়, একটা মাস নয়, একটা বছর নয়, একটা জন্ম নষ্ট হয়ে গেল। মিছিমিছি,অকাযে, আক্ষেপে,একটা জন্ম নষ্ট হয়ে গেল—একি কম পরিতাপ? কোন ভুলে—কার ভুলে—কার দোষে—এত বড় লোকসানটা হল? কই আমি ত চুকিনি, চুকলে খেলতে বসে, যার সঙ্গে বসেছিলুম সে—তার অপরাধে এ ভোগ আমার কেন? (বোতল ও গেলাস পাড়িয়া, পান) চুকলে সে—বড় চুক চুকলে, সুমুদ্দুরে জল নেই ভেবে, পুকুরে নাবলে; পুকুরের কতটুকু প্রাণ তা বুঝলে না,—বর্ষার পূর্ণতা দেখে ভুলে গেল, বৈশাখের কথা ভাবলে না, যখন শুকিয়ে যাবে। সুমুদ্দুর যে চিরকাল ফোলে, সুমুদ্দুরে যে বর্ষা নিদাঘ নেই, তা ভাবলে না। আমার বুকের ভেতর ধরে না, আমার যে ভালবাসা এত—সে যে অফুরন্ত, অপরিমাণ—দিন রাত্তির, জেগে ঘুমিয়ে, তাকে ভালবেসে যে আমার শ্রান্তি হত না, তা সে দেখ্‌লে না ত। (পানান্তে) খেল্‌তে বসেই চুক্‌লে, পড়তা নষ্ট হল; সে উঠে গেল, খেলা ভাঙ্গল না, কাত-বদল হল। গোড়ার মাছ খুলে গেলে আর কি ছিপে মাছ পড়ে? না গোড়ায় ভুল্লে আর খেলা শোধরায়? পড়তা জলে গেল। দুদশটা হারে আমার দুঃখ হত না, কিন্তু এক গড়ে আট-তুরুপের ভোগ আর কত ভুগি? এখন ভরসার মধ্যে দান গুড়োনো—তা কখন হবে, কি জানি? (পানান্তে) তবে বড় মর্ম্মান্তিক এই, তার চুকে ভুগলুম আমি—দোষ তার, সইতে হল আমায়—সে অবোধ বলে, আমার জন্মটা খানে-খারাপ হয়ে গেল। তাও একটা জন্ম কি

কটা জন্ম, তাই বা কে জানে? (পান) এ জীবন যখন গিয়েইছে তখন আর পরিতাপ কেন? বয়ে গেল!! গা ভাসান দিয়ে আছি, হাওয়া যেথায় ঠেকাবে সেথায় ঠেকব। হাওয়ায় চলচি—মন্দ কি?

(সারদার প্রবেশ)

সা। যেই মানুষ হলে, অমনি হাঁড়ি-ভেন্ন বাবা!

মো। তুমি ত আর আমার ভাই নও, যে ভেন্ন হব!

সা। (বসিয়া) হলে বৈকি—আপনি আনাচ্চ, আপনি রাখচ, আপনি খাচ্চ, কই যে খুঁটে খাওয়াতে শেখালে তার ত একবার খোঁজ নাও না।

মো। খাও না—আমি কি বারণ কচ্চি?

সা। (পান) মণে ব্যাটাচ্ছেলে গে পর্য্যন্ত তুমি যেন একেবারে বিরহিণীর ভাব হয়ে পড়েছ—ছেলে বেলার পিরীত ফুটে উঠেছে বুঝি—

মো। ভাইকে না হলে, ব্যাটাচ্ছেলে আর কাকে বলবে?

সা। (দাঁড়াইয়া) আলবোত বলব—অমন ভায়ের মাথায় মারি জুতো—আর যে ব্যাটা বেটীদের সে ভায়ের নামে মুখে নাল পড়ে, তাদের বাবার মাথায় মারি জুতো। কোন ব্যাটা বেটীর আমি তোয়াক্কা রাখি?

(প্রস্থান)

মো। (সারদার পথ চাহিয়া) কত ঋণে জড়াচ্চ? আমায় যে আবার মায় সুদ পরিশোধ কত্তে হবে, সেটা ভাবচ না?

(পানান্তে)

লোকে ভগবানকে ডাকে, আমি পাপকে ডাকচি—এস পাপের অবতার! কে আছ, একবার নরক ছেড়ে আমার হৃদয়ে এস!

তৃতীয় দৃশ্য।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—অন্নদা বাবুর বৈঠকখানা।

অন্নদা বাবু ও কিশোরী।

কি। কাকে চিঠি লিখচ বাবা?

অ। মামার ম্যানেজারকে।

কি। তোমার মামার বাড়ী ত কল্‌কেতাতেই?

অ। তা হলেও, যাওয়ার চেয়ে চিঠি ভাল। কে বড়লোকের বাড়ীতে ঢোকে? পঞ্চাশ বেটা অকর্ম্মা খোট্টা বন্দুক ঘাড়ে ঘুচ্চে—আমার দেখলে হাড় জ্বলে যায়। এক এক ব্যাটার কুড়েমির দাম মাসে ১০।১৫ টাকা; আর ব্যাটারা যেন সব সাজাহানের পৌত্তর।

কি। কেন চিঠি লিখচ?

অ। মামার ছেলেটির বড় অসুখ, তাই লিখতে হয় লিখচি।

কি। আমি আসবার আগের দিন আমাদের পাড়ায় বড় আগুণ লেগে-ছিল, তোমায় বলেছিলুম?

অ। বলেছিলি ত?

কি। তুমি সে দিকে গিয়েছিলে, তা হলে দেখতে পেতে—

অ। আমার কথা ছেড়ে দাও, ইহজন্মে আর তোমাকে কখন সেদিক-মুখো না হতে হয়, তার বন্দোবস্ত কর্ব্বো। একটা হাঘোরে ছোঁড়ার হাতে পড়ে মেয়েটার কি দশা না হয়েছে। ভাগ্যে সে দিন গিছলুম, আর দিন কতক না গেলে কি মেয়ে ফিরিয়ে পেতুম?

(কিশোরীর প্রস্থান)

অ। কিশোরী!

(কিশোরীর পুনঃ প্রবেশ।)

কি। কেন বাবা!

অ। কাল রাত্রে তোর কি অসুখ করেছিল?

কি। না—

অ। হ্যাঁ, তোর ঝী বল্লে তুই রাত্রে কিছু খাস দাস নি।

কি। ভাল ক্ষিদে হয় নি।

অ। সকালেও তো শুনলুম খেতে বসেছিলি মাত্র। নাড়ী মরে গেছে—
না খেতে পেয়ে নাড়ী মরে গেছে। কাল থেকে একটা ওষুধ
খা, নইলে তোর শরীর সারবে না।

কি। ওষুধ কি হবে? অসুখ করেনি ত।

অ। সে আমি বুঝব। এখানে দু' একজন লোক আসবার কথা আছে,
ঐ দোরের শেকলটা টেনে দিয়ে, তুই ভেতরে যা।

(কিশোরীর প্রস্থান।)

চিঠিখান সেরে ফেলি।

(পত্র শেষ করিয়া পাঠ)

(মণীন্দ্রের প্রবেশ)

ম। মনু কেমন আছে?

অ। (পত্র পাঠ।)

ম। মনু কেমন আছে?

অ। (পত্র পাঠ।)

ম। (বিলম্বে) মনু কেমন আছে—আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?

অ। কেমন আর থাকবে? ভালই আছে।

ম। এই কাহিল অবস্থায় নানানাড়ি না করে, সে একটু সারলে সব আনলেই পারতেন।

অ। ওই পরামর্শটুকু দেবার জন্যে তুমি যদি তোমার বাড়ী থেকে এতদূর এসে থাক, তা হলে ফিরে যেতে পার। কোনরূপ পরামর্শের আমার এখন বিশেষ অনাটন নাই।

ম। হতে পারে, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্চেন যে মনু আমার ছেলে—আমার অজ্ঞাতে তাকে স্থানান্তরিত করা আপনার অধিকার-ভুক্ত কার্য্য হয়নি।

অ। আমার কন্যাকে স্থানান্তরিত করা আমার অধিকার-ভুক্ত।

ম। আপনার কন্যা আমার স্ত্রী; আমি বর্ত্তমানে তার ওপরই বা আপনার কিসের অধিকার, তাওতো ভাল বুঝতে পাচ্চি না।

অ। বাবু! আমার অন্য কাজ আছে—অধিকার-বোধ শিক্ষা প্রয়োজন হলে তোমায় সংবাদ দেব, এখন আমায় অব্যাহতি দাও। কথা বার্ত্তা ত বেশ চাণক্য পণ্ডিতের মত, এদিকে ত স্ত্রী পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানে অক্ষম।

ম। আপনার ও আক্ষেপে এখন ফল কি—কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে পিতার অবিবেচনাশীলতার পরিচায়ক মাত্র। সুপাত্রে কন্যাদান করেননি কেন? যাক্, আমি আপনার বাড়ীতে আহারের জন্য আসিনি—আপনি কার্য্য করুন, আমি একবার বাড়ীর ভিতর মনুকে দেখে চলে যাচ্চি। বিহিত যা পরে ধার্য্য হবে!

অ। মনু এখন একটু ঘুমুচ্চে, তাকে গিয়ে বিরক্ত করো না।

ম। তার বিরক্তি অবিরক্তি আপনা অপেক্ষা আমি কি ভাল বুঝি না?

অ। তোমার বাড়ীতে তুমি ভাল বোঝ, আমার বাড়ীতে আমি ভাল বুঝব। অকর্ম্মা, অক্ষম, লোকগুলো মাত্রেই কাজিল হয়। আমার

ম। চাই না—তোমার মেয়েকে চাই না—আমার ছেলেকে দা'ও, নইলে আমি পুলিশ ডাক্‌ব—

অ। নিকাল দেও—হাম বোলতা হামারা জুতি লেও জুতি মারকে নিকাল দেও—শুয়ারকা বাচ্ছাকো—(মণির দিকে পশ্চাত ফিরিয়া অন্নদা বাবুর পাদচারণা)

তে। (মণিকে প্রহার করিতে করিতে বহিষ্করণোদ্যম)

ম। গেলুম। মনুকে দাও, তোমার কন্যাকে আমি ত্যাগ কল্লুম—জন্মের মত পরিত্যাগ কল্লুম—পাপিষ্ঠা রমণী আমার এই নির্য্যাতন উপভোগ কচ্চে। আমার মনুকে দাও—এ নরকে এক মুহূর্ত্তও আমি থাক্‌তে চাই না ত আমার পুত্র আমার ফিয়ে দাও।

তে। শালা মাতোয়ালা! চিল্লানেকো আউর জায়গা মিলা নেই? নিকালো—　　(ধাক্কা প্রদান)

(মণির দ্বারবহির্ভাগে পতন)

হাম, মালুম কিয়া শালা আপকো কই তাঁবেদার হোগা, ও কোন হ্যায়?

অ। বয়ঠো বাহার—অন্দরমে ও আউর নেই ঘুসে, খবরদার।

তে। যো হুকুম।　　(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। (সোৎকণ্ঠায়) বাবা শিগ্‌গির বাড়ীর ভেতর আসুন! বাইরে গোলমালের সময় দিদিমণি তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে যেই নাব্বে, অমনি পড়ে গে অজ্ঞান হয়ে গেছে, দাঁতকপাটী নেগেছে; আমি মুখে মাথায় এত জল দিলুম জ্ঞান হচ্চে না। কেমন বোধ হচ্চে, শিগ্‌গির আসুন, ডাক্তার আনুন।

অ। অ্যাঁ!　　(উভয়ের বেগে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্যামপুর।

পথ।

সারদা ও ব্রজ।

ব্র। শম্ভু আসছে—

সা। তাই ত, তুই একটু সরে দাঁড়া—ওকে আমায় একটা কথা জিজ্ঞেস কত্তে হবে, তোকে দেখ্‌লে দাঁড়াবে না।

(ব্রজর বৃক্ষান্তরালে অবস্থান)

শম্ভুর প্রবেশ

সা। আরে শম্ভুচাঁদ যে। এত দিন একবারে গা ঢালে দেছ কেন, বল দেখি? আমি এই তোমারই বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলুম। চল, আমাদেব বাড়ী চল।

শ। না। ভাই! আমি আর বাড়ী থেকে বেরোব না প্রতিজ্ঞা করিছি।

সা। আমাদের অপরাধ? মাইরি! তোমাকে ক'দিন না দেখে এমনি মনটার ভেতর হয়েছে। সে দিন বেজাও তোমার জন্যে দুঃখু কচ্ছিল।

শ। ঝাঁটা মার ব্যাটার মুখে। সেই ব্যাটাই ত আমার সর্ব্বনাশের গোড়া। এখন দেশ শুধ্‌ধু লোক আমার পেছনে লেগেছে। রাস্তায় বেরুলে সব ব্যাটারা, যেন বাঘের পেছনে ফেউ লাগে। এত দেশে মড়ক হয়, এ লক্ষ্মীছাড়া দেশে ত হবে না।

সা। সে দিন কর্ত্তার সঙ্গে অতক্ষণ ধরে কি কথাবাত্রা হল, তা আমাকে একবার বল্লেও না।

সা। আচ্ছা, আমার হাতে হাত দাও দেখি। বল, আর মোটে রাগবে না, যে যা বলবে হেসে ওড়াবে, শুনেও শুনবে না, যেন কে কাকে বলছে—

শ। আচ্ছা, এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্বি কল্লুম, হেসে. উড়িয়ে দোব—আমার গায়ে গণগণে আগুণ ছড়িয়ে দিলেও আর আমি রাগ করব না, হেসে উড়িয়ে দোব।

সা। দেখো ?

শ। দেখো।

সা। দেখো ?

শ। দেখো।

সা। দেখো ?

শ। দেখো।

সা। বস্ তিন সত্যি। তবে বিকেলে আমাদের বাড়ীতে যাচ্ছ ?

শ। কায কি ভাই ? সেই বেজা ব্যাটাচ্ছেলে—আছে।

সা। আবার সেই কথা ? আর বেজা কোথায় ? বেজাতো শয্যা গত—তার যে বড় ব্যাম—সে যায় যায়—জ্বর, বাত, উঠতে পারে না।

শ। অই দেখ, অত বাড়াবাড়ী সইবে কেন ? বাড়লেন আর পড়লেন। এমনি মজাটি—আমার সঙ্গে বাদ করে ক'দিন বাঁচবে যাদু ? তাকে কি আর উঠতে হবে ? অই শোয়া শেষ শোয়া। তুমি দেখে নিও সারু ! আমার কথা মিলিয়ে নিও।

সা। যাক, তা'হলে ও বেলা যাচ্চ।

শ নিশ্চয়, যাবই। আমি কদিন যাব যাব ভাবছিলুম, হয়ে ওঠেনি। (সত্রাসে) সারু, এখন যাই। (দ্রুত গমনোদ্যম)

সা। খুব হুঁসিয়ার ভাই! হেসে ওড়াও, হেসে ওড়াও, হাস—হাস।

শ। (কষ্টে হাসিয়া) আমি যাই ভাই, পাঁচ গুথেকোর ব্যাটাদের মুখ না দেখাই ভাল। যে ছোটলোক ব্যাটারা হেসে উড়িয়ে দিলেও তবু বলে, তারা কি আবার মানুষ ?

(বালকের দলের প্রবেশ)

বা দ। বল হরি, হরিবোল, বুড়ো মড়াকে ঘাটে তোল।

সা। (শম্ভুর প্রতি) ভ্যালা মোর দাদা! এই সময় হেসে ওড়াও।

শ। হাসচি ত সারু! তবু ব্যাটারা ছাড়ে না কেন ভাই ? তুমি একটু বলে দেখ না।

সা। হেসে ওড়াও, হেসে ওড়াও, হুঁসিয়ার! রাগ কোরো না

(শম্ভুকে বেষ্টন করিয়া)

বা দ। বল হরি, হরিবোল, বুড়ো মড়াকে ঘাটে তোল—

শ। আচ্ছা, না রেগে হাসতেই হাসতে ব্যাটাদের যমালয়ে পাঠাই। দেখ সারু! পালাস কেন—ওরে ও ছোটলোকের ছেলে ব্যাটারা, পালাস কেন ?

বা দ। বলহরি, হরিবোল, (ইত্যাদি)।

(হাসিয়া উড়াইতে উড়াইতে শম্ভুর বালকগণের সহিত সম্মুখ সমর, পতন, উত্থান, পলায়ন এবং বালকগণের পশ্চাদ্ধাবন)

ব্র। হেসে ওড়ালে না, উড়ল।

সা। এ হল কি ?

ব্র। কঠিন ব্যায়রাম।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

মণীন্দ্রের বৈঠকখানা।

কমলাকান্ত ও তিনকড়ি।

ক। কত দেরী হবে?

তি। এলেন বলে। তবে এসেই আবার তাঁকে এখুনি যেতে হবে। আজ মেইল ডে, আজ সারাদিন তাঁর নিশ্বেস ফেলবার অবকাশ নেই। তবে সেই সন্ধ্যাবেলা একেবারে নিচ্চিন্দি হয়ে এসে, খানিক-ক্ষণ থাকতে পারবেন। আজ ক'দিন হল?

ক। তিন দিন। পরশু দুপুরবেলা জ্বর হয়েছে, সেই দিন, রাত্তির থেকেই অজ্ঞান। জ্ঞান আর কিছুতেই হচ্চে না। দু'দিন দু'রাত্রি চোক চাননি। কি হবে তিনকড়ি বাবু?

তি। ভয় কি? মা রক্ষা করবেন। কিছু ভয় নেই।

ক। বাবু কি বিরক্ত হলেন?

তি। মহাভারত! বাবু কি বিরক্ত হবার লোক? এ কালে অমন মানুষ জন্মায় না মশায়! বিশেষ মণিবাবুর ওপর তাঁর প্রাণ ঢালা। এই যে গাড়ী লাগল।

(জগদীশবাবুর প্রবেশ)

জ। (কমলাকান্তকে প্রণাম করিয়া) তার পর—ব্যাপার কি? বিছেন থেকে উঠতে পাচ্চে না?

ক। (কাঁদিতে কাঁদিতে) কি হবে বাবু—কি হবে। বাবা দু'দিন দু'রাত্রি চোক চাননি, অজ্ঞান, ডাকলে সাড়া নেই। বাবু! রক্ষা করুন।

ডা। আজ সকালে পাল্কী করে নেগেলে না কেন ?

জ। সে ব্যায়গ্রামী—তার ওপর পাল্কী আনিয়ে তাকে তুলে আপনার কাছে নেষান—তার চেয়ে আপনি সুস্থ শরীর, নিজের গাড়ী ঘোঁড়াও আছে, রোজ সকালে সারা সহরটী ঘুরেও বেড়াতে হয়, সেই ঘোরার মাথায় একবার নয় এসে দেখেই গেলেন, তাতে আর মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়েছে কি ? মোকদ্দমা ত গোটাকতক টাকার, তা হবে অখন, আপনি ঠাণ্ডা হোন। আর গরীবের আট দশ-হাজার ত খেয়েওচেন—

ডা। You are a fine chicky fellow ! কে তুমি ?

জ। বাবা ! তোমার সঙ্গে এখন চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ কত্তে পারি না। এক দেখ্‌বে ত দেখ, নইলে পাতলা হও, আমরা অন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করি।

ডা। You may please yourself any way you like.

জ। সেই ভাল। তিনকড়ে !

তি। আজ্ঞে।

জ। গাড়ী নিয়ে ডাক্তার হরিশ বাবুর কাছেগে মণির অবস্থাটা বলে আমার নাম করে বলবি, আধ ঘণ্টার ভেতর যেন তিনি আর এক-জন কি দুজন বড় সাহেব ডাক্তার সঙ্গে, এইখানে আসেন। যা খরচ লাগে। আর বাড়ীতে গে দুজন চাকর, একটা বামুন, পাঠিয়ে দিবি। তিনচার্ দিন, যে ক'দিন মণির অসুখ সারে, অন্ততঃ কমে আমি এখান থেকে নড়তে পার্ব্ব না। কোন বিশেষ দরকার হলে, বা দরকারী কাগজ পত্র এলে, বাবুদের এখানে নি' আসতে বলবি, বুঝলি ? আর তুই বিকালে আসবি।

তি। যে আজ্ঞে—আজ মেল ডে—

পরন্তু তাঁহাদের ওয়ারেশ অবর্ত্তমানে, তাঁহাদিগের অধিকার-সত্ত্ব উক্ত মণীন্দ্রনাথকে বা তাঁহার ওয়ারেশগণকে পঁহুছিবে। আপনার সঞ্চিত নগদ টাকার ৫০০,০০০ আপনি আপনার গৃহস্থ পৈতৃক বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিলেন, ঐ টাকার সুদে তাঁহার সেবাদি সম্পন্ন হইবে। বক্রী সমস্ত টাকার মধ্যে দাস দাসী এবং অন্যান্য দুই এক জনকে আপনার ইচ্ছানুযায়ী দান বাদে অবশিষ্ট, আপনার প্রথমোক্ত দৌহিত্র মণীন্দ্রনাথ, বা তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার ওয়ারেশগণ, সম্পূর্ণ অধিকারী। আপনার স্থাবর সম্পত্তি—

তা। আচ্ছা ঐ হলেই হবে। রেজেষ্টারী হবার আগে আমাকে এক-বার আপনারা দেখাবেন ত, না দেখে ত আর আমি সই কচ্ছি না।

বি। তার আর সন্দেহ আছে? কুড়িবার যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তো কুড়িবারই আমাদের বদল কত্তে হবে।

তা। তা বড় আশ্চর্য্য নয়, কত দিন যে এমন করে আমাকে বাঁচতে হবে, তা কিছুই বলতে পারি না। নবা! বাবুর স্নানাহারের উজ্জুগ কর।

ন। যে আজ্ঞে। বাবু আপনি বাইরে আসুন।

বি। চল (তারক বাবুর প্রতি) যাবার আগে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত হবে?

তা। হবে বৈ কি।

(বিকাশ বাবুর ও নবার প্রস্থান)

তা। শ্রীহরি! শ্রীহরি! শ্রীহরি!

শ। ছি ছি ছি আপনার—আমি এখন তবে যাই মশায়!

তা। আচ্ছা শম্ভু বাবু! এখন যাও। আমি তোমায় ডেকেছিলাম,

তোমাকে আমার উইলের একজন সাক্ষী হতে হবে। তা আজ হল না, যেদিন দরকার হবে তোমায় খবর দেব।

শ। আচ্ছা, এখন তবে আসি।

(প্রস্থান)

তা। হতভাগা আমাকে ছুরী মেরে, নিজে মল! ভগবান! ভুলের মাশুল যে ভয়ানক বুক-শূল দেখছি।

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। কর্ত্তাবাবু গো! আমার কি কল্লে গো! ওগো তুমি কুইল কচ্চ গো! ওগো আমার কালীর কি কচ্চ গো! ওগো আমরা যে জন্মের মত গিইচি গো!

তা। রাম রাম! আমি চম্‌কে উঠিছি। আমি কুইলই নয় কচ্চি, আমি ত এখনও মরিনি বাছা! তুমি অত চীৎকার করে কাঁদচ কেন?

ঝী। কেন কাঁদচি তা কি বলব। ওগো মাথার ভেতর যে আগুণ জ্বলচে। ওগো কুইলে আমাদের মা ঝীর একটা বন্দোবস্ত কর। আমরা কোথায় দাঁড়াব গো, আমাদের ভিক্ষে চাইলে, ভিক্ষেও যে কেউ দেবে না গো!

তা। তুমি আমার বাড়ীতে বিস্তর দিন দাসীবৃত্তি করেছ, কচ্চও। যে রকম উচিত বুঝিছি সেই রকম বন্দোবস্ত তোমাদেরও করিচি। আর এক কথা, আমার মৃত্যু যদি হয়, তো সারদা বাবুর কাছে থাকবে, তোমাদের ত কেউ তাড়ায় নি।

ঝী! বাবু! সেদিন যেন না হয়। তাহলে এ বাড়ীতে আর জল ছোঁব না। আমরা দুঃখী গরীব, ছোটলোক, তা বলে কি আমাদের ঘেন্না নেই? নদীতে ডুবে মর্ব্ব, না খেতে পাই দাঁতে দাঁতে টিপে

মাত্র কেঁদে এসে পড়েছিল, এবং তোমার স্বামীর নাম তার কন্যার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে, একটা কুৎসিত অভিযোগ কচ্ছিল। তোমার জ্ঞানতঃ সে অভিযোগ কি প্রকৃত ?

মো। আমার জ্ঞানতঃ প্রকৃত।

তা। প্রকৃত ?

মো। আমার জ্ঞানতঃ প্রকৃত।

তা। তুমি সত্য বলছ ?

মো। আপনার সুমুখে আমি কখন মিথ্যা বলিনি, আর অকারণে মিথ্যা বলাও আমার অভ্যাস নয়; আর এ মিথ্যায় আমার গৌরব নেই—বরং—

তা। তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমার সদ্ভাব নাই ?

মো। আজ তিন বৎসর আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিনি।

তা। কারণ জিজ্ঞাসা কত্তে পারি ?

মো। জিজ্ঞাসা করবেন্ না। তবে আপনি আমার পরম শত্রু যে—তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন—আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন, তিনি ভিন্ন আমার অন্য শত্রু নাই—এ অসদ্ভাবের কারণের লোকাচার-অনুযায়ী অপরাধ, আমার ভাগে নয়।

তা। তোমাকে অবিশ্বাস করি না! যাও।

মো। আপনি এখনও স্নান করেন নি ?

তা। করি। আর এক কথা, সপ্তাহ মধ্যে আমি কল্‌কেতায় যাব স্থির করেছি, তুমি প্রস্তুত হয়ো।

মো। (সচকিতে—স্বগত) পরমেশ্বর! এ কি শুন্‌লেম! (প্রকাশ্যে) হব। (মোক্ষদার প্রস্থান)

পুড়ুনি থেকে নিস্তার পায় না। বাপ খুব লেখাপড়া শিখিয়েছে, যত্নে স্নেহে ডুবিয়ে রেখেছে, সেই যত্ন স্নেহই যেন তার আরও কাল হয়ে উঠেছে। বাপকে বড় ভয় করে—কাকেই বা সে ভয় করে না—পাছে বাপের কষ্ট হয়, বাপের অভিশাপে পড়ে—তা নইলে এক এক দিন দেখিছি, অবাক অজ্ঞান হয়ে সন্ধ্যার সময় আকাশের দিকে চেয়ে আছে, ডেকেছি উত্তর পাইনি, বোধ হয়েছে যেন খালি দেহটা পড়ে আছে—প্রাণ তার কোথায়, কোন্ দেশে, উড়ে চলে গেছে। সেই পাজি, স্বার্থপর ছোঁড়া নিজের জেদে নিজে ত মলই, আর এই নির্ম্মল সরল মেয়েটাকে খুঁচে খুঁচে মাল্লে। তার ওপর বাপের এত বড় আক্রোশ, যদি কেউ কখন ভুলে মণের নাম করে তো একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি; সুতরাং তার কথা ভাবে, তাও ভয়ে, সঙ্কোচে; আড়ালে; যেন কেউ না জানতে পারে। কেবল ছেলেটীর দিকে চেয়ে একটু হাঁপ ছাড়ে।

তি। ছেলেটী দেখ্‌তে কেমন?

জ। চাঁদ! তিনকড়ে! রাজপুত্তুর—এমন রূপ দেখিসনি—

তি। আহা! ঐ ছেলের জন্যে মণি বাবুর এই অবস্থা।

জ। সে মণে মারা গেছে নিশ্চয়। আমি আর খোঁজ কত্তে বাকি করিনি; থাকলে আমার জানা শুনো লক্ষ লোক বিদেশে রয়েছে, কারো না কারো চখে পড়তই। আর নয় তো কোন জঙ্গলে, ফঙ্গলে, পাহাড়ে ফাহাড়ে, সন্নিসি হয়ে আছে।

তি। সন্নিসিও হননি, মারাও যাননি, তবে মারা যাবার চেষ্টায় আছেন। যেতেও বেশী দেরী হবে ব'লে বোধ হয় না।

জ। বলিহারি! বাপকা বেটা! তোর বাপ না তোদের গাঁয়ের একজন গণককার ছেল, বলতিস্। আধ সের চাল, পাঁচটা সুপুরি, পেলেই

কার কি চুরী গেছে, কে নিয়েছে, সব বলে দিতে পাত্ত। পৈতৃক ব্যবসা তুইও ছাড়িসনি, দেখ্‌চি।

তি। আজ্ঞে, এ ক্ষেত্রে পৈতৃক ব্যবসা খাটাতে হয়নি, মণি বাবুর সঙ্গে কাল আমার দেখা হয়েছিল।

জ। কি?

তি। মণিবাবুর সঙ্গে কাল আমার দেখা হয়েছিল।

জ। (ত্র্যস্তভাবে) কোথায়? কখন? কি বল্লে? এখানে এয়েছে —থাক্‌বে?

তি। কাল বিকেলে আমায় একবার খিদিরপুর যেতে হয়েছিল। ট্রামওয়ে যখন পোলের উপর এসেছে, দেখি পোলের দক্ষিণ ধারের রেলিং ধরে আমাদের গাড়ীর দিকে পেছন, কালীঘাটমুখো হয়ে একজন কে দাঁড়িয়ে রয়েছে! দেখেই আমার শরীরে যেন কেমন একটা চমক এল মশায়! মনে কল্লুম নাবি। আবার ভাব্‌লুম, দূর। যা নয় তাই, কত লোকের সঙ্গে কত লোকের আদল আসে। এমন সময় গাড়ীর শব্দে যেমন গাড়ীর দিকে ফিরেছেন অমনি আমার সঙ্গে চোখোচোখী। প্রথমেই আমাকে চিন্তে পারেন নি— চিন্তে পেরেই হন্ হন্ করে গড়ের মাঠ মুখো চল্‌তে লাগলেন; বোধ হয় ভেবেছিলেন, আমি তাঁকে ঠাওর পাইনি। আমি টকাং করে ট্রামওয়ে থেকে নেবে, এক ছুটে তাঁকে ধরে ফেল্লুম। আর পালাবেন কোথায়?

জ। কেমন আছে?

তি। সে কথা আর জিজ্ঞেস করবেন না। হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না। আমার গায়ের বর্ণ হয়েছেন, গেলেই হয়। এখানে তিন দিন এসেছেন, আবার শিগ্‌গিরই যাবেন।

কণ্ঠ সেথায় পঁউছিবে না। অভিশপ্ত দেবতা, শাপ নিগ্রহে দুদিন জগতে এসেছিলেন—কদিন থাকবেন? শাপান্তে স্বর্গে, স্বদেশে স্বজন-সান্নিধ্যে, সানন্দে বিহার কচ্চেন। মাগো! মাগো! আমি বিধবা, আপনি আপনাকে বিধবা করেছি, স্বামী-হন্ত্রী, আমার কি হবে—আমার কি হবে?

(মনু ও অন্নদা বাবু প্রবেশ)

ম। মা! তুমি কাল যখন জানালা গলিয়ে খাবার সব বাইরে ফেলে দাও আমি তখন কিছু ঘুমুইনি—সব দেখ্‌তে পেয়েছি, দাদাবাবুকে বলে দিইছি।

অ। কিশোরি, আমি তোমার পিতা, তুমি সুশীলা, সচ্চরিত্রা, অতএব তোমার চক্ষে আমি তোমার মহাগুরু। আর আমার মমতার স্নেহের, তোমার অংশী নাই। এ অবস্থায় আমার কাছ থেকে তোমার কিছু গোপন থাকা উচিত নয়। আমি শুনচি তুমি কিছুই খেতে পার না, দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে পড়চ, পাছে আমি জান্‌তে পারি বলে খাবার বাইরে ফেলে দাও; ছি ছি! এসব কি? রোগ রয়েছে, আমার কাছে গোপন কচ্চ, সেটা কি ঠিক? তুমি যদি আমার মমতার এরূপ অবজ্ঞা কর; তা হলে আমাকে দেশান্তরী হতে হবে। কাল ডাক্তার আসবে, তুমি আবার ওষুধ খাও। ডাক্তার যদি বলে, তো নয় আবার সিমলা কি ডিরাডুনে তোমায় নেযাব। তোমার চেহারাও বড় দুর্ব্বল দেখচি। চল নিচে দত্ত সাহেব এয়েচেন, গাড়ী তৈয়ের, কিছু খেয়ে নাও, বেড়াতে যেতে হবে।

কি। বাঝ! আমার অন্য অসুখ কই আমি কিছু টের পাইনি, তবে আজ সকাল থেকে বড় মাথাটা ধরেছে। আজ আপনি আমায় ক্ষমা করুন, আজ আমার বেড়াতে যেতে ইচ্ছা নাই।

তোমার মনু—এখন নীরোগা ; মনুকে দেখ্‌বে এস, মনুকে কোলে নেবে এস। মনুর জন্যে যে—

(শয্যায় মুখ লুকাইয়া রোদন।)

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বিপ্রহর অবকাশে বালকগণ-সমাচ্ছন্ন কালেজ স্কোয়ার।

মণীন্দ্রনাথ আসীন—দরওয়ানের সহিত মনুর প্রবেশ।

দ। খোকাবাবু! খোকাবাবু! এইখানে বইঠো, কোথাও যেইও না, আমি একবার বাহার থেকে আস্‌চে।

মনু। আচ্ছা, আচ্ছা। (একটী বালককে দেখাইয়া) আমি ঐ গণেশের কাছে বসিগে, তুমি যাও। (ছুটিয়া গণেশের নিকট গমন ও উপবেশন।)

(দরওয়ানের প্রস্থানোদ্যোগ।)

মণি। (সোদ্বেগে) দরওয়ানজি! তোমার সঙ্গে ও ছেলেটী কোন্ বাবুদের ?

দ। কাহে বাবুসাব ?

মণি। না এই জিজ্ঞেস কচ্চি, দিব্বি ছেলেটী! ওটী কাদের ছেলে ?

দ। চোরবাগানকো অন্নদা বাবুকো বেটীকা লেড়কা, মনুবাবু।

মণি। ওঃ! (দরওয়ানের প্রস্থান।)

পরশু সারাদিন খুঁজে গেছি, কাল সারাদিন খুঁজিছি, আজও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরাশ হয়ে প্রায় ফিরে যাচ্ছিলুম! মা মুখ তুলে চেয়েছেন, যার জন্যে কল্‌কেতায় আসা, এতক্ষণে তা হল।

আহা! মনু আমার অত বড় হয়েছে! পাপী আমি—একবার মনুকে না দেখে বোধ হয় প্রাণ আমার কিছুতেই দেহ থেকে বেরুত না, এখন নিচ্চিন্দি হয়ে মত্তে পার্ব্ব।

(মনুর নিকট অগ্রসর হইয়া ও মনুকে সম্বোধন করিয়া।)

হাঁা গা বাবু! তোমার বাড়ী কোথায়?

মনু। কেন, চোরবাগানে—আপনার বাড়ী কোথায়?

মণি। আমার বাড়ী—আমার বাড়ী—আমি খিদিরপুরে থাকি। তোমার বাপের নাম কি বাবা?

মনু। শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়।

মণি। (স্বগতঃ) ওঃ! শ্রীযুক্তই বটে। (প্রকাশ্যে) তোমার বাবা বাড়ীতেই থাকেন?

গণে। মনু! বোস্ ভাই! আমি নির্ম্মলের ঠেন দুটো পয়সা পাই, আজ দেবে বলেছে, চেয়ে নে আসি।

(গণেশের প্রস্থান।)

মনু। না তিনি বিদেশে থাকেন।

মণি। বছরে বছরে আসেন?

মনু। (নিম্ন দৃষ্টি) না——আ।

মণি। কতদিন অন্তর আসেন?

মনু। আসেন না।

মণি। আসেন না? তুমি তাঁকে দেখনি?

মনু। খুব ছেলেবেলায় দেখিছি, তখন আমার বড় ব্যায়রাম।

মণি। তাঁকে তোমার তবে মনে পড়ে না?

মনু। ভাল মনে পড়ে না?

মণি। তোমার বাপ ত বড় নিষ্ঠুর, তোমাদের ভালবাসেন না?

মনু। বাবা আমাকে বড্ড ভালবাসতেন, আপনি জানেন না। মা বলেন আমার ব্যায়রামের সময় তিনি আহার নিদ্রা কত্তেন না, কেবল আমার কাছে কাছে থাকৃতেন। কত ডাক্তার ঔষুধ দিয়ে আমাকে আয়াম করেছিলেন।

মণি। যদি এত ভালবাসেন তবে তোমায় দেখ্‌তে আসেন না কেন?

মনু। এখন আস্‌তে পারেন না, এর পরে আস্‌বেন, ছুটী পেলেই আস্‌বেন।

মণি। (স্বগতঃ) আহা! ভব-যন্ত্রণা থেকে কবে ছুটী পাব? (প্রকাশ্যে) তোমার বাবা বুঝি বিদেশে চাকৃরী করেন?

মনু। হ্যাঁ, চাকরী করেন।

মণি। কোন দেশে চাকৃরী করেন, তা জান?

মনু। তা জানি না।

মণি। তোমার বাবা ছুটী পেলে যখন ফিরে আস্‌বেন, তখন তাঁকে চিন্তে পার্ব্বে?

মনু। তা পার্ব্ব।

(মনুর নিকট উপবেশন ও মনুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে)

মণি। তোমার মাথার চুল এত বড় হয়েছে, কাটনি কেন? কপালে এটা কি; একটা ফুস্কুড়ি, চূণ দিয়ে রেখো, নইলে বিষিয়ে উঠ্‌বে। আচ্ছা, এখানে তোমাদের বাড়ীতে তবে আর কে কে আছে?

মনু। কেন, আমার দাদাবাবু আছেন, মা আছেন, হারা ঠানদি' আছেন, নলে মামা—

মণি। তোমাকে সকলে ভালবাসেন?

মনু। সক্কলে ভালবাসে।

মণি। তুমি এখন খাবার খেলে না ?

মন্থ। না, আমি বাড়ী গিয়ে খাবার খাই।

মণি। এখন কিছু খাওনি ?

মন্থ। না।

মণি। (পকেট হইতে খাবারের ঠোঙ্গা বাহির করিয়া।) আমার ছেলেও ইস্কুলে পড়ে, আমি তার সঙ্গে দেখা কত্তে এসেছিলুম—

মন্থ। তার নাম কি ?

মণি। তার নাম ? তার নাম—তাকে তুমি চিন্তে পার্বে না। সে তোমাদের ইস্কুলে পড়ে না—তার জন্যে খাবার এনেছিলুম, সে সব খায়নি ; বেশ ভাল খাবার, বাবা ! তুমি খাবে ?

মন্থ। না, আমি খাব না। দাদাবাবু বক্‌বেন। (চমকিয়া) এ কি ? কোত্থেকে এক ফোঁটা জল আমার গায়ে পড়ল ? বৃষ্টি আস্‌চে ? (আকাশের দিকে চাহিয়া) কই মেঘ করেনি ত ?

মণি। খাও না, কেউ বক্‌বে না। খাও না বাবা ! আমি দিচ্চি, না খেলে আমার মনে দুঃখ হবে। পরের মনে কি দুঃখ দিতে আছে ? এই নাও।

মন্থ। (কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় খাবার লইয়া) দাবাবাবু, মা, কি বল্‌বে ?

(আহারারম্ভ) (দরওয়ানের প্রবেশ)

দ। (খাবার কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করণানন্তর) মন্থবাবু ! মন্থ-বাবু ! আমি আজ বড়বাবুকে বলিয়ে দেবে, তুমি লুকিয়ে খাবার কিনে খাচ্চে ; অসুখ কর্বে তা জানচে না ?

মণি। দরওয়ানজি ! আমিই খাবার দিছলুম। ভাল খাবার—অসুখ কত্ত না, তুমি কেন ফেলে দিলে ?

দ। আপত বড়ি বেয়াক্কেল হ্যায় বাবু! বড়বাবুকা হামারা উপর এস মাফিক হুকুম, যো মন্নুবাবুকা ইয়ে দোকানকা সড়া চিজবস্ কুচ নেহি থানে মিলে। ইয়ে মন্নুবাবু যব বহুত ছোট্টা থা, ইন্‌কো বহুত বেমার হুয়া রহা, কেয়া মরণে বয়ঠা ও আপকো মালুম নেহি হোগা—ঐ স্বভাবসে বড় বাবুকা উনকো বহুত হুসিয়ারিমে রাখনে হুকুম।

মণি। সে কথা আমার কেমন করে মালুম থাকবে, দরওয়ানজি! আমি মন্নুবাবুর ব্যায়রামের কথা কি করে জানব বল? না জেনে থাবার দিছ লুম, রাগ কোরো না।

দ। নেহি বাবু! গোসাকো বাত কেয়া। আপ কিস্তরে জানে গা? আপকো জান্নেকা হাল কেয়া?

মন্নু। ঐ ঘণ্টা বাজ্‌ল, ইস্কুল বসেছে। আমি যাই। দরওয়ান! তুমি আমায় ঘুঁড়ি কিনে দিলে না?

দ। দেবে বাবু! দেবে, তুমি ইস্কুলে যায়। যাবার সময় কিনে দেবে।

(মন্নুর প্রস্থান)

ম। দেখ দরওয়ানজি! আমি বিদেশী, কল্‌কেতায় আমার বাড়ী নয়; অনেক দিন আমি দেশে যাইনি, আর এখন অনেক দিন দেশে যেতেও পার্ব্ব না। দেশে আমার একটী ছেলে আছে, ঠিক্ তোমাদের মন্নুর মতন। তার জন্যে আমার মন কেমন করে। আজকে মন্নুকে দেখে আমার মনে হচ্চে, যেন আমি আমার সেই ছেলেটীকেই দেখচি; (দুইটী টাকা বাহির করিয়া) দেখ বাবা আমি বড় গরীব, এই দুটী টাকা তোমায় দিচ্ছি, তুমি নাও; আমি যদি চোরবাগানে কোন দিন যাই তো, তোমাকে ডাকব, তুমি চুপি চুপি লুকিয়ে মন্নুবাবুকে আমার কাছে এনে দিও, আমি

ম। মালুম থাকবে—দরওয়ানজি!

দ। বন্দেগি বাবু! বন্দেগি।

(দরওয়ানের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

কিশোরীর বসিবার ঘর।

কিশোরী ও মনু।

ম। মা! তোমার আজকে আবার মাথা ধরেছে?

কি। না মনু! আজ ত আমার মাথা ধরেনি।

ম। তবে তুমি এতক্ষণ শুয়েছিলে কেন?

কি। বসে বসে ভাল লাগছিল না, তাই শুয়েছিলুম।

ম। মা তোমার বাক্সের ভেতর এত টাকা কেন?

কি। তোমার দাদাবাবু মাসে মাসে আমায় খরচ কত্তে দেন, সেই টাকা। (স্বগত)। ঐ টাকার জন্যে একজন হাহা করে বেড়িয়েছেন—কত অপমান, কত লাঞ্ছনা, ভোগ করেছেন, আর আমার বাক্সয় আজ টাকা ধরে না। ভাগ্যের এ কি কঠোর বিদ্রূপ!

ম। কি ভাবছ মা? হ্যাঁ মা? তুমি টাকা খরচ কর না কেন? আমায় যদি দাও, আমি এখখুনি তোমার ঐ সমস্ত টাকা খরচ কত্তে পারি।

কি। কি খরচ কর?

কল্লেন, আমরা কোথায় থাকি জিজ্ঞেস কল্লেন, আর ও কত কি জিজ্ঞেস কল্লেন।

কি। তুমি কি বল্লে ?

ম। বাবার নাম বল্লুম।

কি। কি বল দেখি ?

ম। আমি বুঝি বাবার নাম জানি না ? কেন—শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্র নাথ রায় মহাশয়।

কি। কি ?

ম। শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রনাথ রায়।

কি। কি ? আবার বল। আমি ভাল বুঝতে পাল্লুম না।

ম। (বিরক্ত হইয়া) আমি যখনই বাবার নাম বলি, তুমি 'কি' 'কি' কর, বল বুঝতে পারি না।

কি। তুমি যে জড়িয়ে বল, কাযেই ঠিক বুঝতে পারি না। বেশ পরিষ্কার করে আস্তে আস্তে বল দেখি।

ম। শ্রীযুক্ত, বুঝতে পেরেছ, বাবু, বুঝতে পেরেছ, মণীন্দ্র, বুঝতে পেরেছ, নাথ, বুঝতে পেরেছ. রায়, বুঝতে পেরেছ, মহাশয়, বুঝতে পেরেছ ?

কি। বুঝতে পেরেছি, এইবার একত্রে বল। ও রকম করে তো লোক লোকের নাম বলে না।

ম। যাও, তোমার সঙ্গে আমি বক্‌তে পারি না। হরিণটাকে ছেড়ে দিইগে। শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়, বুঝতে পেরেছ ?

(দৌড়িয়া প্রস্থান)

কি। পাগল ছেলে। বাবার জন্যে এ বেলা কি খাবার কচ্চে, দেখে আসি।

(প্রস্থান)

(অন্নদা বাবু ও জগদীশ বাবুর প্রবেশ)

অ। কই কিশোরী ত এখানে নেই। কোথায় গিয়েছে—বোধ হয় গা হাত ধুচ্চে—এখনই আসবে, বোস।

(উভয়ের উপবেশন)

দেখ, জগদীশবাবু! কিশোরীর ভেতরে ভেতরে অসুখ আছে ভাই। নইলে এত দুর্ব্বল হয়ে পড়বে কেন? অরুচি, কিছুই খেতে পারে না, পাছে আমি টের পেয়ে ডাক্তার আনি ভয়ে, খাবার লুকিয়ে ফেলে দেয়। জিজ্ঞেস কল্লে বলে বেশ আছি, আমার কোন অসুখ নেই, সে কেবল ডাক্তারের ভয়ে। নইলে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে কেন? দত্ত সাহেব বলছিলেন, একবার একজন ভাল ডাক্তারকে দে বেশ করে Examine করিয়ে ফের কোন পাহাড় অঞ্চলে change এ যাই।

জ। দত্ত সাহেব কে?

অ। কেন, তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপ নেই? আমার বাড়ীতে তিনি হামেসাই তো আসেন।

জ। তোমার বাড়ীতে এখন অনেক সাহেব হামেসাই আসবেন, সেটা ত বিশেষ পরিচয় নয়।

অ। দত্তসাহেব একজন বেশ Educated rising Barrister। তিনি বলেন, তিনিও তা হলে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন। তাঁরও health ইদানী বড় indifferent হয়ে পড়েছে।

জ। তাঁকে আমার compliments দিয়ে বলো যে Materia Medica ও Civil Procedure Codeএ একটুকু তফাত আছে। মক্কেলের পকেট, আর রোগের diagnosis এ দুয়ের অভিজ্ঞতা ভিন্ন জাতীয়।

অ। তোমার জ্যাঠাম রাখ। তোমার তবে মত কি ?

জ। কৈলাশ পর্ব্বতে মহাদেবের ঘাড়ের ওপর একখানি বাংলা তৈয়ের করে, তাতে থাকলেও কিশোরীর শরীর সারবে না। কিশোরীর এ দৈনন্দিন ক্ষয় রোগে বিশেষ ভয়ের কথাও আছে।

অ। কি করি বল দেখি! কাকে এনে দেখাই বল দেখি।

জ। তোমার সেই নিরুদ্দেশ জামাইকে এনে দেখান ভিন্ন কিশোরীর এ মনোবিকারের অন্য প্রতিকার নাই। তুমি বিদ্বেষ-বিষান্ধ, তাই বুঝতে পাচ্চ না।

অ। পাত্র ও বিষয় বিশেষে বিদ্রূপ বিধি, জগদীশ বাবু!

জ। এর মত নির্ম্মল সত্য আমি অল্প উচ্চারণ করেছি।

অ। যদি তাই হয়, তা হলে আমার এবং কিশোরীর জীবন থাকতে সে আশা অল্প।

জ। সম্ভব তাই। কারণ কিশোরীর জীবন আর অধিক দিন নয়, আর কিশোরী অবর্ত্তমানে তোমাদের পরস্পর সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন বা সম্ভাবনা নাই।

অ। সেটার নাম উচ্চারণ আমরা পাপ মনে করি। আজকের দিন আমাদের জীবনের একটা কু'দিন বলে গণনা কর্ব্ব।

জ। তুমি কর বা কর্ব্বে বল। 'আমারা' বলবার তোমার অধিকার কোথায়? কিশোরীর মনোভাব তুমি অবগত নও। কিশোরীকে কখন জিজ্ঞাসা করে দেখনি।

অ। জিজ্ঞাসা অপ্রয়োজন, তাই করিনি। আমি জানি কিশোরী আমার কন্যা।

জ। নিশ্চয়। কিন্তু তার স্ত্রী, অর্দ্ধাঙ্গ।

অ। কিশোরীর চিত্তবৃত্তি যে দিন সে প্রকার অধোগামিনী দেখব, সে

দিন স্বহস্তে কিশোরীকে হত্যা করে আত্মঘাতী হব। কিশোরী এখন বড় অসুখে আছে, আগে বড় সুখে ছিল, না ?

জ। ও কথা তপ্তমস্তিষ্ক মূর্খ দাম্ভিকের মুখে শোনা যায়, শিক্ষার অতি অল্পমাত্র অভিমানও যে পোষণ করে, তার মুখে নয়।

(একজন দরওয়ানের প্রবেশ ও অন্নদাবাবুকে অভিবাদন)

দ। দো সাহাব আকে বাহার মে বৈঠা, আওর আপকো সেলাম ভেজা।

অ। বোলো, আবি নীচু আওয়েগা।

জ। যো হুকুম।

(প্রস্থান)

অ। যাক, ও কথার আন্দোলনে কিছু ফল নাই, কেননা চন্দ্র সূর্য্যে আলিঙ্গন সম্ভব, তথাপি ও পাপ বিষয়ে তোমার আমার মত বৈষম্যের তিরোভাবের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ও প্রসঙ্গের পরিহারই বিধেয়। আমি একবার নীচে থেকে আসি, তুমি বোস।

জ। আমিই বা বসে কি করি—

অ। বোস না, আমি এখনই আসছি। যাবার সময় কিশোরীকে ডেকে দে যাচ্চি।　　(প্রস্থান)

জ। অমন লেখা পড়া শেখার মুখে আগুণ জ্বেলে দাও। অমন পণ্ডিত হওয়ার চেয়ে, শত জন্ম মূর্খ হয়ে থাকি সেও ভাল।

(কিশোরীর প্রবেশ)

জ। এস মা! কোথা গিছলে ?

কি। মামা! একবার রান্নাঘরে গিছলুম। বাবা রাত্তিরে কি খাবেন, তাই ব্যবস্থা করে এলুম।

জ। কেমন আছ ?

কি। ভাল আছি। মামীমা, ছেলেরা, সব ভাল আছে ?

জ। ভাল আছে। কিশোরী! তুমি ভাল আছ, এটা কি সত্য কথা ?

কি। কই, আমার শরীরে তো কোন অসুখ টের পাই না।

জ। শরীরে অসুখ টের পাও না, সে কথা মিথ্যা নয় বটে। মা! অধিক চিন্তায় আয়ুক্ষয় হয়।

কি। মামা! বিধবার দীর্ঘ জীবনে ফল কি ?

জ। বালাই, কে বলে তুমি বিধবা ?

কি। আপনি ত সব জানেন—

জ। সব জানি—আরও জানি যে মণি ভাল আছে, তুমি সম্পূর্ণ সধবা।

কি। মামা! মামা—

জ। কি বলছিলে বল।

কি। (নিম্নদৃষ্টি ও নিরুত্তর)

জ। মা! আমার বলা উচিত নয়, তোমার পিতার ইচ্ছা বিরুদ্ধ ; কিন্তু তোমার জীবন আগে রেখে এ ক্ষেত্রে সাংসারিক 'উচিত অনুচিত' একবার পেছনে রাখলে ধর্ম্মহানি হবে না ; তাই বলছি, তুমি মণি সম্বন্ধে কুচিন্তা করো না। মণির সঙ্গে আমার সম্প্রতি দেখা হয়েছে। সে আজ ৫।৬ দিন হল কলকেতায় এসেছে, আবার কিন্তু ৫।৭ দিনের মধ্যে চলে যাবে। তাকে যেতে আমি কিছুতেই দেব না, আর গেলে সে বাঁচবে না। তার আকার দেখলে ভয় করে। দুঃখে দুঃখে, মনকষ্টে, অনাহারে, অনিদ্রায়, সে মরণকে খুব নিকট করে এনেছে। আর হত-ভাগার জীবনের উপর একটা বিকট তাচ্ছিল্য এসেছে, তাই-তেই আরও সর্ব্বনাশ কচ্চে। আমার সঙ্গে যে দিন দেখা

হল, সে দিন আর তার আগের দিন, দিনে রেতে শুধু দু'পয়সা শুকনো মুড়ির ওপর দে কাটিয়েছে। তুমি ভেব না! যে কোন রকমে হোক একটা প্রতিকার আমি কর্ব্বই। তবে তোমার বাবা মহা প্রতিবন্ধক। তাঁর ধনুক-ভাঙ্গা পণ, তার মুখ দেখব না—মেয়েকে হত্যা কর্ব্ব, নিজে মরব, তবু তার মুখ দেখব না। আর সেও স্বভাবতঃ দারুণ অভিমানী; এক অভিমানেই তার চিরকাল সর্ব্বনাশ করেছে, আর দারিদ্র্যে সে অভিমান বিশগুণ বেড়েছে। সুতরাং ব্যাপার সোজা নয়।

কি। (জগদীশের পায় পড়িয়া) কি হবে মামা! কি হবে?

জ। ওঠ মা ওঠ, ভয় কি? ভগবানকে ডাক। তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন।

কি। মনুর কথা—

জ। তোমাদের প্রসঙ্গও না—কোন কথাই জিজ্ঞেস কল্লে না। বরং আমি যতবার তোমাদের কথা পাড়তে গেলুম, পাঁচটা পাশকথায় চাপা দিলে।

কি। (কাতর স্বরে) মামা—

জ। কোন ভয় নাই। আমার ওপর নির্ভর কর। তুমি ব্যাকুল হয়ে অসুখে পড়লে, সব নষ্ট হবে। তোমার বাবাকে এখন কিছু বোল না। আমি যাই। তোমার বাবা আসবেন বলে গেলেন, তা' কই এলেন না তো। এলে বোলো, আমি চলে যাচ্চি, আমায় আর এক জায়গায় হয়ে যেতে হবে।

কি। (পুনর্ব্বার জগদীশের চরণ ধরিয়া সরোদনে) মামা! আর যেন যান না। আপনি দেখবেন, আপনার কাছে রাখবেন—আর উপোস কত্তে দেবেন না। মামা! অনেক দিন উপোস

করে আসচেন, উপোস তাঁর অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আপনি সে অভ্যাস থেকে তাঁকে মুক্ত কর্‌বেন। তাঁর জীবনে তাচ্ছিল্য জগতের অকৃতজ্ঞতায়। যাদের জন্য ভিখারী, তারা সুখের সমুদ্রে ভাসচে, তারা আজ দুগ্ধ ঘৃতে পরিপুষ্ট, তাঁর ভাগ্যে মুড়ি। তিনি একাকী; সমস্ত জগতে 'বোস' এ কথা বলবার লোক নেই। রৌদ্রতাপে, বারিধারায়, শরতে, শীতে—একাকী; আর তারা আজ সহস্র সহস্র সেবক-সেবিকা-পরিবৃত। তাঁর চেয়ে দুঃখী নাই, তাঁর চেয়ে অভাগ্য নাই। মা! আপনি দেখ্‌বেন, আপনি রাখবেন—আমি আর আপনাকে কি বল্‌ব। আমার প্রসঙ্গ তাঁর কাছে তুলবেন না, তা'হলে তাঁকে কিছুতেই রাখতে পার্বেন না; আমার ঘৃণায় তিনি সমগ্র মানব জাতিকে ঘৃণা করেন।

কি। (কিশোরীকে জোরে তুলিয়া) ছি মা—কেঁদ না, এমন দিন থাকবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ভগবান ভালই কর্বেন।

(প্রস্থান)

(মনুর প্রবেশ)

। ও কে গেল মা—কাল দাদা না ?

কি। মনু—মনু! (মনুকে কোলে তুলিয়া ও মুখচুম্বন করিয়া) বাপ আমার—

ম। মা, তুমি কাঁদছিলে ?

কি। চুপ কর বাবা! তোমার দাদাবাবু আসছেন।

(অন্নদাবাবুর প্রবেশ।)

অ। এই মাত্র তুমি কোথা গিছলে, কিশোরী! জগদীশ চলে গেছে ?

কি। হাঁ, তাঁকে আর কোথায় যেতে হবে, তাই আর বেশীক্ষণ বস্‌তে পাল্লেন না, আপনাকে বল্‌তে বলে গেছেন।

অ। কিশোরি! তোমার চেহারা দিন দিন বড়ই দুর্ব্বল দেখাচ্চে, অথচ কি রকম অসুখ তুমি অনুভব কর, তা আমাকে বল না। ডাক্তার আন্‌তে গেলে বারণ কর।

কি। ডাক্তার আনবার আবশ্যকতা দেখি না, তাই আনতে বারণ করি।

অ। কিশোরি! তুমি জান, আমাদের সংসারের একমাত্র বাঁধন তুমি? তোমার সুখ, তোমার স্বাস্থ্য, তোমার সচ্ছন্দতায়, আমার সুখ, আমার স্বাস্থ্য, আমার সচ্ছন্দতা।

কি। তা আমি জানি। আপনি আমাকে সহস্র সুখেই ত রেখেছেন।

অ। আমি তোমায় সুখে রাখ্‌তে পারি, কিন্তু তুমি সুখে আছ কি? চুপ করে রইলে কেন? বল।

কি। (নিরুত্তর)

অ। তবে জগদীশের সন্দেহই সত্য। তুমি সেই হতচ্ছারা পাজি ছোঁড়াটার চিন্তা করে আপনাকে রুগ্ন করে তুলচ। তোমাকে শিক্ষিত করার আমার ফল এই? যে কদাচার মূর্খ তোমার পায়ের ধূলো মোছবার উপযুক্ত নয়—

কি। বাবা! আমাকে ক্ষমা করুন। অযথা কটু ভাষার প্রয়োগ করবেন না। তিনি আমার স্বামী, এবং তিনি সংসারে আদর্শ মানব। শত শত জন্মের শিক্ষাতে বা সম্পদে, আমি তাঁর উচ্চতা উপলব্ধি কত্তে পার্ব্ব না।

অ। বটে—বটে—বটে? আমার আদরের, যত্নের, স্নেহের, মমতার, এই ফল বটে? আমার যে অপমান করে, সে সংসারে তোমার চক্ষে দেবতা? স্ত্রী পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহে যে অশক্ত,

সে সংসারে মহাপুরুষ? শোন কিশোরি! শেষ কথা আমার শোন। যদি তার চিন্তা তুমি হৃদয়ে আর পোষণ কর, যদি কখন ভবিষ্যতে আমার বাটিতে সে পাপ নামের উচ্চারণ আমার কর্ণে আসে, তা হলে তোমার প্রতি আমার মমতার স্রোত, অভিশাপের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে—আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব, তুমি পিতৃহত্যার পাতকিনী হবে—তোমার সর্ব্বনাশ হবে, তোমার ইহকাল পরকাল জ্বলে যাবে তোমার—

কি। (হস্ত ধরিয়া) বাবা! বাবা! কি কচ্চেন—কি বল্‌চেন? রক্ষা করুন, চুপ করুন, আমায় ক্ষমা করুন, নিবৃত্ত হোন—

অ। এই আমার শেষ কথা।

(প্রস্থান)

কি। (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) হা ভাগ্য!!

(বিষুর মার প্রবেশ)

বি মা। এই ঘরে খাবার আনব?

কি। আন।

বি মা। আনি। (প্রস্থান)

কি। বিষুর মা!

বি মা। এই যে। ডাক্‌লে দিদিমণি?

কি। বেন্ধ ঠাক্‌রুণকে আজ সারাদিন দেখেছ?

বি মা। কই না। আজ কই তার দোরও খোলা দেখিনি। এমন ভাল মানুষ দেখিনি দিদিমণি। মুখে রা'টী নেই। মানুষ বুড় হলে কত খিটখিটে হয়; তা এত বুড়ো হয়েছে, এত শোক পেয়েছে, এত কষ্টে আছে—কিন্তু এমন বামনের মেয়ে।

কি। দেখ বিষুর মা! আমি এইমাত্র শুনলুম বেন্ধ ঠাকরুণ আজ

সারাদিন উঠতে পারেনি। আপিন খায়, তা আজকে খেতে পায়নি, পয়সা নেই। আমার কাছে এলে পাছে আমি কিছু দিই বলে, আমার কাছে আসেনি। আমায় বলে, যা তোমার নিয়েছি তাই আগে শোধ দিই, তবে আবার নোব। তা বিষুর মা! তুমি একটা কায কর্ব্বে?

বি মা। কি কায, কেন কর্ব্ব না, বল না।

কি। তুমি চুপি চুপি—দেখো গোল হলে, সে যদি টের পায় আমি পয়সা দিয়ে আনিয়েছি. তা' হলে কোন কার্য্যই হবে না সে কোন রকমেই নেবে না—কেউ না জানতে পারে, এমন করে এক ভরি আপিন এনে আমার কাছে দিয়ে যাও, আমি বেহ্ম ঠাকরুণকে—মেজ ঠাকুমা আপিন খায়, তার কাছে থেকে চেয়ে নি'এলুম বলে—দিয়ে আসব। শুনেছি আপিনখোরেরা আপিন না খেলে মরে যায়। আহা বিষুর মা! এই কাজটি কর, আমাকে চুপি চুপি আপিন এনে দাও।

বি মা। বেশ ত বেশ ত, এই তোমায় খাবার দিয়ে যাই। তুমি টাকা বার কর।

কি। আহা! তুমি আগে যাও, আমাকে খাবার আধ ঘণ্টা বাদে হলে ক্ষতি কি হবে, বল। উদিকে একটি বুড়ো বামনের মেয়ের প্রাণ যায়।

বি মা। আচ্ছা যাই। এক ভরি? কত নেবে?

কি। এক টাকার ভেতর, তা যতই নিক। চল আমিও একবার নীচে যাব।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—শ্যামবাজার।

তারক বাবুর কলিকাতার বাটী।

তারক বাবুর বসিবার ঘর।

সারদা আসীন।

সা। শম্ভুকে নে'আসা হয়েছে সাক্ষী হবার জন্যে! শম্ভু তার সম্পর্কে মেসো হয়, এই সুবাদে আমার পরিবার আরও জোর করে শম্ভুকে নি'এসেছে। এ সব কারদানী যেন আমি বুঝতে পারিনি। দেখি বাবা! সারদা ত মুখ্খু, তার সমান তোমরা কোন ব্যাটা বেটী বুদ্ধি ধর? বেজা বেঁচে থাক, বেজা ওর মতন সাতটা বুড়োকে আর আমার মাগ বেটীর মতন সাতাশীটা মাগীকে দশ বার বেচে কিনে আন্‌তে পারে। বেজাই ত আমার চোক ফুটিয়ে দিলে। সেই ত বল্লে যে সারু! কেবল তোমাকে রেখে গেল কেন? সবাই যদি কল্‌কেতার বাড়ীতে গেল, তোমাকেও নে গেল না কেন? বোধ হয় তোমার আড়ালে নিঃঝঞ্ঝাটে উইলটা করে নেবে। যেই বলা, অমনি বেজাকে নে রেলে উঠা—এই ত এসে পঁউচুচ্চি, এখন দেখি কে কি করে।

(বিকাশ বাবুর প্রবেশ)

বি। এই যে সারদা বাবু—কখন এলেন?

সা। এই ঘণ্টা খানেক হল এসেছি। উকিল বাবু! আপনি ভাল আছেন ত?

বি। আজ্ঞে হাঁ—আপনি ভাল আছেন?

সা। উকিল বাবু! দাদা আমাকে বঞ্চিত করে উইল কচ্চেন, এটা কি তাঁর উচিত?

বি। আমরা যে ব্যবসা করে খাই, সারদা বাবু!.. তাতে আগে আমাদের 'উচিত অনুচিত' গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হয়।

সা। উইল কি হয়ে গেছে?

বি। (ইতস্ততঃ করিয়া) প্রায় হয়ে গেছেই ধরুন। আর ৫।৭ দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে।

সা। তা হলে এখনও একেবারে হয়নি? আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি কেননা, যদি না হয়ে গিয়ে থাকে তো দাদাকে বুঝিয়ে তাঁর মত যদি ফেরাতে পারি।

বি। বেশ ত চেষ্টা করুন না।

সা। দাদা এর পূর্ব্বে একখানি উইল করেছিলেন জানেন?

বি। আমাদের আপিস থেকে সে উইল তয়ের হয়েছিল।

সা। তাতে যথাসর্ব্বস্ব আমাকেই দিছলেন। এ নতুন উইল দাদা যদি যতদূর হয়েছে হোক গে—আর না করেন, তা হলে সেই আগের উইলই বাহাল থাকবে?

বি। নিশ্চয়ই।

সা। (স্বগত) যাই, বেজাকে বাইরে খপর দিইগে। আচ্ছা উকীল বাবু! বসুন, বাইরে আমার একটী বন্ধু আমাদের দেশ থেকে আমার সঙ্গে এসেছেন, তাঁর জলটল খাওয়ার ব্যবস্থা করিগে।

বি। আসুন।

(সারদার প্রস্থান)

(তারক বাবুর প্রবেশ)

তা। এই যে বিকাশ বাবু! আপনি একলা যে? এ ঘর থেকে কথার শব্দ পাচ্ছিলুম না?

বি। আজ্ঞে হাঁ—সারদা বাবুর সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম।

তা। সারদাবাবু? সে কখন এল?

বি। এই খানিকক্ষণ হল এসেছেন, বল্লেন। তিনি, আর তাঁর একজন কে দেশীয় বন্ধু তাঁর সঙ্গে এসেছেন।

তা। বটে। আপনাকে কি বলছিল?

বি। এই উইলের কথাই হচ্ছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন, উইল কি তৈয়ের হয়ে গেছে? আপনার আমার উপর অনুমতি ছিল, উইল রেজেষ্টারী হয়ে গেছে কেউ জিজ্ঞেস কল্লে, আমি না বলি। কাজেই আমাকে সারদাবাবুকে বলতে হল, যে এখনও ৫।৭ দিন উইল শেষ হবার বাকী আছে।

তা। বেশ করেছেন। উইল রেজেষ্টারী আফিস থেকে ফিরে পেয়েছেন?

বি। কাল বিকালে পেয়েছি। এই নিন।

তা। (উইল গ্রহণ করিয়া) আপনি আবার ব'য়ে আনতে গেলেন কেন? আমি, কি আমার লোক, গিয়ে আন্‌ত।

বি। তাতে ক্ষতি কি হয়েছে? এ সব জিনিষে অপর লোককে বিশ্বাস নেই।

তা। তা ঠিক। যাক, এখন নিশ্চিন্ত। আর কোন ফ্যাসাদ নেই?

বি। কিছু না। তবে বস্‌তে আজ্ঞা হোক। আপনাদের এ পাড়ায় অর্থাৎ শ্যামবাজারে, আমার আর একটু দরকার আছে। সেটা সেরে ফেরবার সময় যদি সময় থাকে, তো দেখা করে যাব।

তা। আচ্ছা—আর কি বলব। তামাকটী পর্য্যন্ত খান না, সেই যে উপ-

লক্ষে একটু বসিয়ে রাখব। একটা কথা—আমার মৃত্যুর পর মণীন্দ্রনাথ রায়ের যদি সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে তার প্রাপ্য বিষয় ও টাকা যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয়। নচেৎ আমার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে, তাহার স্ত্রী কিম্বা পুত্রকে এ বিষয় জ্ঞাপন করা হয়।

বি। আপনি বলেছিলেন। আমার নোট করা আছে।

(ঈষৎ হাস্যের সহিত বিকাশ বাবুর প্রস্থান)

(নবার প্রবেশ)

তা। নবা—শম্ভুবাবু কোথায় রে—তাঁকে আজ সকালে দেখতে পাচ্ছি না ?

ন। বাইরে কোথায় বেড়াচ্চেন! আমার সুমুখে ত বেরোন না বাবু। আমাকে দেখলেই শিউরে কোথাও সরে যান।

তা। কাল রাত্তিরে পড়ে গিছলেন, কোথাও লাগেনি ত ?

ন। খুব সামলে গিছলেন। রাত্তিরে পাথুরে কাণা হয়, কিচ্ছু দেখতে পায় না।

তা। বড় বাবু এসেছে নাকি ?

ন। আজ্ঞে হাঁ, বড় বাবু আর ব্রজ বাবু। এই তাঁরা দুজনে পাইচারী কত্তে কত্তে রাস্তার দিকে গেলেন।

তা। মোক্ষদাকে ডাক।

ন। যে আজ্ঞে।　　(নবার প্রস্থান)

তা। হরের্নামৈব কেবলম্।

(মোক্ষদার প্রবেশ)

এস মোক্ষদা! এ কাগজ খানি আমার শেষ উইল। যত্ন করে পোড়ো। তুমি পড়বে বলে, আমি উকীলের বাড়ী হলেও, বাংলায়

তৈয়ের করিয়েছি। এখানি যত্ন করে রেখে দিও। এর দুই এক জন শত্রু আছে। অতএব বিশেষ সাবধানে রক্ষা কোরো।

মো। যে আজ্ঞে।

তা। তুমি কাল বেড়াতে গিয়েছিলে?

মো। আজ্ঞে হাঁ, পরেশনাথের মন্দির দেখতে গিছলুম। ঐ ভেবেই ত মেশো মশাইকে নি'এসেছিলুম, তাঁকে যখন যেথায় বলি, তিনি নিয়ে যান।

তা। শম্ভু বাবু যে তোমার সম্পর্কে মেসো মশাই হন, তা আমি ভুলে গিছলুম। এখন স্মরণ হচ্চে, তোমার বাবা বলতেন বটে।

মো। স্নানের উদ্যোগ করুন না। কলকেতায় এসে আপনি একটু ভাল আছেন বলে বোধ হচ্চে।

তা। বুকের অসুখটা পরশু থেকে এক একবার টের পাচ্চি। তা ওত সঙ্গের সাথী; তবে অন্য হিসেবে বেশ আছি। শরীরে কোনই গ্লানি নাই। ওই শরীর ভাল থাকে বলেই ত কল্‌কেতাবাসী হয়েছিলুম। তবে নেহাত পৈতৃক ভিটেটা শৃগাল কুকুরের বাসা হয়, এই জন্যে এই শেষের ক'বচ্ছর—ছ'বচ্ছর বুঝি?

মো। হাঁ্যা, ছ'বচ্ছর।

তা। এই গত ছ'বচ্ছর দেশে ছিলুম। আর যে ক'বচ্ছর পরমায়ু আছে, এইখেনেই কাটাব ভাবছি। কাশী আছেন, গঙ্গা আছেন, বয়সও বিস্তর হল, কবে কি হবে,—না, আর অগঙ্গার দেশে যাব না আমার মৃত্যুর পর তোমার যা ইচ্ছে হয় কোরো।

মো। আপনি ও কথা বল্লে আমাদের কষ্ট হয়।

তা। তুমি ভেতরে যাও। আমি একটু বাদে স্নান কর্ব্ব। দেখো উইল সাবধানে রেখো।

মো। লোহার সিন্ধুকে রাখিগে।

তা। নবাকে দেখতে পাওতো ডেকে দিও।

মো। আচ্ছা।

(প্রস্থান)

তা। নব! বড় বাবু এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস।

ন। যে আজ্ঞে।　　(নবার প্রস্থান)

(সারদার প্রবেশ)

তা। তুমি কবে এলে?

সা। আজ এসেছি—এই ঘণ্টাখানেক হল।

তা। আমি কি তোমাকে আস্‌তে বলেছিলাম?

সা। না।

তা। তবে কেন এলে? সেখানে বাড়ীতে কে রইল?

সা। ঝী আছে, দরওয়ান আছে।

তা। তবে ত ঢের আছে। তোমায় এখানে আস্‌বার প্রয়োজন কি হল?

ন। আমি কি সেখানে একলা থাকব?

তা। আমরা থাক্‌লেই কোন তুমি আমাদের কাছে থাক? এখুনি খেয়ে দেয়ে তুমি ফিরে যাও।

সা। আর এখানে আমার আড়ালে বেশ সুবিধেয় উইলখানি তোয়ের হোক।

তা। কি?

সা। কি আবার কি? এখানে আমার পরিবার হারামজাদি আছে, সে বেশ ফুসলোনি দেবে—বস, আমাকে তাড়িয়ে নিঃঝঞ্ঝাটে উইল তৈয়ের হোক, আর মণে ব্যাটাচ্ছেলে সব পাক! কেমন

ও ঔষধের শিশি তারক বাবুর বুকের উপর ফেলিয়া দিয়া, উচ্চৈঃস্বরে) নবা! নবা! ওরে নবা! ওরে কে আছিসরে—শিগগির আয়, শিগগির আয়, দাদার ব্যথা লেগেছে—কেমন ধারা কচ্ছে—

(দ্রুত নবার প্রবেশ, মোক্ষদার প্রবেশ. শম্ভুর প্রবেশ, ব্রজর প্রবেশ। সকলের গোলমাল, চীৎকার, ক্রন্দন ও দুই চারিজন পথিকের প্রবেশ, ডাক্তার আনিবার পরামর্শ ইত্যাদি)

(দ্রুত বিকাশ বাবুর প্রবেশ)

বি। অ্যাঁ! এ কি? কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে? এই যে আমার সঙ্গে কথা কইলেন—

সা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমার ওপর রেগে উঠ্‌তেই ব্যথা ধরল। আমি দেরাজের ভেতর থেকে ওষুধ বার করে দিতে যেতেই, নিজে কেড়ে নিয়ে মুখে ঢেলে দিলেন, আর অমনি শিশি বুকের ওপর পড়ে গেল, আর সব স্থির। উকিলবাবু এখানে ভাল ডাক্তার কে?

বি। আর কার জন্যে ডাক্তার? এখন বিধাতা পুরুষ এলেও ফল নেই। এখন ডাক্তার না ডেকে ওর সদ্গতির ব্যবস্থা করুন্। হা ভগবান! কেবল উইলখানির জন্যই যেন বেঁচেছিলেন।

সা। (সোৎকণ্ঠায়) উইল ত এখনও তৈয়ের হয়নি?

বি। এই এক ঘণ্টা হল ওঁকে দিয়ে গেছি।

সা। তবে আপনি আমায় বল্লেন—

কি। আপনাকে বল্‌তে বারণ করে দিছলেন। আহা, এই মানবের জীবন! এখন সব বাইরে আসুন, অন্য ব্যবস্থা দেখা যাক।

(সারদা ও মোক্ষদা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

অ। (স্বগত) বিয়ের পরে আবার পুকুর কেন? (প্রকাশ্যে) মনু কোথায়? খাবার সময় তাকে দেখিনি।

কি। তাকে আজ সকাল সকাল খাইয়ে তার দরওয়ান এই কাছেই কোথায় কি তামাসা হচ্চে, দেখ্‌তে নেগেছে।

অ। তুমি আজ স্নান করনি?

কি। করেছি।

অ। তেল মাখনি? অত রুক্ষু রুক্ষু দেখাচ্চে?

কি। বলতে পারি না, তেল মেখেছিলুম।

(জনৈক পরিচারকের প্রবেশ)

অ। (পরিচারকের প্রতি) কি রে?

প। সদর দোরে গাড়ীর ভেতর কে একজন মেয়ে মানুষ এয়েছেন, দিদিবাবুর সঙ্গে দেখা কত্তে চান।

অ। কে—তুই চিন্তে পাল্লি নি?

প। আজ্ঞে না, ঘোমটা দেওয়া।

অ। কারও আসবার কথা ছিল কিশোরি?

কি। আমার ত মনে হয় না।

অ। জগদীশ দিনকতক হল একদিন আমায় বলেছিল, তার পিসীমা তোমাকে দেখ্‌তে আসতে চান। তিনিই বা। আর স্ত্রীলোক, যেই হোন না। (পরিচারকের প্রতি) ঝীকে সঙ্গে করে তুই তাঁকে যত্ন করে এই ঘরে নে আয়। আমি সরে যাচ্চি।

প। যে আজ্ঞে।　　(পরিচারকের প্রস্থান)

অ। কিশোরি! আমার একজন বন্ধু ১০।১৫ দিনের মধ্যে সপরিবারে হরিদ্বারে বেড়াতে যাবেন, আমাকেও অনুরোধ কচ্চেন তোমাকে নে তাঁর সঙ্গে যাই। তোমার কি মত?

কি। আমাকে যেমন আজ্ঞা কর্ব্বেন আমি তেমনি কর্ব্ব।

অ। আচ্ছা, এ বিষয়ে সময়ান্তরে কথা কইব। আমি বাহিরে চল্লুম। অই বুঝি সেই স্ত্রীলোকটি আস্‌চেন।

(এক দ্বার দিয়া অন্নদা বাবুর প্রস্থান, অন্য দ্বার দিয়া মোক্ষদার, পরিচারক ও পরিচারিকার সহিত প্রবেশ)

কি। (মোক্ষদাকে বসাইয়া) আসুন—বসুন।

মো। (কিশোরীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া অবলোকনান্তর, পরিচারক ও পরিচারিকার উদ্দেশে) তোমরা যেতে পার। (স্বগত) মণিদা'র চক্ষের ভুল নয়, আমার অনুমানেরই ভুল। প্রাণ দে ভালবাসার রূপ বটে !

(পরিচারক ও পরিচারিকার প্রস্থান)

মো। (কিশোরীর প্রতি) আশ্চর্য্য হয়েছ—আমি কে, আমাকে কখন দেখনি তাই, না ?

কি। অপনাকে কখন দেখিনি বটে, তবে আপনি কে তা, ভাবচি না। আপনি নিশ্চয়ই আমার কোন আত্মীয়া হবেন।

মো। (স্বগত) আন্তরিক নয়। (প্রকাশ্যে) আমি তোমার বড় জা—বুঝতে পাচ্ছ ?

কি। (ঈষৎ বিলম্বে) পেরেছি। (মোক্ষদাকে প্রণাম)

মো। (কিশোরীকে উঠাইয়া) সম্প্রতি আমাদের সর্ব্বনাশের কথা শুনেছ ?

কি। কাগজে দেখিছি। ক'দিন হ'ল।

মো। আজ দিন দশ বার।

কি। এখন কলকেতার বাড়ীতেই থাকা হবে ?

মন্নুকে না দিয়ে, প্রাণ আমার বেরোবে না—কিছুতেই বেরোবে না—বেরুতে পার্ব্বে না—এটা স্থির, নিশ্চয়। আমার প্রাণ যার-তার প্রাণ নয়, রাবণের প্রাণ—নিজের মৃত্যুবাণ ভিন্ন মরণ নেই। আমার মৃত্যুবাণ তাঁর হাতে।

মো। (স্বগত) আমি এক একবার ঘৃণায় ভাবতেম, মণিদাদা সমুদ্দুর পরিত্যাগ করে তড়াগে ঝাঁপিয়ে পড়ল গে; তা ত নয়—তাও আমার মস্ত ভুল। এ যে মহাসুমুদ্দুর। ভাল, শেষ পরীক্ষাটা করে দেখি। (প্রকাশ্যে) আমি ও ভাবে বলছিলেম না। আমি বলছিলেম, আমরা ত পুরুষদের সংসারে কতকগুলো মাটির বাসন মাত্র। যতদিন সংসার পাতা থাকে, ততদিন তারা আমাদের নাড়ে চাড়ে; সংসার গুড়ুলে যেখানকার হাঁড়ি কলসী সেইখানেই ফেলে রাখে, তুলে রাস্তায় ফেলবারও আবশ্যকতা দেখে না, আমাদের এতই অসার ভাবে। আবার যে দেশেই সংসার পাতুক না, মেটে কলসীর অভাব হবে না জানে। তা এতদিন যখন এ সংসার মণিদাদা গুটিয়েছে, তখন আবার যদি কখন তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়, তখন কি যে তোমায় দেখ্‌তে হবে, তার ত ঠিক নেই। ওর চেয়ে আমাদের—মাটির বাসনদের—আগে থেকেই আপনা আপনি চুরমার হওয়া ভাল না?

কি। আপনি পাগল—আমার সে ভাবনা মোটেই নেই। তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচু। আর সাধারণ মানুষ হিসেবে ধল্লেও, যে কারণে তিনি দেশান্তরিত, সে কারণ তাঁর আমরণ বিস্মৃত হবার নয়; আর সে কারণ বিস্মৃত না হলে, আমাদের অধম জাতিকে তিনি নরকের অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা কর্‌বেন—জীবনে কখন স্ত্রীজাতির মুখ দেখ্‌বেন না।

নয়, আমাদের বংশ-পরম্পরা-গত একটি ইতিহাস ; এ বংশ সংশ্লিষ্ট সকলেরই জ্ঞাতব্য। (কিশোরীকে কাগজ দান) আমি তবে এখন আসি।

কি। একটু জলটন খেয়ে যান।

মো। না বোন! এখন না, সময়ান্তরে খাব। (স্বগত) পাপের তো আমার বিশেষ টানাটানি নেই, আর তোমার পরিচর্য্যাটা গ্রহণ করি কেন। (প্রকাশ্যে) আসি।

কি। (প্রণাম করিয়া) চলুন। আপনাকে রেখে আসি। আবার আস্‌বেন।

মো। আস্‌ব বৈকি। (স্বগত) যদি আস্‌তে দাও, যদি এ মুখ দেখ।

(উভয়ের প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন।

চোরবাগান—

(রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের সদর।)

মনু ও মণীন্দ্র।

মনু। (ঘুঁড়ি ও লাটাই দেখিতে দেখিতে) উঃ! কত সুতো—কত গুলো ঘুঁড়ি। বাঃ! একটু কাই চেয়ে আনেন নি? ঘুঁড়ি ছিঁড়ে গেলে জুড়্‌ব কেমন করে? আচ্ছা, বামুনঠাকুরকে বল্‌ব, একটু তৈএর ক'রে দেবে। আপনি ঘুঁড়ি ওড়ান না?

মণি। বাবা! আমি ঘুঁড়ি ওড়াতুম। শেষে ওড়াতে ওড়াতে একদিন

হাতের গোড়া থেকে উখ্‌ড়ে গিয়ে, সুতো ঘুঁড়ি সব কোথায় চলে গেল। আমিও সেই দিন থেকে লাটাই পুড়িয়ে ফেলিছি।

মন্থু। হাতের গোড়া থেকে উখ্‌ড়ে গেল? আহা, কেউ ধর্‌তে পাল্লে না?

মণি। কেউ ধল্লে না।

মন্থু। অত পল্‌কা সুতোয় ওড়াতেন কেন?

মণি। সুতো অত পল্‌কা, আগে বুঝতে পারিনি।

মন্থু। কার সঙ্গে পাঁচ খেলতেন?

মণি। ভাগ্যের সঙ্গে।

মন্থু। সে বুঝি আপনাদের পাড়ার লোক?

মণি। হ্যাঁ, সে আমার পেছু পেছু বরাবর ঘুরত। মন্থু! তুমি আমার মত পল্‌কা সুতোয় কখন ঘুঁড়ি উড়িও না।

মন্থু। কখ্‌খন না। আমি নতুন সুতো বই কখ্‌খন ওড়াই না।

মণি। মন্থু! এইবার একবার তুমি আমার কোলে এস, এইবার আমি চলে যাব।

মন্থু। এই ত আমি কোলে গিছলুম।

মণি। আর একবার এস (মন্থুকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন)

মন্থু। আপনি কাঁদচেন কেন?

মণি। কই কাঁদিনি ত।

মন্থু। আপনার চখের জল যে মুখে লাগল। কি ভাব্‌চেন?

মণি। আমারও তোমার মত একটী ছেলে আছে, তার কথা ভাব্‌ছি, মন্থু!

মন্থু। তার নাম কি?

মণি। তার নামও মন্থু।

মনু। বাঃ বাঃ! ভারি মজা। সেও ঘুঁড়ি ওড়ায়? ঐ দরওয়ান আসচে, আমি যাই।

মণি। (মনুকে আলিঙ্গন ও পুনর্ব্বার মুখচুম্বন, পরে নামাইয়া দিয়া) এস বাবা? আমিও যাই। আমাকে মনে রাখ্‌বে?

মনু। হু। আপনি আবার কবে আস্‌বেন?

মণি। আর আসব না—শিগ্‌গির আস্‌ব না (স্বগত) বাপ্‌রে! তোর এক গণ্ডূষ জল আমার কপালে নেই।

মনু। আসবেন বৈকি, শিগ্‌গিরই আসবেন—আমি বলছি, দেখে নেবেন। এবার আমার জন্যে যখন ঘুঁড়ি আনবেন, তখন একটু লেই চেয়ে আন্‌বেন। তেঁতুলের আঠায় ঘুঁড়ি ভাল জোড়া যায় না।

(দরওয়ানের প্রবেশ)

দ। (মণির প্রতি) কেয়া বাবুজি! খুসি হুয়া?

মণি। হাঁ দরওয়ানজি! খুব খুসি হয়েছি।

দ। এইবার হামাকে খুসি করবে।

মনু। দরওয়ান! তুমি আমার লাটাই আর ঘুঁড়ি নি'এস, আমি হাড়গেলাটাকে ধরি। কাখ্‌খেও যদি একখানা ঘুড়ি দাও, তো মেরে ফেলব। (ছুটিয়া প্রস্থান)

মণি। (মনুর দিকে তাকাইয়া) দরওয়ানজি! মনুকে একলা রাস্তায় যেতে দিও না। ও আমার অনেক কষ্টের ধ—ন। আ, হতভাগা মন!—এই নাও দরওয়ানজি।

দ। বাবু! আমি একটি টাকার কম নেবে না।

মণি। এই দুটী টাকা নাও। যাও, মনুবাবু কোথা একলা ছুটে গেল, দেখগে।

দ। বন্দেগি, বহুত বহুত বন্দেগি। বাবুজি! আবার কবে আসবেন?

মণি। বলতে পারি না। তুমি যাও, সে কোথায় ছুটে গেল।

দ। বন্দেগি, বাবুজি, বন্দেগি। ইল্লত সিং, হামার নাম ইল্লত সিং, বাবুজি যব্ আসবে, ইল্লত সিংকে বোলায়বে।

(প্রস্থান)

মণি। আর কেন, উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে—প্রাণ জুড়িয়েছে! এইবার প্রস্থান। আর জগদীশের অনুরোধ শুনব না। চিড়িয়াখানায় দেখা, নিশ্চয়ই তার সঙ্গে শেষ দেখা হবে। কোথায় যাব? দু' চক্ষু যেথা যেতে চাইবে!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আলিপুরের চিড়িয়াখানা।

জগদীশ।

জ। অনেকক্ষণ ধরেই ত বেড়াচ্চি, কই এখনও আসে না কেন? পালাল নাকি? ঠকালে? না মিথ্যা সে বলবে না, তার পরম শত্রুও তাকে সে দোষে দোষী কত্তে পার্ব্বে না। শিবদাস আগরওয়ালাদের কাছে লোক ত পাঠিয়েছিলুম, তারাই বা কত দূর কি কল্লে বুঝতে পাচ্ছি না। কাল একবার তিনকড়িকে পাঠাব। আর ত সময় নেই—বড় জোর তিন দিন কি চার দিন। সব ঠিক থাকবে, যেই আমার বাগান থেকে বেরোবে, অমনি ক্যাঁক করে ধরা।

(মণীন্দ্রের প্রবেশ)

ম। এই যে! কতক্ষণ এয়েছ? আমার একটু দেরী হয়ে গেছে, সময়টা ঠাওর পাইনি। তোমার পায়ে পড়ি, এইবার আমায় ছুটী দাও। পোড়া পেট ত চিরদিন সঙ্গের সাথী জান, সুতরাং যে লোকের কৃপায় পেটটা চল্‌চে, তাঁর অবাধ্য হয়ে পেটের যোগাড়টা খোয়ান উচিত কি? আজ সকালে আবার তাঁর চিঠি পেয়েছি।

জ। (স্বগত) ছুটী একেবারেই দেবার যোগাড়ে ত ঘুচ্চি, এখন ভগবানের হাত। (প্রকাশ্যে) বেশ ত গো, যাও না ভাই। কোন এখানে থেকে বাহারবন্দের তালুকখানা আমায় কিনে দেবে তোমার ও আদুরে ঢং আমার ভাল লাগে না।

ম। রাগ কর কেন? আমি অন্যায় কিছু বলিছি?

জ। আর আমায় কি ড্যাম সুয়ার বলবে? বিলক্ষণ দু' কথা বলচ। তোমার পেটের উপায় আমি ঘুচুচ্চি, তোমার যে উপকারী তার কাছে তোমায় নেমখারাম বানাচ্চি, আর কি বলবে বল ভাই! তোমার থাকায় না থাকায় আমার সত্যি সত্যি ক্ষতি বৃদ্ধি কি বল? তবে অনেকদিনের পর এলে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবে একটু পেড়াপিড়ি করেই থাকে। আর থাক্‌লে যদি সত্য সত্যই তোমার কোন ক্ষতি হয়, তা হলে কোন্ বিবেচক লোকে তোমাকে থাক্‌তে বল্‌বে বল? তা এক কায কর, আজ হ'ল কি বার? সোমবার—এতদিন যখন গেছে, এই শুক্রবারে আমার পরিবারের কি ব্রত নাকি আছে—তার একান্ত ইচ্ছে, তুমি সেই দিন আমার বাড়ীতে পাতটা পাড়ো। শনিবার দিন তোমায় যদি থাক্‌তে বলি, তো আমায় যে কটু শপথ কর্ত্তে বল

আমি প্রস্তুত আছি। বাস্তবিক, তোমার ক্ষতি করবার কি আমার ইচ্ছা? আর এক কথা, আমার ছেলেপুলেরা এখন আমার বাগানেই থাকে। আমি বাগান কিনিছি, তুমি দেখও নি। আমারও ইচ্ছা, তুমি বাগানটা একবার দেখ, তা এক কাজে দুই কাজ হবে।

ম। অনেক দেরী হয়ে পড়ে জগদীশ!

জ। ঘাট হয়েছে, আমার কান মলে দাও। তোমার মত লোককে আবার লোকে অনুরোধ করে? যাও ভাই! আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই তুমি রওনা হও।

ম। রাগ কর কেন? তোমার কথা কি কখন আমি এড়িয়েছি, না কখন এড়াতে পার্ব্ব? একটা কথা বল—তার পর আর বলবে না!

জ। শপথ কল্লুম, বিশ্বাস হল না।

(শম্ভুর প্রবেশ)

শ। মণিবাবু না?

ম। (শম্ভুকে নিরীক্ষণ করিয়া) কি গো শম্ভুবাবু! ভাল ত? অনেক দিনের পর দেখা, ঠাওর পাইনি। তার পর এখানে?

শ। বল্‌চি, একবার উঠতে হবে—সারদার স্ত্রী আমার সঙ্গে আছে—সেই আমাকে তোমায় দেখিয়ে দিয়ে তোমার কাছে পাঠালে। একবার তার সঙ্গে দেখা কল্লে ভাল হয়।

ম। মোক্ষদা? বউ? আচ্ছা যাচ্চি আপনি যান।

জ। আর তোমায় যেতে হবে না, আমিই যাচ্চি। অনেকক্ষণ থেকে এখেনে তোমার অপেক্ষায় ছিলুম, দেরী হয়ে গেছে। মনে থাকবে? শুক্রবার দশটার ভেতর যাওয়া চাই। ঠিকানা জান?

মো। বিশেষ দরকারী কথা, যেতেই হবে। এখানে দাঁড়িয়ে সে কথা হতেই পারে না; কাল বিকেলে যেও, আমার মাথা খাও। সন্ধ্যা হয়ে এল, আমি বাড়ী চল্লুম। আমার মাথার দিব্বি—যাবে?

ম। দেখি—

মো। দেখি না—যেও—আমার মাথা খাও। এস, মেসোমশায়!

(প্রস্থান)

ম। যত ঝঞ্ঝাট এড়াতে যাই, ততই গজায়।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্নদা বাবুর বৈঠকখানা।

(জগদীশ ও তিনকড়ির প্রবেশ)।

তি। আমি আর বসি কেন, তবে যাই।

জ। হাঁ, তুই যা—শিবদাস আগরওয়ালার গদী হয়ে যাবি। বলবি,—পরশু ঠিক বেলা ২টার সময় আমার বাগানে—প্যায়দা সঙ্গে করে—বুঝলি—

তি। বুঝিছি কিন্তু মশায়! মণিবাবু বড় গরীব, এ সর্ব্বনাশ—হলে—

জ। তুই বাবু বেঙ্ক সভায় বক্তৃতে করগে, আগরওয়ালাদের গদীতে আমি নিজে যাব অখন। আমি কার মন্দ করি ভাল করি, তোর বাবার কি?

তি। আজ্ঞে হয়েছে, আমল্লুমি চা।　　(প্রস্থান)

জ। সময় পেলেও তা কর্ব না। সে দিন থেকে মনে করেছি, কিশোরী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা তোমার সঙ্গে আমার অনুচিত। কেন না, সেটা উভয়তঃই অপ্রিয় দাঁড়ায়।

অ। কিশোরী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা নয়।

জ। কিশোরী সম্বন্ধে কথা সুরু কল্লেই, অন্য কথা আপনাপনি এসে পড়ে।

অ। তা ত নয়, তুমি ভক্তিযাত্রা আরম্ভ করে একটা লক্ষ্মীছাড়া পালা গাইতে থাক, তাই অপ্রিয় দাঁড়ায়।

জ। তাই প্রতিজ্ঞা করিছি আর গাইব না, তোমার প্যালা বেঁচে গেল। আর যখন—

অ। (জগদীশকে বাহুবদ্ধ করিয়া) জগদীশ! জগদীশ! একটা কথা বলবে? সে ছোঁড়া এখানে এসেছে? সত্যি বোলো, ঠিক বোলো।

জ। মধ্যে একদিন তার সঙ্গে আমার দ্যাখা হয়েছিল, তার পর আর দেখতে পাইনি। বলেছিল, ৩।৪ দিনের ভেতর চলে যাবে, কোথায় ছেল বা কোথায় যাবে, তা বলেনি; বোধ হয় গেছে—

অ। ওঃ—তাই!

জ। কি তাই, অন্নদাবাবু?

অ। তাই ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে তোমাদের খোসামোদ করে বেড়াচ্চে। কিশোরী এখন বড়মানষের মেয়ে, শ্বশুরের আর কেউ নেই, যদি দাঁওটা লাগে। না?

জ। মণি! মণি! এও তোর ভাগ্যে ছেল রে! অন্নদা বোস! তুমি ছোটলোক—তুমি ছোটলোক—তুমি হাড় ছোটলোক—আর আমি ব্যাটা ছোটলোক, তোমার সঙ্গে কথা কইতে আমি ঘেন্না

হবে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে—তার প্রাণের তার ছিঁড়ে গিয়েছে বুঝতে পেরেছি, মনু কেমন আছে জিজ্ঞেস কর্ত্তে; তবু সে তা করে নি। আমি ঘুরিয়ে ও কথা পাড়তে গেছি, অন্য কথায় চাপা দিয়ে, আমাকে পাড়তে দেয়নি। ছি!

(প্রস্থান)

(অন্নদাবাবুর চিন্তামগ্ন, হস্তে মুখ লুক্কায়িত অবস্থায় অবস্থিতি)

(কিশোরীর প্রবেশ)

কি। বাবা! কি ভাবচেন? আপনি ও রকম করে বসে কেন?

অ। কিশোরী! তুমি প্রস্তুত হও, আমি কাল,—না পরশু—দিন পশ্চিম বেড়াতে যাব। তুমি যাবে, না যাবে না?

কি। এমন কথা আমায় জিজ্ঞাসা কচ্চেন কেন? আমি কেন যাব না?

অ। বেশ, বাড়ীর ভেতর গে আমার জলখাবার দিতে বল, আমি বেড়াতে বেরুব।

(কিশোরীর প্রস্থান)

(জগদীশের পুনঃপ্রবেশ)

জ। (অন্নদার হস্ত ধরিয়া) রাগ চণ্ডাল! কথায় কথায় কথা বেড়ে গেছে—আমার অনধিকার অনেক কথা তোমাকে বলিছি। অন্নদা বাবু! আমায় ক্ষমা কর।—ভবিষ্যতে ও কথা তোমাতে আমাতে আর কখন না হয়, আমি তার ব্যবস্থা কর্ব।

অ। না, তাতে কি হয়েছে? আমার বিশ্বাস, ভাষায় এমন কথাই নেই, যা আমার সম্বন্ধে তোমার অপ্রযুজ্য। ক্ষমার কথা যদি তোল, তো সেটা উভয়তই প্রার্থনীয়। যাক, ও কথা আর মনেই রেখে কাজ নাই।

করি না। তুমি পরের কতকগুলো টাকা পেয়ে, আপনার স্বভাবতঃ সঙ্কীর্ণ মত সঙ্কীর্ণতর করে তুলেছ। জান, তোমাতে আমাতে স্বর্গমর্ত্ত তফাত, তোমার চেয়ে আমি ঢের বড়লোক। কেন না, আমি রোজগার করে খাই, মামার টাকায় জুড়ি হাঁকাই না। রোজগারের এক টাকা কত মিষ্টি, লক্ষ টাকাওলা পুষ্যি পুত্রের দল! তোমাদের তা কল্পনায় আসবে না। আমি তোমার চেয়ে উঁচু, আর আমার অপেক্ষা শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ গুণ উঁচু সেই হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া, তোমার জামাই, কিশোরীর গুরু, আমার প্রাণের বন্ধু মণীন্দ্রনাথ রায়। কি তার অপরাধ বাবু বল ত? এক অপরাধ সে গরীব। যে ছেলেটীর জন্যে সে সর্ব্বস্বান্ত, যে ছেলেটী তার চক্ষের তারা, তার অর্থ-সর্ব্বস্ব এবং সামর্থ্য দাম দিয়ে, যখন সে ছেলেটির রোগমুক্তি প্রায় ক্রয় করে আনলে, তখন তুমি তার স্ত্রী পুত্রের বন্ধু হয়ে, চিলে ছোঁ মারার মত তার অবর্ত্তমানে তাদের তুলে নে এলে। অপরাধী সে? না, তুমি অন্নদা বাবু? পথক্লিষ্ট, মনঃক্লিষ্ট, অনাহারক্লিষ্ট, অভাগ্য, তার প্রাণের প্রাণ পুত্রটী যখন তোমার কাছে ভিক্ষা কত্তে এয়েছিল, তখন তুমি তাকে মেরে রক্তগঙ্গা করে তাড়িয়ে দিছলে—পশু-ব্যবহার তার না তোমার অন্নদাবাবু? তার যথাসর্ব্বস্বের মূল্য, তার প্রাণের প্রাণ, নয়ন-নন্দন একটীমাত্র পুত্র-রত্নকে ছিনিয়ে নিয়ে,—তাকে পথের ভিখারী, পাগল করে—দেশে দেশে —পথে পথে, তাড়িয়ে নে বেড়াচ্চ—পাপী কে? মণীন্দ্র রায়, না অন্নদা বোস? সে তোমার অর্থলোভী? তুমি চেন না, তাকে চেন না, তাই ও কথা বল্লে। ব্রহ্মহত্যা কত্তে মতি হয় বরং কোরো,, কিন্তু মণি রায় নীচ-প্রকৃতি বোলো না, অধিকতর পাতকী

মো। আচ্ছা, তুমিও বাড়ী যাও—নবকে বলে যেও, মণিবাবু—আমার দ্যাওর—এলে ভেতরে পাঠিয়ে দ্যায়।

মণীন্দ্রের প্রবেশ।

ম। আমি এসেছি, আর বলে পাঠাতে হবে না। (মণির উপবেশন)

মো। (ঝীর প্রতি) আচ্ছা, তুমি যাও।

(ঝীর প্রস্থান)

ম। দাদা কোথায় ব-উ? না, বউ তোমায় বলতে পার্ব্ব না, কেমন কেমন ঠেকে।

মো। (হাসিয়া) কেন বলতে যাও? তাঁরা এই কোথায় বেরুলেন।

ম। তার পর, কি বলবে বলেছিলে বল!

মো। তুমি কবে এখান থেকে যাবে?

ম। বোধ হয় শনিবার।

মো। কোথায় যাবে?

ম। বলতে পারি না। যেথায় ইচ্ছা, পেছু ডাকবার কেউ নাই।

মো। কেন যাবে মণিদা, আমার মাথা খাও যেও না। স্ত্রী পুত্র—

ম। তা হলে উঠলুম—এই কথার জন্যে ডেকেছিলে?

মো। না, বোস। স্ত্রী অল্পবুদ্ধি হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাকে পরিত্যাগ কত্তে হবে?

ম। পাঁচ বৎসর আগে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, আমার স্ত্রী নাই।

মো। সারা জীবনটা এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। আবার কত দিন পরে আসবে?

ম। এ জনমে আর নয়। একটা বিশেষ আবশ্যকে এবার এসেছিলুম। যে কাজে এসেছিলুম, সে কাজ হয়ে গেছে। মোক্ষদা! আর আমার আসবার দরকার নেই। একটা আমার মহা আনন্দের

কথা এই মিথ্যু! এখন কাকেও ফেলে রেখে যাচ্চি না, যে আমার জন্যে ভাব্বে বা—

মো। কি করে তুমি জানলে? যারা তোমার সর্ব্বনাশ করেছে, তোমায় পথে বসিয়েছে, তারা তোমার জন্যে ভাববে না বটে; কিন্তু তুমি হয় ত যার সর্ব্বনাশ করেছ, সে তোমার জন্যে মর্ম্মান্তিক ভাবচে—দুনিয়ার গতিক এই!

ম। আমি কারও কখন কল্পনায়ও অমঙ্গল করিনি।

মো। অনেকে না জেনেই সর্ব্বনাশ করে। মণিদা! আমাকে তোমার সঙ্গে নে যাবে?

ম। (হাসিয়া উঠিয়া) সঙ্গীটি বেশ! ভাগ্য, অবস্থা, বয়েস ইত্যাদি, বৈরাগ্যেরই উপযুক্ত বটে।

মো। আমায় নে যাবে মণিদা? আমি নয় দুদিন তোমার সেবা কি পরিচর্য্যা কল্লুমই।

ম। দাদাকে বলব, তোমার চিকিৎসা করাতে। তোমার মাথার বিকার জন্মেছে।

মো। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় সঙ্গে করে নাও তুমি। তোমারও যে অবস্থা—আমারও সেই অবস্থা—তোমার স্ত্রী যদি না থাকে, আমারও স্বামী নাই—আমায় তুমি সঙ্গে করে নাও। (কম্পিতস্বরে) তবে তোমাতে আমাতে প্রভেদ এই—না সে কথা বলতে পার্ব না। কেনই বা বলব না? আর কবে বলব? আজ যদি না বলি ত আর বলা হবে না যে? (মণির নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) চিরটা দিন অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছ, চিরটা দিন একটা আকাশের মতন ফাঁকা মন নিয়ে ঘর কচ্চি,—একদিন আলোর মুখ দেখাও। বিনা অপরাধে সুমুদ্দর পরিমাণ চক্ষের জল আমায়

ফেলিয়েছ, দুদিন চোক যদি শুকুন হয়, আপত্তি কর কেন? আমায় সঙ্গে নাও।

ম। (সাশ্চর্য্যে) মোক্ষদা। তুমি কি বলচ, আমি বুঝতে পাচ্চি না— পরিহাসেরও তো কোন কারণ দেখচি না। তবে কি পাগলের অনুরোধ কচ্চ?

মো। পাগলের মত নয়, মানষের মতই অনুরোধ কচ্চি—খুব সত্য সত্যই অনুরোধ কচ্চি—আমাকে নিয়ে যাও। আর মিথ্যা বলব কেন? আর মিথ্যা বলবার আমার সময় নেই। সত্য সত্যই অনুরোধ কচ্চি—দুটো দিনও আমাকে তোমার ছাওয়ায় রেখে পৃথিবীর উত্তাপ ভুলতে দাও! কৌমার থেকে জ্বলে আসচি—কোন অপরাধ করিনি—অকারণে, অদোষে, অপাপে তুমি আমায় অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়েছিলে;—জ্বলিছি, জ্বলতে জ্বলতেও তোমার পথ চেয়ে থাকতুম; ভাবতুম, কবে তুমি এসে আমায় সে আগুণ থেকে তুলবে,—যখন তুলবে, তখন কত আমার শান্তি হবে। তুমি আপনার ধ্যানে মগ্ন রইলে; যাকে পোড়ালে তার দিকে একবার তাকালেও না; যে পুড়ল, সে যত পুড়তে লাগল, তার ততই তোমার কথা মনে জাগতে লাগল। আর পুড়িও না—আমায় সঙ্গে নাও। মনে করে দেখ, এক ভুল করে আপনার সর্ব্বনাশ কল্লে, আমারও সর্ব্বনাশ কল্লে; যে সাত সমুদ্দুর পরিমাণ ভালবাসা তোমার জন্যে বুকে করে রেখে ফুলে ফুলে মলো, তার দিকে চাইলে না, যে দিকে চাইলে, সে তোমার—

ম। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) মোক্ষদা! মোক্ষদা। চুপ কর। ও সব কথা আমার তোমার কাছ থেকে শোনবার অধিকার নাই; তুমিই বা

কোন সাহসে ও সব কথা আমায় বলছ, আমি বুঝতে পাচ্ছি না। আমার বোধ হচ্চে—

মো। কোন সাহসে? সাহস অসাহস কি? ইহকাল পরকালের? লোক-লৌকিকতার? (হাসিয়া) যারা ভালবাসে, তারা ও সকল ভাবে না, ও সকল ভয় করে না। যারা ভালবাসার ভান করে, তাদের ঐ সকলে ভাবনা, ঐ সকলে ভয়। ইহকাল পরকালের তউলে, লোক-লৌকিকতার বাটখারা দিয়ে, ভালবাসা কি ছটাক কাঁচ্চা মেপে দেবার জিনিষ? পাগলের ভয় ভাবনা আছে, না থাকে মণিদা? মনের ভিতর যদি হিসেবই রইল, তবে ভালবাসলুম কখন? আকাশের নক্ষত্র আকাশ ছেড়ে, নক্ষত্ররাজ্য ছেড়ে, বুকভরা প্রেমের বেগ সইতে না পেরে, চারদিক আলো করে, যখন সাগরবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিরকালের মত ঠাণ্ডা হয়, তখন জানবে, সেই বটে ভালবাসার স্বাদ পেয়েছিল। অসহ্য কষ্টে গগনভেদী চীৎকার করে, বিদ্যুৎ যখন তার সুকুমার দেহ পর্ব্বতে আছড়ে চুরমার করে, তখন বুঝবে, ও অমৃতের নেশায় সে পাগল হয়েছিল বটে। একদিন তোমার যদি চরণসেবা কত্তে দাও, তা হলেই ত লক্ষ স্বর্গ আমার হাতে দিলে—আমি স্বর্গ নরক ভাবতে যাব কেন বল দেখি? মণিদা! আমায় সঙ্গে নাও।

ম। ছি ছি! ছি ছি! মোক্ষদা, এইটে বাকী ছেল; তুমি কখন আমায় অপমান কর্ব্বে, আমি ভাবিনি; তাও আজ হ'ল। দারিদ্র্যের এতই দোষ। বেশ। এখন অনুমতি কর ত যাই।

(নিঃশব্দে প্রস্থান)

মো। (অন্য দিকে মুখ করিয়া) নিতান্ত আমার কথা না রাখ, যাও। আমিও যাব—তোমার আগেই বেরুব—তোমার হাতে ধরে

কাঁদ্‌লুম তুমি আশ্রয় দিলে না, কিন্তু আমার এমন বন্ধু আছে, তার আশ্রয় চাইলে সে আনন্দে তখুনি তা দেবে। (চারিদিক দেখিয়া) চলে গেছ? বেশ। (দেরাজ হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া পান,—উপাধান নিম্ন হইতে বিষের শিশি বাহির করিয়া ও তাহাকে সম্বোধন করিয়া) প্রিয়তম! তুমি আমার মুখ রেখো—মণির আগে আমি বেরুব প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার সে প্রতিজ্ঞা বজায় রেখো। তার মত তুমিও যেন তাচ্ছিল্য কোরো না; (বিছানার উপর বসিয়া মদ্যপান) গেছে, যাক—যেতে দাও। উঃ! বুকের ভিতর জ্বলে গেল—জ্বালা ত আজকের নয়—(মদ্যপান) এ যে চিরকালের জ্বালা। মণি! মণি! আমার প্রাণের নিধি! তোমায় কি বল্‌তে গেলুম, বল্‌তে পাল্লুম না—এক বলতে, আর বল্লুম। (মদ্যপান)।

(পানোন্মত্ত সারদা, এবং শম্ভুর প্রবেশ)

সা। হারামজাদি! কে তোর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বল বলচি? নইলে খুন কর্ব্ব—

মো। হোঃ হোঃ হোঃ! খুন কর্ব্বে—বটে? সে শক্তি তোমার নাই।—এস একটু খাও—

সা। আমি যে এত মাতাল, বেটি আমার বাবা!

মো। অমৃতভাষী স্বামিন্! আমার দুর্লভ রত্ন! তুমি একটি ছাড়া আমায় জীবনে কখন কোন অনুরোধ করনি—তা সেটি আমি শরীর পাত করেও পালন কর্ব্ব না? কেমন করি? (মদ্যপান)।

সা। আজ তুই আছিস কি আমি আছি—তোরই একদিন কি আমারই একদিন। (পকেট হইতে ফ্লাস্ক বাহির করিয়া পান) ভাল চাস, বল কে তোর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল? আমার মাথার ভেতর খুন নাচ্চে—শিগ্‌গির বল্—

শ। সারু—কর কি ? চুপ কর—ছিঃ—

মো। উঃ—　　(দীর্ঘ নিশ্বাস)

সা। বুকের ভেতর জ্বলে যাচ্ছে, না ?

মো। জ্বলে যাচ্চে বলে যাচ্চে ? কি জ্বলচে তা বল্‌তে পাচ্চি না। আগুণ খাওয়াতে শিখিয়েছিলে কি বরফের মত ঠাণ্ডা হব বলে ? না এই রকম ধূ ধূ করে জ্বল্‌বার জন্যে ? কি জিজ্ঞেসা কচ্চ ? অ্যাঁ—কি জিজ্ঞেসা কচ্চ ? ভুলে যাচ্ছি—মনে করে দাও—আমার গোলমাল হয়ে যাচ্চে। ওঃ ! মনে পড়েছে—কে গেল ? কে গেল শুনবে ? শুনে খুসী হবে ? উঃ ! জ্বলে গেল—যার জন্যে দশ বার বছর দিন রাত্তির জ্বলচি, দিন রাত্তির পুড়ছি, দিন রাত্তির কাঁদচি,—শুনবে ?

সা। চুপ হারামজাদি ! (লম্ফ দিয়া মোক্ষদাকে ধরিবার উদ্যম) (শম্ভুর নিবৃত্ত করণ)

শ। সারু ! তোমাদের রকম দেখে আমার ভয় কচ্চে, আমি যাই।

মো। (হাসিয়া) খুন কর্ব্বে ? কেন কর্ব্বে ? কখন ত বন্ধুর কাজ করনি ? আজ একেবারে পরম বন্ধু কেন হবে ? হও হবে—একটু থাম। আগে শোন—দু' তিনবার জিজ্ঞেস করেছ, আগে শোন—কে গেল তারপর যা ইচ্ছে কোরো। উঃ ! জ্বলে গেল ! যে উইলের রোজ তুমি তাগাদা কর—যে উইলে দাদা তোমায় সর্ব্বস্বান্ত করে, আমাকে—আর এক জনকে—তাঁর সর্ব্বস্ব দিয়ে গেছেন—আর আমার অংশ আমি যাকে লিখে দিইচি—সেই গেল। যার উপর অভিমান করে দাদা বানরের গলায় মুক্তার মালা পরিয়েছিলেন, সেই গেল। আরও শুনবে ? যার জন্যে দাদাকে খুন—

পা। বহুত আচ্ছা।

(পাহারাওয়ালার প্রস্থান)

ই। লাসকা উপর কাপড়া দেনা। (তথাকরণ) হুনো আদমীকা হেপাজত করকে, ইয়ে চৌপায়া বাহারকা কামরামে লেআনা, যব তক্ কমিসনর সাব নেহি আওয়ে !

(তথাকরণ)

পঞ্চম দৃশ্য।

(শিবদাস আগরওয়ালার বাটীর সম্মুখ।)

শিবদাস ও তিনকড়ি।

তি। তবে এই ঠিক রইল, বাবুকে বলব। (স্বগত) কিছু বুঝতে পাল্লুম না, বাবুর আমার কেন এমন কুমতি হল ? হা ভগবান ! যে মরা, তাকে মারা কেন ?

শি। ঠিক রইল, তিনকড়ি বাবু! তুমি জগদীশ বাবুকে আমার নমস্কার দিয়ে বলবে যে, ঠিক শুক্রবার দিন, তাঁর বাগানের ফটকে আমার লোকজন পেয়াদা সঙ্গে হাজির থাক্‌বে; যেই জুয়োচোর বেটা বেরুবে, অমনি তাকে ধরে নি'এসে জেলে পুরবে। জগদীশ বাবু আমার বড় উপকার কল্লেন, তাঁর কাছে আমি ঋণী রইলুম। তোমার বাবুর মত উমদা লোক, তিনকড়ি বাবু! এ সহরে দুটী নেই।

তি। (স্বগত) আহা! সে যে বড় দুঃখী! সে যে খেতে পায় না, পথের

(জগদীশ ও তিনকড়ির প্রবেশ)

জ। (তিনকড়ির প্রতি) তাদের দু'টোর সময় আসবার কথা, এখন (ঘড়ি দেখিয়া) আড়াইটের আমল। বাগানের বাইরে শিবদাস আগরওয়ালার লোকেরা এতক্ষণ পেয়াদা টেয়াদা নিয়ে ঠিক আছে। মণির খাওয়া হয়ে গেছে আমি দেখে এইছি। এতক্ষণে সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, এসে পড়ল বলে। তুই দৌড়ে যা—শিবদাসের লোকজনকে হুঁসিয়ার হতে বলগে। যেই বেরোবে অমি গেরেপ্তার। বল্লে কইলে—সে বল্‌বে কইবে না জানি—তবু বলে রাখিস,—হাজার বল্লে কইলে কিছুতে না ছাড়ে। একেবারে হাজত—বুঝলি ? যা—

তি। আজ্ঞে—

জ। যা যা, আর দেরী করিসনি, সে এল—

তি। আজ্ঞে আমায় ক্ষমা করুন, আর কাকেও অনুমতি করুন। এ নৃশংস কার্য্য আমার দ্বারা অসম্ভব।

জ। কি ? কার সঙ্গে কথা কচ্চিস তুই—

তি। জানি কার সঙ্গে কথা কচ্চি। আপনার সঙ্গে—আমার পৈতৃক মনিবের সঙ্গে—আমার সর্ব্বোচ্চ সুহৃদের সঙ্গে—আমার ভাগ্য-বিধাতার সঙ্গে—কিন্তু তথাপি বলচি, এ কার্য্যে আমি অক্ষম। সে গরীবের বুকে এ ছুরী বসাতে আমি পার্ব্ব না। বাবু! আমায় ক্ষমা করুন। আমার চাকরী নেন নিন, তাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা কর্ব্ব না—

জ। কেন কর্ব্বে বাবা ? তোমার স্বর্গীয় বাবা আমার স্বর্গীয় বাবার চিরটা কাল যথাসর্ব্বস্ব গ্যাঁড়া দিয়ে স্বর্গে গিয়েছেন। তুমি সেই স্বর্গীয়ের সুপুত্র—দিন দিন আমার গ্যাঁড়া দিয়ে সেই স্বর্গস্থ

জ। মণির মত বন্ধু আর তিনকড়ের মত চাকর, সচরাচর মেলে না।

যাই, আমার অংশ আমি অভিনয়ের চেষ্টা দেখিগে। (প্রস্থান)

কিশোরী। (নিকুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রমণান্তর) যা চোখে পড়্‌চে তাই মনোহর।

এমন সুন্দর—

(মণির প্রবেশ)

ম। কোথা গেল জগদীশ? বল্লে এই দিকে এয়েছে; এখানেও তো নেই। তবে বোধ হয় ফটকের দিকে গেল—তাই ত যাবার সময় দেখাটা হবে না? (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে, কিশোরীকে অবলোকন করিয়া) এ কে?

(প্রস্থানোদ্যম)

কি। এ আমি—তোমার প্রাণহন্ত্রী আমি! কোথা যাও? দাঁড়াও, তোমার পায়ে পড়ি। (মণির হস্ত ধরিবার উপক্রম) দাঁড়াও চোমকো না; আচ্ছা, তোমায় স্পর্শ কর্ব্ব না। একটা কথা বলি শোন—কি বল্‌ব—আজ কত দিনের পর—কত দিনের পর? দাঁড়াও (স্বগত) হায়! হায়! এমন সময় আমার কথা বেরুচ্চে না কেন? (প্রকাশ্যে) আমার দিকে ফের, একবার ফের, একবার ফের, তোমায় দেখি, তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও।

ম। ছি ছি! জগদীশের এই মতলব? এ দেশের সকলেই আমার অপমানে বদ্ধ-পরিকর। (কিশোরীর প্রতি) আমি যাই—

(প্রস্থানোদ্যম)

কি। কোথা যাবে—আমাকে নিয়ে যাও। কেন আমি এখানে থাক্‌ব? কেন আমাকে এখানে রেখেছ? আমাকে নিয়ে যাও। কোন্ অধিকারে আমি বাপের বাড়ী থাকি? কোন্ অধিকারে

তুমি আমায় পরিত্যাগ করে উদাসীন হও? স্ত্রীহত্যার পাতকে তোমার ভয় নাই? না,—না, কি বল্‌ছি, কিছু মনে কোরো না। (মণির চরণে পড়িয়া) কিছু মনে কোরো না, আমার কথায় রাগ কোরো না; এক রাগে—এক অভিমানে—আমার যথেষ্ট করেছ, আর কোরো না—

ম। (স্বগত) হা নির্লজ্জ মানব হৃদয়! এই তোমার কাঠিন্য? এই তোমার তেজ? এই তোমার শক্তি? এক কথায় আর্দ্র? এ দীর্ঘ কালের প্রতিজ্ঞা একটা কথার ভরও সহ্য কত্তে পারে না? (প্রকাশ্যে) ছাড়—ছাড় ঐ তোমার বাবা আস্‌চেন, জগদীশ আসচেন—তোমার বাবা তোমায় আমার সঙ্গে দেখলে ভৎর্সনা কর্ব্বেন, আমায় ছাড়—

(দ্রুতগতি প্রস্থান)

কি। (উঠিয়া আকাশ পানে চাহিয়া) মা জননি! স্বর্গবাসিনি! আর আমার অপেক্ষা করবার কারণ নেই। আর আমার বাঁধন নেই; আজই যাব, তোমার সঙ্গে দেখা কত্তে আজই যাব। দেখো মা! তোমাব কোলে রেখো। নরকের দূতেরা আত্মঘাতিনী বলে আমাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এলে, আমায় দিও না। সকলে ফেলে দিয়েছে, তুমি ফেলো না মা!

(জগদীস ও অন্নদা বাবুর প্রবেশ)

জ। এই যে কিশোরী? আমরা ভাবছিলুম তুমি বুঝি বাইরে বেড়িয়ে বাড়ীর ভেতর গেছ?

কি। না মামা—এইখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম।

অ। (স্বগত) কিশোরী কি কাঁদছেল? চখের কোনে যেন জলের

তা স্বীকার কর্ব্বেন না; আর আমাদের টাকায় মুক্ত হওয়া অপেক্ষা মরণ তিনি মঙ্গল ভাবেন। জানেন ত তিনি কত বড় অভিমানী। মামা! আপনি এক কাজ করুন। যাবার সময় আমাদের বাড়ী হ'য়ে যান। আমার ঘরের কাঠের দেরাজের ওপরের তাকে কাপড়ে জড়ান একতাড়া কাগজ আছে, সেইটে সঙ্গে করে নে তাঁকে দেবেন; সেটা তাঁর মাতামহের উইল। আমাকে আমার বড় জা এসে দিয়ে গিয়েছেন। সে উইলে তিনি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব এঁদের দে গেছেন। তাঁকে বোঝাবেন তিনি আজ দরিদ্র, নির্ধন নন।

জ। যথাসর্ব্বস্ব—তারক ঘোষের যথাসর্ব্বস্ব? তা হলে তা দশ বার লাখের কথা। ভগবান! বিপদ যখন পাঠাও, পাহাড়ের ঝরণার মত—সম্পদ যখন পাঠাও, তাও নদীর বাণের মত। ধন্য তোমায়! মণি রায়ের জীবন-কাব্যে তোমার অনেক রকমের বিকাশ দেখলেম।

অ। (কিশোরীর প্রতি) আচ্ছা, তুমি এখন বাড়ীর ভেতর চল দেখি; আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

কি। (জগদীশকে চাবি দিয়া) ওপোরের তাকে আছে।

সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

প্রেসিডেন্সি জেল।

জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ব্রজ।

সু। You come to see the old Lunatic—do you?

ব্র। Well, both of them.

শ। (কম্পিতাবস্থায়) সাহেব! আমাকে জেল দেবে? খুন করিচি? আমি না—আমি না—আমি না। তারকবাবু! নবা বেটাকে মানা করুন, আমায় জেল দিচ্চে—আমি যাব না। কল্যাণি! দ্যাখ, আমার, খাওয়া হল না, আমাকে জেলে নে গেল—'

সু। (রক্ষিদিগের প্রতি) লে যাও, ডাক্তার সাব্‌কো কামরামে লে যাও।

(শম্ভুকে লইয়া রক্ষিদের প্রস্থান)

ব্র। Shall he be tried along with that other man?

সু। Not for sometime anyhow. He shall wait here, so long as orders from Government for his removal to the assylum, are not to hand,

ব্র। And the other man?

সু। Well, the next Criminal Sessions of the High Court will send him to the Hang-man's care!

ব্র। বিচিত্র তোমার চক্র পরমেশ্বর! অভেদ্য, অনির্ণেয়!! একমাস আগে সায়দার, শম্ভুর, মোক্ষদার, এ গতি কে কল্পনা কত্তে পেরেছে? Good-morning Sir.

(ব্রজের প্রস্থান)

সু। Good morning, Babu! Now for my morning round

(সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রস্থান)

দিতে হবে না। এত মিথ্যেয় তোকে আজ ক্রোর টাকার মালিক করেছি, আর একটি অসময়ে-গুড়োন সংসার ফিরে পাতিইছি। আমি মিথ্যে কথা ছাড়ব ?—দূর গাধা !

ম। মিথ্যে নয়। ঘাট হয়েছে। আচ্ছা, দাদার কি হবে ?

জ। খুন কল্লে যা হয়—তোষাখানার দাওয়ানী, আর নেপালের রাজ-কন্যার সঙ্গে বে।

(অন্নদাবাবুর কিশোরীকে লইয়া প্রবেশ)

জ। ইঃ—তুই বেটী ত সাহেবের মেয়ে—ইদিকে বাবার সঙ্গে গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতিস, আজ একেবারে এক হাত ঘোমটা! ভট্চাজ্জির বউ!

অ। (মণির করে কিশোরীর কর রাখিয়া) বাবা ! আজ আমার একটী সুদীর্ঘ দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। চৈতন্য পেয়ে বাঁচলুম। সজ্ঞানে তোমাদের সঙ্গে কথা কয়ে বাঁচ্চি। আজ আমার ঘর আলো, প্রাণ আলো, তোমার মুখ আলো, কিশোরীর মুখ আলো, আমার জগদীশের মুখ আলো ! (কিশোরীর প্রতি) মা ! তোমার মামাকে প্রণাম কর।

(কিশোরীর তথাকরণ)

জ। আরে বেটি ! বাবা আগে না মামা আগে ?

(কিশোরীর অন্নদাবাবুকে প্রণাম)

অ। কিশোরীর মামা কিশোরীর ভগবানের আগে—বাবা ত তুচ্ছ।

(কিশোরীর মণীন্দ্রকে প্রণাম)

(তিনকড়ির প্রবেশ)

জ। ভারি প্যাজি, বুঝলি তিনকড়ে ?

তি। কে ?

জ। এই অন্নদা বোস—আর কে ?

তি। বাবা। ও তোমারা শালা ভগ্নীপোত দুই ভায়েই সমান !

জ। এই ব্যাটা জুতো খেলে রে—

তি। হক্ কথা বল্লে জুতো খেতে হয়, নয় খেলুম।

(মন্নুর প্রবেশ)

মন্নু। কালদা' ! বাবা আর আমি একখান ঘুঁড়ি কিনতে যাব ; বাবা যাবে না ?

ম। যাব বৈকি।

(নেপথ্যে গোলমাল,—ও 'আরে ইয়ে আদমি কি বাউরা হ্যায় ? অন্দরমে কাঁহা যাওগে' ইত্যাকার ধ্বনির পর কমলাকান্ত ও পশ্চাতে দরওয়ানের প্রবেশ)

ক। (দরওয়ানের প্রতি) হাঁ আলবত ঢুকবো, তোর বাবার কি ? আটকা দিকিন আমায় দেখি ? (দ্রুত আসিয়া মন্নুকে কোলে লইয়া) তোর বাবার বাড়ী যে ঢুকব না ব্যাটা ?

জ। কমলাকান্ত ঠাকুর যে গো ! এস—এস (দরওয়ানের প্রতি) ওরে বাবু ! কাকে রুখতে গেছিস ?—এ তোদের জামাই বাবুর বাবা। তুই যা ; আর দেখ, আজকের দিনটা ভেতরে যে আসতে চায়, আসুক ; কাকেও রুখিস টুখিস নি। ঠাকুর ! প্রণাম।

(দরওয়ানের প্রস্থান)

ক। বাবা আশীর্ব্বাদ করি, আমার মণির যা করেছ, মণির মতন অবস্থা-ক্লিষ্ট সকলের এই রকম কত্তে থাক।

অ। (যোড়হস্তে) ঠাকুর ! প্রণাম। তোমার সুমুখে আমি ঘৃণায় লজ্জায় ঘাড় তুলতে পাচ্চি না। আমায় অনুগ্রহ করে তুমি ক্ষমা কর। বিকারের ঝোঁকে অন্যায় কল্লে রোগীকে সবাই ক্ষমাই করে।

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

পেয়ার	নাটক	মূল্য	১৲ টাকা।
কমলা	,,	,,	৸০ আনা।
অনাথিনী	,,	,,	॥০ ,,
মাধবী	,,	,,	॥০ ,,
বিদেশী	,,	,,	॥০ আনা।
অভিষেক	,,	,,	।০ ,,
প্রেম-পাশ	,,	,,	।০ ,,
নাচ	,,	,,	।০ ,,
চাঁদের হাট	নাটিকা	,,	।৵০ ,,
অপরিচিতা	উপন্যাস	,,	॥০ আনা।
প্রেমের চিত্র	গাথা	..	।০

কলিকাতা বুক ডিপোতে প্রাপ্তব্য।